১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২৬ মহর্‌রম, ১৪৩৪ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯২ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১৩ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে
২৮ নভেম্বর থেকে ০১ ডিসেম্বর টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.com
বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান সিঙ্গাপুরে ঐতিহাসিক ভাষণে সমাজের সর্বস্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের ওরিয়েন্টাল ম্যান্ডারিন হোটেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক অ-আহমদী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon

Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না

খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র, খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কারবালা প্রান্তরে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথানত না করে পবিত্র মহররম মাসের ১০ তারিখে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের মনদন্ড সমুন্নত রাখতে চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সর্বকালে অনুকরণীয়। শিয়ারা হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের শোকে যে মাতম করে তা আবেগ তাড়িত অমুলক কাজ, এজন্য আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের দিনকে স্মরণ করে যথার্থই লিখেছেন, 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'।

হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর ত্যাগের কথা স্মরণ করে পরিবহণ ব্যবস্থা অচল করে অপরকে কষ্ট দিয়ে শোক প্রকাশের শিক্ষা ইসলামে নেই আর শোক দিবস পালনের কোন রীতিও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতকে শেখাননি। তবে হযরত রাসূল করীম (সা.) মৃত ব্যক্তির জন্য মাত্র তিন দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছেন আর মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর পক্ষে চার মাস ১০ দিন ইদ্দতকাল পালনের নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বলে গেছেন- '*আমি শহীদ হলে তোমরা আমার জন্য উহ্! আহ্! করো না, আঁচল ছিঁড়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ করে থাকবে*'।

যদি ইসলামে শোক দিবস পালন করার কোন বিধান থাকতো তাহলে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাত দিবসই শোক পালনের প্রধান দিবস হতো। কেননা তিনিই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, ইহজগত ও পরজগতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং মোমেনদের জন্য হুযূর (সা.)-এর ওফাত অপেক্ষা শোকের আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা হুযূর (সা.)-এর ওফাত দিবস শোক দিবস হিসেবে পালন করি না। কারণ তা ইসলামে বৈধ নয়। আর হুযূর (সা.)-এর পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামরা কেউ তা পালন করেননি। ইসলামে শোক দিবস পালন না করার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। বদরের যুদ্ধে ১৩ জন, ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদতবরণ করেন এবং হুযূর (সা.)-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত আমীর হামজা (রা.) ওহুদের ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁর নাক, কান কেটে বিকৃত করা হয়। বুক চিরে কাঁচা কলিজা পর্যন্ত চিবানো হয়। মহানবী (সা.) খুবই মর্মান্তিক এ ঘটনার পর শোকাভিভূত হয়ে প্রায় আট বছর দুনিয়ায় ছিলেন তবুও দীর্ঘ এ আট বছরে হুযূর (সা.) হযরত হামজা (রা.)-এর জন্য কোন শোক দিবস পালন করেননি।

এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদিনের তিন খলিফা হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁদের শোকেও তো মাতম করার কোন উল্লেখ ইসলামে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

অতএব, নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি হযরত ইমাম হোসেন (রা.) খিলাফতে রাশেদার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন, যুগ যুগ ধরে তাঁর এই ত্যাগ মুসলিম উম্মাহকে খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ আল্লাহ্ মনোনিত খলীফা ও ঐশী ইমামত-এর ছত্র-ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ইমাম হোসেনের ত্যাগ, কুরবানী আমাদের জন্য জীবন্ত এক শিক্ষা রেখে গেছে। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) যে আদর্শ রেখে গেছেন তা সব সময় আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। সত্য, ন্যায় এবং নবুওয়াতের পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র জমিনে পুণ:প্রতিষ্ঠিত সত্যিকারের ইসলামী খিলাফত যা ধারণ করে আছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। সেই জামা'তের সদস্য হিসেবে আমরা সত্যের পথে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করায় সর্বদা উজ্জীবিত থাকবো, আর ঐশী সাহায্যপুষ্ট আহমদীয়া খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ় ও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবো, ইনশাআল্লাহ্।

সূচিপত্র

৩০ নভেম্বর, ২০১৩

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩)	৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩)	১২
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	২০
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	২২
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	২৩
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	২৪
রূপক-বর্ণনার অন্তরালে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৭
বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস খন্দকার আজমল হক	২৯
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২
ইসলাম ও মালী কুরবানী মৌ. মোহাম্মদ মোজফ্ফর আহমদ রাজু	৩৪
ইস্তেগফার সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি মৌ. এস, এম, আব্দুল হক	৩৬
অব্যাহত ঐশী সাহায্যে সদা সমুন্নত আহমদীয়াতের মশাল সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত	৩৮
পাঠক কলাম- বন্ধু নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা লাকি আহমদ, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, নিশাত জাহান রজনী	৪০
সংবাদ	৪২
আপনার সন্ধানে আছি!	৪৬
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪৭
সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান সূচি	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামা'তের যে সকল সদস্য 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক কিন্তু তাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদের বকেয়া চাঁদা সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এছাড়া যারা পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক নন তারা মাত্র ২৫০/- টাকায় পুরো এক বছরের গ্রাহক হতে পারেন আর বহির্দেশে গ্রাহকদের জন্য ১০০ ডলার। আর যদি প্রতি কপি ক্রয় করতে চান তাহলে তার মূল্য ২০/- টাকা।

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
যোগাযোগ : ০১৯১৮-৩০০১৫৬, ০১৬৮৬২৬৪৫৯৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى
اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ
الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۙ﴿۴۵﴾

৪৫। আর তুমি মানুষকে তাদের ওপর আযাব নেমে আসার দিন সম্পর্কে সতর্ক কর। যারা যুলুম করেছিল, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! অল্প কিছু দিনের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো।' (তাদের বলা হবে,) 'তোমাদের কোন অধ:পতন ঘটবে না বলে কি তোমরা এর পূর্বে কসম খেয়ে দাবী করতে না?

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿۴۶﴾

৪৬। আর তোমরা তাদেরই আবাসস্থলে বসবাস করছ, যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। আর আমরা তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলাম, তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের কাছে আমরা সব দৃষ্টান্ত ভালভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলাম।'

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ
مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ
مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۷﴾

৪৭। আর তাদের সাধ্যানুযায়ী তারা ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড়-পর্বত টলানোর মত (শক্তিশালী) হয়ে থাকলেও তাদের ষড়যন্ত্রের ফলাফল আল্লাহ্‌র[১৪৭৪] কাছেই রয়েছে।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۸﴾

৪৮। অতএব তুমি আল্লাহ্‌কে তাঁর রাসূলদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলে কখনো মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, (ও) কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

১৪৭৪। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় ভালভাবেই জানেন এবং তা যত বড়ই হোক না কেন, তা ব্যর্থ করে দেবেন।

হাদীস শরীফ

উত্তম পারিবারিক জীবন
স্বামী-স্ত্রীর সোহার্দ্য ও সন্তানের সুশিক্ষা

হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ রাযিআল্লাহুতা'লা আনহু বলেন : আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার কি? তিনি (সা.) বললেন, যা তুমি খাও, তাকেও তা-ই খাওয়াবে। যা তুমি পড়, তাকেও তা-ই পরাবে। তার চেহারায় কোন আঘাত করবে না। তার কোন ভুলের দরুন যদি তাকে শিখানোর জন্য তোমাকে পৃথক থাকতে হয়, তবে গৃহমধ্যে তা করবে, ঘর হতে বের করবে না। [আবু দাউদ]

হযরত সুবহান বিন বুহুদুদ রাযিআল্লাহুতা'লা আনহু, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'সর্বোৎকৃষ্ট ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যয়, যা সে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য, বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে তার সহযোগিতার জন্য করে। [মুসলিম]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন , 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি যদি কাউকে আদেশ করতে পারতাম যে, সে অন্য কাউকে সিজদা করে, তবে স্ত্রীকে বলতাম, তুমি তোমার স্বামীকে সিজদা করবে।" [তিরমিযী]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না এবং তার অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে আসতে দিবে না। [বুখারী]

হযরত ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হালাল (বৈধ) বিষয়গুলির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে ত্বালাক। অর্থাৎ-প্রয়োজনের ভিত্তিতে এর অনুমতি তো আছে, কিন্তু তা খোদা তাআলার ভীষণ অপসন্দনীয় বিষয়। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী-গমনের সময় এই দোয়া করে : আল্লাহ্‌র নামের সাথে। আল্লাহ্, আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা কর এবং এই সন্তানকেও শয়তান হতে নিরাপদ রাখ, যা আমাদেরকে দিবে'–তবে তাদের জন্য কোন সন্তান, আল্লাহ্ তাআলার সংকল্প থাকলে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। [বুখারী]

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহুতা'লা আনহা বলেন : একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসল। তার দু'টি শিশু বালিকাকে সে বহন করছিল। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুই বালিকাকে এক একটি খেজুর দিল এবং একটা খেজুর তার নিজ মুখে দিল। কিন্তু সে খেজুরটাও তার মেয়েরা তার নিকট চেয়ে বসল। এতে সে ঐ খেজুরটি তার মুখ হতে বের করল। তা দুই ভাগ করল একটা অংশ এক মেয়েকে এবং অন্য অংশটা অন্য মেয়েটিকে দিল। আমি তার মাতৃ-স্নেহ দেখে আশ্চর্য হলাম এবং 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে তা বললাম। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তাআলা তার এই কর্মের কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করেছেন। অথবা তিনি উল্লেখ করে ছিলেন যে, তার এই অপত্য স্নেহের কারণে তিনি তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। [হাদিকাতুস সালেহীন]

সংকলন: ***এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার***

অমৃতবাণী

ধর্মের সাহায্যের জন্য এক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে লোক সকল! তোমরা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখ, দ্বীন-ধর্মের সাহায্যের জন্য এক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু তোমরা তাকে সনাক্ত করনি, সে তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং তিনি ইনিই, যিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু তোমাদের চোখের ওপর ভারী পর্দা পড়ে আছে। যদি তোমাদের অন্তর সত্যান্বেষী হয়ে থাকে, তাহলে যে-ব্যক্তি খোদার সঙ্গে সংলাপের দাবী করে, তার সত্যতা যাচাই-বাছাই করা খুবই সহজ বিষয়। তোমরা তার কাছে এসো, তার সাহচর্যে দুই-তিন সপ্তাহ অবস্থান কর, যেন যদি খোদাতাআলা চাহেন, তাহলে ঐসব বরকতরাশি, যা তার ওপরে বর্ষিত হচ্ছে এবং ঐ সব সত্য-ওহীর জ্যোতিরাশি, যা তার ওপর অবতীর্ণ হচ্ছে, সেগুলো হতে কিছু তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পার। যে ব্যক্তি অন্বেষণ করে, তাকেই প্রদান করা হয়, যে ব্যক্তি দরজার কড়া নাড়ায়, তার জন্যই খোলা হয়। তোমরা যদি চক্ষু বন্ধ করে এবং অন্ধাকার কুঠরীতে আত্মগোপন করে এই ঘোষণা কর যে, কোথায় সূর্য? তাহলে বৃথা হবে তোমাদের এই অভিযোগ।

হে অজ্ঞ! প্রথমে তুমি তোমার কুঠরীর কপাট খোল এবং নিজ চক্ষু হতে পর্দা সরাও; তাহলে তুমি শুধু সূর্যই দেখতে পাবে না বরং উহা নিজ আলোতে তোমাকে আলোকিত করে দিবে। কেউ কেউ বলে থাকে যে, আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা খুলে দেওয়াই দ্বীন-ধর্মের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারা বুঝে না, দ্বীন কাকে বলে। এবং আমাদের জীবনের উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য কী কী এবং কীরূপ এবং কোন্ কোন্ পথে ঐ উদ্দেশ্যগুলি লাভ করা যেতে পারে? সুতরাং তাদের জানা দরকার যে, এই জীবনের উৎকৃষ্ট ও পরম উদ্দেশ্য হলো খোদাতাআলার সঙ্গে সত্যিকার এবং নিশ্চিত ও দৃঢ়-সম্পর্ক স্থাপন করা, যা মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তিসুলভ হীন সম্পর্ককে ছিন্ন করে মুক্তির উৎস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

সুতরাং এইরূপ পূর্ণ বিশ্বাসের পথসমূহ মানুষের কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা কখনও খুলতে পারে না এবং মানুষের গড়া দর্শন ও জ্ঞান এস্থলে কোন উপকার সাধন করতে পারে না। বরং এই জ্যোতি সদা-সর্বদা আল্লাহতাআলা নিজ বিশেষ-মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে অন্ধকার যুগে আসমান থেকে নাযিল করে থাকেন। আর যিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ হন, তিনিই আসমানের দিকে নিয়ে যান।

সুতরাং হে লোক সকল! যারা তিমিরের গহ্বরে সমাধিস্থ আছো এবং নানান সংশয় সন্দেহের জিঞ্জিরে বন্দী ও কুপ্রবৃত্তিসুলভ বাসনা-কামনার দাস হয়ে আছো, শুধু নামের ও রসম-রেওয়াজের ইসলামের ওপর গৌরব করো না। আর তোমাদের সত্যিকার সার্বজনীনতা, তোমাদের প্রকৃত-কল্যাণ এবং তোমাদের পরম সফলতা এসব জাগতিক প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করো যা সদ্যজাত আঞ্জুমানসমূহ ও মাদ্রাসাসমূহের মাধ্যমে অবলম্বন করা হয়! এসব কার্য-পদ্ধতি প্রথম পর্যায়ে অবশ্য উপকারজনক বটে এবং উন্নতি ও প্রগতির জন্য সোপানস্বরূপ গণ্য হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে বহু দূরে অবস্থিত। হয়তো এসব তদবীরের ফলে মাথায় কিছু চালাকি ও শঠতা জন্মাতে পারে অথবা স্বভাবে কৌশল ও চাতুর্যের উদ্রেক হতে পারে এবং শুষ্ক দর্শন-জ্ঞানের প্রশিক্ষণ লাভ হতে পারে অথবা আলেম ও ফাযিলের উপাধিও লাভ করতে পারে এবং হয়তোবা সুদীর্ঘকাল জ্ঞান লাভ করার পর প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু সাহায্যকারীও হতে পারে। কিন্তু কথায় আছে, "তা তারয়াক্ আয্ ইরাক আওয়ার্দা শোওয়াদ সারে গুযিদা মুর্দা শোওয়াদ"- অর্থাৎ "ইরাক হতে তারয়াক (প্রতিষেধক) আসতে আসতে সর্প-দংশিত মারা গেল"।

অতএব তোমরা জাগ্রত হও, সচেতন হও: এরূপ যেন না হয় যে, তোমাদের পদস্খলন ঘটে, পাছে পরকালের যাত্রা এমন অবস্থায় যেন আরম্ভ না হয়, যাকে নাস্তিকতা ও বেঈমানির অবস্থা বলা হয়। নিশ্চিতরূপে বুঝে নাও যে, পরকালের সফলতার আশা-ভরসা এ সকল রসমী-বিদ্যা অর্জনের ওপর আদৌ নির্ভর করে না, বরং সেই স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ অবশ্যই অবতীর্ণ হওয়া দরকার, যা সংশয় ও সন্দেহের আবর্জনাসমূহকে দূরীভূত করে প্রবৃত্তির মোহ ও বাসনা-কামনার আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং খোদাতাআলার সত্য-মহব্বত, সত্য-আবেগ ও আসক্তি এবং সত্য আনুগত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যদি তোমরা তোমাদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস কর, তাহলে এই উত্তরই পাবে, সত্য-প্রশান্তি, সত্য-স্বস্তি যা এক মুহূর্তের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করার কারণ হয়, তা তোমরা এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারনি" (ফতেহ ইসলাম, ৪১ পৃঃ)।

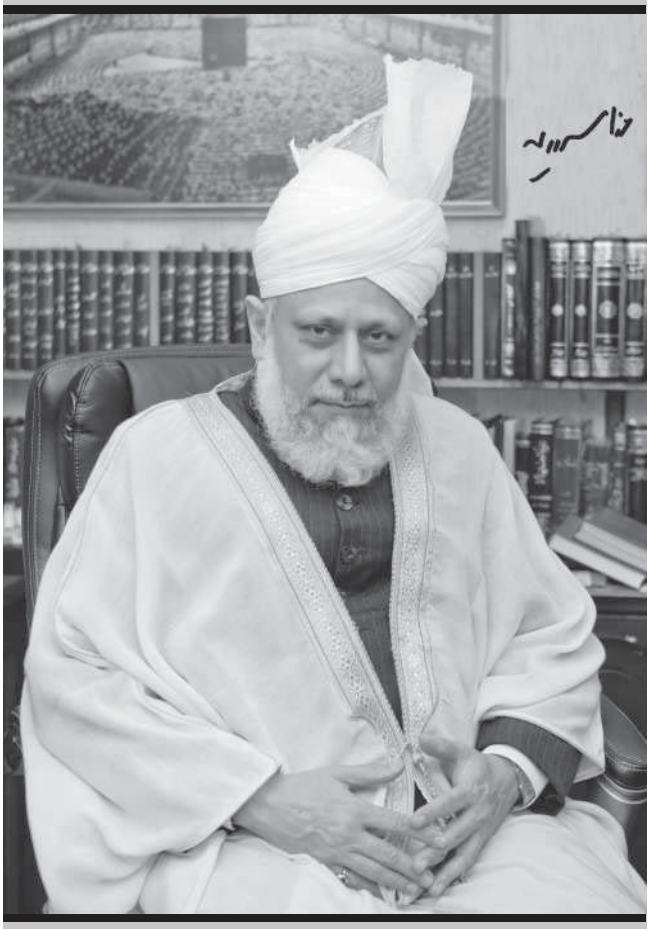

জুমুআর খুতবা

সিরিয়ার চলমান সহিংসতা ও অরাজকতা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

পৃথিবীর অবস্থা বর্তমানে অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর আমি কেবল সিরিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য একথা বলছি না বরং পুরো আরব বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে অনেক বেশি ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা রয়েছে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

পৃথিবীর অবস্থা বর্তমানে অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর আমি কেবল সিরিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য একথা বলছি না বরং পুরো আরব বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে অনেক বেশি ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা রয়েছে। সিরিয়া যুদ্ধে যদি বাইরের পরাশক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র আরব বিশ্বই নয় বরং কিছু কিছু এশীয় দেশ অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ যুদ্ধ যে কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয় বরং এটি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে পারে–এ কথা আরব দেশগুলোও বুঝতে চেষ্টা করছে না আবার অন্যান্য দেশ ও পরাশক্তিগুলোও বুঝার চেষ্টা করছে না। অতএব, আমরা যারা আহমদী, যারা মহানবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিকের অনুসারী সেই প্রেমিক, যিনি তাঁর সম্মানিত নেতা এবং অনুসৃত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যে জগদ্‌বাসীকে খোদা তা'লার সাথে সংযুক্ত করতে এবং শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। তার মান্যকারী হিসেবে আহমদীদের দায়িত্ব জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা যেন দোয়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। জগদ্‌বাসীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের নিকট দোয়া ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। আমরা বাহ্যিক চেষ্টার অংশ হিসেবে জগদ্‌বাসীকে এবং পরাশক্তিগুলোকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কেবল সতর্কই করতে পারি আর আমরা তা করে যাচ্ছি।

তাই বাহ্যিক চেষ্টার অংশ হিসেবে আমাদের দ্বারা সীমিত পর্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ যতদূর সম্ভব আমি নিজেও করে যাচ্ছি আর জামা'তের সদস্যরাও সে বাণীকে ব্যাপকভাবে দেশে দেশে ছড়াচ্ছেন। এ সমস্ত নেতা ও রাজনীতিবিদ আমার বক্তব্য শোনার পর এ বাণীকে যুগোপযোগী এবং অতিব গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করলেও যখন এই বাণীকে বাস্তবায়ন করার সময় আসে তখন এসব পরাশক্তির প্রাধান্য ও মানদন্ডগুলো পাল্টে যায়। আগেই বলেছি, এগুলো হলো, বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার অংশবিশেষ, কিন্তু সমস্ত কাজ সমাধা করার এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে লাভ করার মূল অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। আহমদীদেরকে বর্তমান পরিস্থিতিতে এদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। সর্বোপরি মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত এবং মুসলমান জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত।

আজ থেকে আটাশি বছর পূর্বে অর্থাৎ- ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার তদানিন্তন অবস্থা প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি খুতবা দিয়ে বলেছিলেন, দামেস্কের ইতিহাস অনেক পুরানো। প্রাক-ইসলামিক যুগেও এই নগরটি বেশ কয়েকটি ধর্মমতের কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল এবং এর গুরুত্বও ছিল অনেক। ইসলাম পরবর্তী যুগেও দীর্ঘকাল যাবৎ এটি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর অধিকাংশ প্রাচীন ধর্মের স্মৃতিচিহ্ন এ শহরেই অবস্থিত। আমি একটু আগেই বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া সম্পর্কে খুতবা দিয়েছিলেন। এর প্রেক্ষাপট হলো সেখানকার দরূদী নামে একটি গোত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল আর সেই ডাকে অন্যান্য মুসলমানরাও সাড়া দিয়েছিল। এ গোত্রটি যদিও পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল তথাপি শহর অঞ্চলের মুসলমানরাও এদের ডাকে যোগদান করে। তখন সেখানে ফরাসিদের রাজত্ব ছিল। তিনি (রা.) আরো বিশ্লেষণ করে বলেন, যদিও মূল প্রশাসন ফরাসি সরকারের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মুফতি কিংবা মৌলবীও শাসক পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানে দুই-তিন প্রকারের প্রশাসন বিদ্যমান ছিল। যাই হোক, মূল রাজনৈতিক সরকার ফরাসিদের হাতেই ছিল। আর মুফতিদের মাঝে যারা শাসক পরিগণিত হতো তাদের স্বরূপ হলো: ধরুন একটি বই ছাপার অনুমতি প্রসঙ্গে বা কোন পুস্তক প্রকাশের অনুমতি প্রসঙ্গে 'মুফতি' যদি কোন রায় দিয়ে দিতো সেক্ষেত্রে গভর্ণরেরও কিছু করার থাকতো না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উদাহরণ দিয়ে বলেন, আহমদীয়া জামা'ত সেখানে গভর্ণরের কাছ থেকে বই-পত্র প্রকাশের অনুমতি নিয়েছিল এবং তা ছাপানো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুফতি সাহেব তা ব্যান্ড করে দেন। গভর্ণরকে অভিযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই, এটি মুফতি সাহেবের অধীনে। যাইহোক, মূল সরকার কাঠামো ফরাসীদের অধীনে ছিল আর কেউ রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিলে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করা হতো। সে সময়ে স্থানীয় লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহের কিংবা স্বাধীনতার ডাক দিল তখন ফরাসী সরকার দামেস্কের ওপর অনেক বড় বিমান হামলা করেছিল। বলা হয়, সে আক্রমণে দীর্ঘ সাতান্ন আটান্ন ঘন্টা পর্যন্ত বোমা বর্ষণ চলেছিল আর নগরীর ইতিহাসকে এবং ঐতিহাসিক ভবন ও অট্টালিকাগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সেখানে মারা গিয়েছিল। প্রশ্ন হল, এই নগরী কেন ধ্বংস করা হয়েছিল? কেন এর অধিবাসীদের মারা হয়েছিল? কারণ হল, তারা বিদেশী সাম্রাজ্যের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিল। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম আছে তা হলো– **"বালায়ে দামেস্ক"**। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তখনকার দামেস্কের দুরবস্থা আর বিমান হামলা এ সবগুলোর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম পূর্ণতা লাভ করেছে যার ফলশ্রুতিতে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থাপনা, বিভিন্ন ধর্মমতের ইতিহাস–এসবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। কেননা এর চেয়ে বড় কোন বিপদ বা ধ্বংসযজ্ঞ এর পূর্বে কখনো দামেস্কে দেখা দেয়নি। আগেই বলেছি, এই হামলা বিজাতিদের পক্ষ থেকে হয়েছিল আর ফ্রান্স এই হামলা করেছিল। কোন কোন ইলহাম অধিকবার পূর্ণ হয়।

কারো কারো অভিমত হলো, বিজাতিদের দ্বারা সংঘটিত এই ধ্বংসযজ্ঞ সাতান্ন আটান্ন ঘন্টা ধরে চলেছে। এতে কারো মতে দুই হাজার আবার কারো মতে বিশ হাজার মানুষ মারা গেছে। যাই হোক আনুমানিক সাত আট হাজার মানুষ সেই সময়ে মারা গিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয় উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতি যা বিপদাকারে সংঘটিত হয় তা হয়েছিল বিজাতিদের হাতে। কিন্তু বর্তমানে যে তান্ডব দেখা দিয়েছে তা নিজেদেরই সৃষ্টি আর বিগত দুই-আড়াই বছর ধরে এ প্রলয় দামেস্ক এবং সিরিয়ার অন্যান্য অংশে ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করছে। এটি গোটা সিরিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। নুন্যতম এক লক্ষের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। অনেকের অভিমত, এ সংখ্যাটি এর চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ী হারিয়ে পথে বসেছে। বাড়ী-ঘরও বিধ্বস্ত হয়েছে, বাজার এবং ব্যবসাকেন্দ্রগুলো ধ্বংস হচ্ছে, রাষ্ট্রপতির প্রাসাদেও কামানের আক্রমণ করা হয়েছে, বিমান বন্দরগুলোতেও কামানের আক্রমণ চালানো হয়েছে। নানা ধরনের ভবন ও অট্টালিকায় তোপের গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। মোট কথা হল, কেউই সেদেশে আর নিরাপদ নয়।

সরকারের সেনাবাহিনী নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করছে আর নাগরিকরা সরকারী কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ করছে। এদের মাঝে সেনা সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত আর অন্যান্যরাও অন্তর্ভুক্ত। সেখানে শিয়ারা (অর্থাৎ- আলাভীরা) সুন্নীদের হত্যা করছে আর সুন্নীরা শিয়াদেরকে হত্যা করছে। অথচ তারা সবাই একই কলেমা পড়ার দাবীদার। স্বাধীনতা অর্জনের নামে সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই সুন্নী আর তাদের এই আন্দোলনে সাহায্য করার নামে সন্ত্রাসী দলগুলোও যোগদান করেছে। তাদের এবং সন্ত্রাসী দলগুলোর মাধ্যমে দেশের যে ক্ষতি সাধন হচ্ছে তার পরিসংখ্যান পরবর্তীকালে জানা যাবে। যাই হোক, আক্ষেপের বিষয় হল, এবারকার এই বিপদ ক্রমেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। আর লোকেরা এটি জানে না যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে জনসাধারণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সরকার একে অপরের ওপর অত্যাচার করে, পরস্পর লড়াই করে নিজেরা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ছে যে এখন

পরাশক্তিগুলো স্বাধীনতা প্রদানের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শক্তিশালী তৎপরতা শুরু করবে এবং তা করছে। কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই চেষ্টা গোটা জগদ্‌বাসীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সিরিয় সরকারকে কিছু পরাশক্তি সমর্থন যোগাচ্ছে এবং কিছু আঞ্চলিক সরকার সিরিয় সরকারের কাজে সাহায্য করছে এবং পরাশক্তিদেরকেই সমর্থন করছে। আর বিরুদ্ধবাদীদের সাথেও ক্ষমতাধর পরাশক্তি রয়েছে।

আগেই বলেছি, বরং বেশির ভাগ এরকম পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আক্ষেপ মুসলমান দেশগুলোর প্রতি যারা সেই ঐশী শিক্ষা অনুসরণ করার দাবীদার যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন! পরিতাপ তাদের জন্য যারা সেই উম্মতের অংশীদার হবার দাবীদার যাকে আল্লাহ্ তা'লা "সর্বোত্তম উম্মত" বলে আখ্যায়িত করেছেন! বলি, আজ এ মুহূর্তে এসব মুসলমান দেশ কোন্ কাজের কাজটা করছে? এদের মাঝে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। ঐশী শিক্ষার আংশিক বাস্তবায়নও নেই। আত্মাভিমান যা ছিল তা-ও শেষ হয়ে গেছে। বিজাতিদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা হচ্ছে আর তা-ও আবার নিজেদের অর্থাৎ মুসলমানদের মারার জন্য চাওয়া হচ্ছে! প্রশ্ন হল, এ পরিস্থিতি কুরআন শরীফের শিক্ষা আমাদেরকে কি বলে? দুটি দল বা গোষ্ঠী যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায় তখন এর সমাধান কল্পে ঐশী বিধান কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন–

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

(সূরা হুজুরাত : আয়াত ১০)

"আর মু'মিনদের দু'দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মাঝে তোমরা মীমাংসা করে দিও। এরপর তাদের মাঝে একদল অন্যদলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করলে, যে দল সীমালঙ্ঘন করে তারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এরপর তারা (আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে) ফিরে এলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।"

এখানে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করা এবং ন্যায় সঙ্গত আচরণ করার কথা বলেছেন আর একই সাথে ন্যায়পরায়ণতাকে সর্বোচ্চ মানদন্ডে অধিষ্ঠিত করেছেন। আরো এক জায়গায় আল্লাহ্ বলেন, কোন জাতির প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে যেন তোমরা ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুত না হও। মুসলমানরা পার্থিব লোভ-লালসাকে পরিত্যাগ করে খোদার ভালবাসা অর্জন করতে চাইলে পরস্পরের সাথে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং অমুসলমানদের প্রতি ন্যায়বিচার করা তাদের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"হুয়া আক্বরাবু লিত্ তাক্‌ওয়া"** অর্থাৎ- এটি তাক্‌ওয়ার সাথে অধিক সম্পৃক্ত আর এজন্যই একজন মুসলমানকে বারংবার খোদাভীতি অর্জন করতে বলা হয়েছে।

বড়ই লজ্জার কথা! আজ মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে পরামর্শ আসা উচিৎ ছিল তা কিনা ইসরাঈলের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পরাশক্তিগুলোকে দেয়া হচ্ছে। মেনে নিলাম, মুসলিম দেশগুলোর মাথায় এসব প্রস্তাবনা আসেনি কিংবা তাদের নেতারা এগুলো কল্পনাও করেনি কিন্তু ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট যখন পরাশক্তিদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিল তখন কমপক্ষে বলা উচিৎ ছিল, আমাদের নিজেদের বিবাদ আমরাই সমাধান করবো কেননা আমরা এক খোদায় বিশ্বাসী, এক রসূলের আনুগত্যকারী, এক ঐশী কিতাবের পবিত্র শিক্ষার অনুসারী যা আমাদের জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর আমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হলে অথবা দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে বৈধ-অবৈধ বিষয়ক তর্কযুদ্ধ শুরু হলে আমরাই আমাদের পরিপূর্ণ শিক্ষার আলোকে এর মীমাংসা করবো। একটি দল বিদ্রোহ করে বসলে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা কেবল কারিগরি সাহায্য এবং অস্ত্রের সাহায্য প্রদান করবে আর মূল কর্মকান্ড আমরাই পরিচালনা করবো। একইভাবে আমাদের সদস্যরাই সরাসরি বিবাদ মীমাংসার কাজে অংশ নিবে। এভাবে পরিকল্পনা করা হলে, কোন অমুসলিম দেশ কোন মুসলিম দেশের প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পাবে না। প্রশ্ন হল, সহস্র মাইল দূর থেকে কিসের লোভে একটি দেশ অন্য একটি দেশের প্রতি দৃষ্টি দেয়? অন্যের ধন-সম্পদ দখল করা, সে দেশের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করা, যে দেশ এমনিতেই বিশৃঙ্খলা ছেঁয়ে আছে এবং যারা আয়তনে ছোট ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাদেরকে পদানত করে রাজত্ব করার জন্যই হয়তো তাদের এই লোভাতুর দৃষ্টি।

সর্বোপরি মুসলিম দেশগুলোর দুর্বলতা এবং ঐশী শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই আজ একটি দেশের সরকার এই ঘোষণা দেয়, U.N.O সিরিয়াতে আক্রমণের অনুমতি না দিলেও আমরা আক্রমণ করবো এবং এটি আমাদের অধিকার। তারা গোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করে বলে, U.N.O আমাদেরকে ফরেন পলিসি পরিবর্তনের আদেশ দিতে পারে না। প্রশ্ন হল, এখানে ফরেন পলিসির কথা আসল কেন? শত্রুতা এতটাই সীমাতিক্রম করেছে যে শত্রুর চোখে পর্দা পড়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিও বাহ্যত অজ্ঞের মত কথা বলে। দেখে মনে হয় কতই না বিজ্ঞ, অথচ তারা একেবারেই গন্ডমূর্খ। বলি, তোমরা তো সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করছো, এর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? যার সাথে সম্পর্ক আছে তা হল U.N.O কেননা তারা এই চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পৃথক কোন দেশের সাথে চুক্তিও নাই আবার কোন লেনদেনও নেই। যে দেশে গন্ডগোল হচ্ছে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কেননা এখানে ফরেন পলিসির প্রশ্ন কিভাবে আসে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এটি নিজেদের একগুয়েমী, ক্রোধ এবং প্রভুত্বকে প্রকাশ করার হীনচেষ্টা মাত্র। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ন্যায়পরায়ণতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা হল, 'কোন জাতির প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তোমরা যেন ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে না যাও।' এত চমৎকার শিক্ষা আর কোথাও দেখা যায় না। আমি বারংবার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে বলেছি, এমনটি করা হলে পরে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল শান্তি

হায়! মুসলমান শাসকগণ যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতো! খোদা করুন আমাদের এই বার্তা যেন তাদের নিকট পৌঁছে যায়। একইভাবে পশ্চিমা দেশগুলো এবং পরা শক্তিদের নিকটও যেন আমার বাণী পৌঁছে যায়। আগেই বলেছি, সিরিয়ার বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে তা কেবল এদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক দেশের আহমদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করুন বিশেষ করে যে সমস্ত আহমদী পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস করছেন, তারা তাদের রাজনীতিবিদদের এই আগত ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সাবধান করুন।

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। U.N.O এই নীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যেখানেই অন্যায়-অবিচার দেখবে সকলে মিলে তা মীমাংসা করবে। শর্ত হল, কারো বাধা দেয়ার অধিকার যেন না থাকে আর কেউ যেন নিজ ইচ্ছাধীন কাজ করতে না পারে কেননা, এখানে একক কোন দেশের ফরেন পলিসির প্রশ্ন নয়। আবার অন্য একটি দল বলে, আমরা সিরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করবো না বরং বিমান হামলা করবো। আর এমনটি আমরা পূর্বেই করে দেখিয়েছি। নিস্পাপ শিশু আর নারীদেরকে হত্যা করবো যেভাবে আমরা ইরাক এবং লিবিয়াতে করেছিলাম। এখন প্রশ্ন হল, এতো কিছু করে সেখানে কি অর্জিত হয়েছে যা এখানেও অর্জিত হবে? ফলাফল আমাদের চোখের সামনেই উপস্থিত। সমস্ত শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং আজো সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী গতকাল একস্থানে বলেন, তোমরা এককভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো তা অন্যায়। এমনটি-ই যদি হয় তবে U.N.O কেন বানানো হয়েছিল? পরিস্থিতি এভাবে গড়াতে থাকলে U.N.O-এর পরিণতি লীগ অব নেশানের মতই হবে। তিনি একেবারেই সঠিক কথা বলেছেন।

মিশর সরকার তাদের জনগণের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে পুনরায় নিয়ম নীতির পরিবর্তন করে। বলা হয়, জন সাধারণের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না আর শাসক গোষ্ঠী নিজেদের বাঁচানোর জন্য নির্মমভাবে জনগণকে হত্যা করছে। শাসকদের এই কর্মকান্ড নিতান্তই অন্যায় ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে চরমপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক সরকার ক্ষমতায় আসে। ফলে শক্তিশালী দেশগুলো চিন্তা করে, এখন কি হবে? আমেরিকার বিখ্যাত একটি পত্রিকার সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করে, এতো কিছুর পরেও মিশরে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আছে কি? আমি বললাম, তোমরা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ত দল বদলে নিয়েছিলে কিন্তু তোমাদের ধারণা ভুল হয়ে গেল। অথচ যারা ক্ষমতায় আসল তারা তোমাদের পক্ষেও না আবার সাধারণ জনগণের পক্ষেও না অর্থাৎ অধিকাংশ জনগণই তাদের বিরুদ্ধে। এতে করে ফলাফল কি দাঁড়ালো? একটি স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলছে আর নিশ্চিতভাবে তোমরা দেখে নিও কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্বের মত রক্তের বন্যা প্রবাহিত হবে।

আমার ধারনানুযায়ী অনেক আগেই এ পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে কেননা মিশরের বিগত দিনগুলোর অবস্থা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। মুসলিম দেশগুলোতে নিজেদের দ্বারা যে অশান্তি সৃষ্টি হয় তা মোটেও অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, কিন্তু পরাশক্তিগুলো যখন অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে তখনই কেবলমাত্র বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। আমি ২০১১ সালের শুরুতে একটি খুতবায় বলেছিলাম, পরাশক্তিগুলো প্রকাশ্যে ও গোপনে যে ষড়যন্ত্র করছে তা মুসলমানদের কল্যাণার্থে প্রতিফলিত হবে না। আর আপনারা দেখুন, হোসনি মোবারকের যুগে যে রক্তপাত হল, তাতে জনসাধারণের পক্ষে সমর্থন দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরেও তাকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং প্রোপাগান্ডার সৃষ্টি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দ্বিতীয় সরকার যখন জনকল্যাণের বিপরীতে কাজ শুরু করলো এবং সামরিক শাসন শুরু করে দিল যাতে পূর্বের চেয়েও অধিক রক্তপাত ঘটাল। তারা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি।

যাইহোক, মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের উচিৎ তারা যেন সর্বদা সরকারের কাছে নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করে এবং ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে কেবলমাত্র মুসলমান জাতির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়। শাসক এবং জনসাধারণের হৃদয়ে যখন তাক্‌ওয়া সৃষ্টি হবে এবং উভয়েই মহানবী (সা.)-কে ভালোবেসে তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের ওপর আমল করার চেষ্টা করবে কেবলমাত্র তখনই এটি পূর্ণতা লাভ করবে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) কিছু শিক্ষা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে আমি শাসকদের সম্পর্কে কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় ব্যতিত আর কোন আশ্রয় অবশিষ্ট থাকবে না সেদিন তিনি সাত জন ব্যক্তিকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন ন্যায়বিচারক ইমাম। সুতরাং ন্যায়বিচারের

গুরুত্ব অপরিসীম।

অতঃপর আবু সায়ীদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লার নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী ব্যক্তি হবেন ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং সবচেয়ে ঘৃণিত ও দূরবর্তী ব্যক্তি হবেন অত্যাচারী শাসক।

হযরত রাসূল করীম (সা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক ও দায়িত্ববানরূপে নিযুক্ত হবার পরও যদি কেউ মানুষের দেখা-শুনা এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করে তবে তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন।

আরো এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট কোন একজন প্রশ্ন করলে তিনি (রা.) উত্তর দেন, আমি তোমাদের সেই কথা বলব যা মহানবী (সা.) কে এই ঘরে বলতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের মধ্য হতে যাকেই তুমি কোন ব্যাপারে বিচারক বানিয়েছ আর সে যদি মানুষের সাথে কঠোর আচরণ করে থাকে তবে তুমিও তার সাথে কঠোর আচরণ করো এবং তার বিনম্র আচরণের কারণে তুমিও তার সাথে বিনম্র আচরণ করো (এটি এক ধরনের দোয়া)।

সুতরাং শাসকদেরকে গভীরভাবে এগুলো চিন্তা করা প্রয়োজন। জেনে রাখা দরকার, কোন মুসলমান শাসক যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেতে চায় তবে তাকে অবশ্যই সুবিচার করতে হবে। খোদার প্রিয় বান্দা হতে চাইলে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সকল কাজে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা যদি জান্নাত পেতে চায় তবে কোন প্রকারের বৈষম্য না করে সকলের মঙ্গল কামনা করতে হবে। হযরত রাসূল করীম (সা.) এজন্যই বলেন, "জাহান্নাম তোমাদের (তথা শাসকদের) স্থান।"

এই যে শেষ হাদীসটিতে দোয়া করা হয়েছে, "হে আল্লাহ্! কঠোরতা প্রদর্শনকারী শাসকদের ওপর কঠোরতা এবং নম্রতা প্রদর্শনকারীদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর।" এই দোয়া পড়ে তো একজন মু'মিন ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা পাশ্চাত্যের সকল মুসলমান শাসককে শুভবুদ্ধি দান করুন এবং তিনি তাদেরকে এটি চিন্তা করার এবং বুঝার সামর্থ দান করুন!

এবার দেখা যাক, তিনি (সা.) জনসাধারণকে শাসকদের প্রতি কীরূপ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন? হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা.) বলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা দেখবে মানুষ কিভাবে নিজেদের অধিকার ক্ষুন্ন করে অপরকে প্রাধান্য দিচ্ছে! এছাড়া এমন অনেক কিছু দেখবে যা তোমাদের নিজেদের কাছেই খারাপ লাগবে। একথা শুনে সাহাবা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! এমতাবস্থায় আপনার নির্দেশ কি? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সে সময়কার শাসকদের অধিকার আদায় কর। তোমাদের অধিকার খর্ব হওয়া সত্ত্বেও শাসকদের অধিকার আদায় কর এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট নিজেদের অধিকার প্রার্থনা কর।"

সুতরাং ইসলামের মধ্যে অধিকার আদায়ের নামে এ সকল হরতাল, রক্তপাত এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন অনুমতি নেই। আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিকার প্রার্থনা করলে তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যেখানে পৃথিবীর কোন শক্তি পৌঁছুতে পারবে না।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, "একজন সাহাবী রাসূলে পাক (সা.)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমাদের প্রতি যদি এমন শাসক নিযুক্ত হয় যারা আমাদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার চায় ঠিকই অথচ আমাদেরকে অধিকার প্রদান করে না, এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কী? *[হুযূর (আই.) বলেন, আরবের আহমদীরা আমাকেও একই প্রশ্ন করেছে]* তখন রাসূল করীম (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন, তিনি (সা.) এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হযরত আশাআত বিন কায়েস (রা.) তাকে চুপ করানোর জন্য পিছন থেকে টানলেন আর বুঝাতে চাইলেন যে, হুযূর (সা.)-এর এই প্রশ্নগুলো ভালো লাগেনি, তুমি পিছনে আস, এ প্রশ্ন করো না। তখন রাসূল করীম (সা.) বললেন, এমতাবস্থায় নিজেদের শাসকদের কথা মান্য কর এবং তাদের আনুগত্য কর। তাদের জবাবদিহিতা তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের জবাবদিহিতা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হবে।"

আরেকটি হাদীস আছে, হযরত জোনাদাহ বিন আবি উমাইয়া বলেন, একবার হযরত ওবাদা বিন সামেত (রা.) অসুস্থ ছিলেন আর আমরা তাকে দেখতে গেলাম। আমরা (তাকে) বললাম, 'আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।' দয়া করে আপনি আমাদেরকে এমন কোন হাদীস বলবেন কি যা আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর প্রতিফল দিবেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদেরকে ডাকলেন, আমরা তাঁর কাছে এ অঙ্গীকার নিয়ে বয়আত করলাম যে, সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে এবং অধিকার ক্ষুন্ন হবার সময়েও তাঁর কথা শুনব এবং মান্য করব। এ-ও অঙ্গীকার করলাম, কোন শাসক যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যে কোন কুফরী করে তবে সে ক্ষেত্র ব্যতীত কখনও তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করব না। এই হাদীস অনুযায়ী, বর্তমান যুগের ওলামারা যেভাবে কুফরী ফতোয়া লাগিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা মোটেও ঠিক নয়।

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বলেন, অর্থাৎ এটি একটি হাদীসে কুদসী যেখানে আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজ সত্তার ওপর অত্যাচারকে নিষিদ্ধ করেছি এবং তোমাদের জন্যও এটিকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। আল্লাহ্‌র গ্রেপ্তারি থেকে রেহাই পেতে চাইলে নিজেদের কর্তব্যসমূহ পালন কর। আর শাসকদের হিসাব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে ন্যস্ত আছে। ফলে তোমরা দোয়াতে রত থাকো। আগেই বলেছি, শাসকের পক্ষ থেকে কুফরী কাজ করতে বলা হলে, উদাহরণস্বরূপ শরীয়তের আদেশ অমান্য করতে বলা হলে তা মানবে না বরং সেদিকে দৃষ্টিই দিবে না। পাকিস্তানের আহমদীদের কথাই ধরা যাক, তাদের বলা হয় তোমরা কলেমা পড়বে না, নামায পড়বে না, সালাম দিবে না। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে তা মানতে নিষেধ করি কারণ তারা আমাদেরকে শরীয়তের আদেশ নিষেধ মানতে বাধা দিচ্ছে। অন্যথায়

দেশের অন্যান্য আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

সুতরাং সব কথার সারমর্ম হলো "একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না।" শাসক প্রজাদের ওপর অত্যাচার করবে না এবং প্রজারাও নিজেদের অধিকার আদায় কল্পে এমন কিছু করবে না যাতে করে অত্যাচার সাব্যস্ত হয়। এখন এটি শাসক এবং প্রজা উভয়েরই দায়িত্ব যে, তারা যাচাই করুক এই মানদন্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা। শাসকগণ নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তারা ন্যায়ের সুউচ্চ মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন না তো? প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তাঁর শিক্ষানুযায়ী চলছেন তো? একইভাবে প্রজারা শরীয়ত বিরোধী আদেশ-নিষেধ ব্যতীত শাসকের অন্য সব আদেশ সামে'আনা ওয়া আতা'না (অর্থাৎ শুনলাম এবং মানলাম–অনুবাদক) বলে মান্য করছেন তো? অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'লার সমীপেই কান্নাকাটি করছেন তো?

বর্তমানে যদি এমনটি কেউ করে থাকে তবে সম্ভবত তা কেবল আহমদীরাই হবে। আর যদি কেউ না থাকে তবে আমরা **"যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি"**-এর যুগে চলে যাব। অবশ্য মুসলমানদের ওপর এমনটি হওয়াই ভবিতব্য ছিল। কুরআন করীম এবং হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্‌দীয়ে মাওউদের জামানায় এটি হবার কথা ছিল। সুতরাং মুসলমান শাসক ও প্রজা উভয়েই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা দুরীকরণের জন্য যিনি এসেছেন তাকে খোঁজ করুন এবং তার আঁচলকে আঁকড়ে ধরুন।

সিরিয়ার অধিবাসীরা বিশেষত মুসলমানরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইলহাম "বালায়ে দামেস্ক" এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবে তারা বুঝতে পারবে এই ভবিষ্যদ্বাণী যিনি করেছেন তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনুন, কেননা, বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই। যে সমস্ত রাষ্ট্র ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন তারা এর মাধ্যমে সুযোগ খুঁজবে এবং আবার এতো পরিমাণে হত্যা ও রক্তারক্তি বৃদ্ধি পাবে যা কল্পনাই করা যাবে না।

খোদা তা'লা মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে বুদ্ধি দান করুন এবং জনসাধারণকেও বুদ্ধি দিন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, **"তাআওয়ানু আলাল বিররে ওয়াত তাক্‌ওয়া"** ঠিক সেইভাবে এই আদেশকে ভাবুন এবং তাক্‌ওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্যকারী হোন। পুণ্য এবং তাক্‌ওয়ার মাঝে উন্নতি সাধনকারী হোন, ভালোবাসা বিস্তৃতকারী হোন এবং মানুষের হৃদয়কে জয় করুন। জনসাধারণের হৃদয়কে জয় করে তাদের অধিকার প্রদান ব্যতীত সরকার গঠিত হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমান নেতাকে এই মৌলিক জিনিসটি বুঝা প্রয়োজন। এছাড়া নিজেদের ইতিহাসের দিকে একবার তাকান যখন কিনা খ্রিষ্টানরা মুসলমান শাসকদের ন্যায়বিচার দেখে দোয়া করতো, আমরা যেন খুব শীঘ্রই খ্রিষ্টান শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পাই এবং আবার মুসলমান শাসকদের অধীনে চলে আসতে পারি। অথচ আজকে মুসলমানরা মুসলমানদের সাথে অন্যায় আচরণ করছে। **রুহামাউ বাইনাহুম**-এর পরিবর্তে গলা কাটা হচ্ছে। আর মুসলমানরা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে শান্তি এবং আশ্রয় পাবার জন্য, ন্যায়বিচার পাবার জন্য এবং স্বাধীনভাবে থাকার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

হায়! মুসলমান শাসকগণ যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতো! খোদা করুন আমাদের এই বার্তা যেন তাদের নিকট পৌঁছে যায়। একইভাবে পশ্চিমা দেশগুলো এবং পরা শক্তিদের নিকটও যেন আমার বাণী পৌঁছে যায়। আগেই বলেছি, সিরিয়ার বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে তা কেবল এদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক দেশের আহমদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করুন বিশেষ করে যে সমস্ত আহমদী পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস করছেন, তারা তাদের রাজনীতিবিদদের এই আগত ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সাবধান করুন।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে একটিই প্রার্থনা, তিনি সমগ্র দুনিয়াকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। শাসক এবং প্রজাদেরকে নিজ নিজ অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন এবং সেই ধ্বংসযজ্ঞের যুদ্ধকে শেষ করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। একই ভাবে ইউরোপ এবং পশ্চিমা শাসকরা যেন ন্যায়বিচার করতে পারে এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। তারা যেন প্রত্যেক ছোট ছোট দেশগুলির অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করতে পারে। নিজের স্বার্থের জন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য না করে বরং তা যেন অধিকার আদায়ের জন্য হয়।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সকল সদস্যকে সেই খারাপ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন বিশেষ করে সিরিয়াতে অনেক আহমদী এই ঘটনার ফলে প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। **"বালায়ে দামেস্ক"** এই ইলহামটি সিরিয়ার জন্য একটি সাবধান বাণী। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সিরিয়ার জন্য প্রশান্তিজনক যে ইলহামটি রয়েছে তা-ও খুব শীঘ্রই পূর্ণ করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ইয়াদউনা লাকা আবদালাশ্ শামে ওয়া ইবাদাল্লাহে মিনাল আরাবে"** অর্থাৎ তোমার জন্য সিরিয়ার সাধুগণ এবং আরবের বান্দাগণ দোয়া করছে। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র আরববাসীকে খুব শীঘ্রই মুহাম্মদী মসীহের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে আরব অশান্তি যাকে পৃথিবীবাসী "আরব বসন্ত" নাম দিয়েছে যা পার্থিব কোন বিষয় নয়, সেটিকে আধ্যাত্মিক ঝর্ণাধারায় প্রবহমান করুন। সকলে মিলে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্য দোয়াতে রত হয়ে যায়। আর তাঁর সাথে মিলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী সমগ্র দুনিয়াতে প্রচার করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। একই সাথে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ কুড়াতে পারি এবং গোটা জগতবাসীকে সত্যের দিকে ধাবমান করতে পারি। আমরা যেন শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি এবং সে শিক্ষাকে বিস্তৃত করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জগতবাসীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসযজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি প্রদান করুন, আমীন।

ভাষান্তর : **মামুন-উর-রশীদ**, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন- কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজী অর্জনের এক উৎকৃষ্ট পন্থা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আলহামদুলিল্লাহ্! এই বৎসর আবার আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জলসা সালানা ইউ,কে তার সমস্ত বরকতরাজি সহকারে এবং কৃতজ্ঞতার বিষয় সমূহকে আরো উদ্ভাসিত করে গত রবিবারে শেষ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের দৃশ্য সবাই অবলোকন করে তা অনুভব করেছে। যারা জলসাগাহ্‌তে বসেছিলেন তারাও আর যারা পৃথিবীর যেকোন স্থানে বসে এম.টি.এ-র মাধ্যমে জলসা দেখেছেন তারাও। এরপর এম.টি.এ ছাড়াও ইন্টানেটের মাধ্যমে এক লাখের থেকে বেশী লোক জলসার কার্যক্রম দেখেছেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, এই সমস্ত আধুনিক মাধ্যম সমূহের সাহায্যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বসে থাকা লোকেরা এখানের জলসা দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন। জলসার পর জামাতের বন্ধুগণের পক্ষ থেকে জলসা সম্পর্কিত প্রভাব বর্ণনা এবং মোবারকবাদের সিলসিলাহ্ জারি রয়েছে। প্রতিদিনই অনেক চিঠিপত্র আমার নিকট আসছে। আর বেশীর ভাগ পত্র প্রেরণকারীরা লিখেছেন যে দূর দূরান্তে বসে থেকেও আমরা এমন অনুভব করেছি যে আমরা সরাসরি জলসাতে উপস্থিত আছি আর জলসা শেষ হওয়ার পর এখন এক প্রকার ঔদাসিন্য আচ্ছন্ন করছে। এই আহমদী জগৎ অদ্ভুত এক জগৎ, যার ইখলাস এবং বিশ্বস্ততা পুরোপুরি দূর্লভ রকমের। আর তাদের এই ইখলাস এবং বিশ্বস্ততার প্রভাব অ-আহমদীগণের ওপরেও পরে।

মেহমানগণের ওপর জলসার যে প্রভাব পড়েছে তার কিছু কিছু ঘটনা আমি বর্ণনা করব। কোন কোন সম্মানিত মেহমানগণতো এখানে ষ্টেজে এসে জলসার প্রভাব বর্ণনা করে গেছেন, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আপনারা তো সেই সমস্ত মতামত শুনেছেন যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর ওপর জামা'তে আহমদীয়ার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতাপ কায়েম করেন। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যত দুর্বল জামা'ত কিন্তু খেলাফতের সুতোয় গেঁথে থাকার কারণে এবং এক ঐক্যের বাঁধনে থাকার কারণে বড় বড় নেতৃবৃন্দরা এসে এ কথা বলেন যে, আমরা এখানে আসতে পেরে গর্ববোধ করছি এবং আমরা জামাতের নিকট কৃতজ্ঞ। যাই হোক অনেকেই এমন ছিলেন যে তারা ষ্টেজে এসে কিছু বলার সুযোগ পান নি এবং আমন্ত্রিত অতিথীও ছিলেন না। অনেকে এমন ছিলেন যে তারা নিজেদের কথাতো পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কিন্তু নিজেদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করেছেন এবং তা এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যে তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

যেমন আমাদের এখানে বেনিনের সুপ্রিমকোর্টের চিফ জাষ্টিস এসেছিলেন এবং তিনি তার মতামতও ব্যক্ত করেছেন ইনি ফ্রাঙ্কোফোন (ফরাসী ভাষী) দেশ সমূহের সুপ্রিমকোর্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিও আর আফ্রিকার ৫৮টি দেশ এই এসোসিশেন-এর অন্তর্ভুক্ত। ইনি মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেন যে, সলসায় কর্মরত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, সর্বপ্রথমে আমি সেই সমস্ত

যুবকগণের এবং তরুণদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যাদেরকে আমি দিন রাত আন্তরিকতা, পরিশ্রম, এবং ভালোবাসার সাথে কাজ করতে দেখেছি, সবার মুখেই হাসি ছড়াতে দেখেছি। এত বড় সমাবেশে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সকল বিষয়ই খুব ভালো ছিল। শৃঙ্খলার মান খুব উঁচু ছিল। আমি এই জলসা থেকে নিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিকতা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আর এই নিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিকতা কেবলমাত্র জামা'তে আহমদীয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট। এখানে এসে এবং এই পরিবেশকে দেখে একজন মুসলমান হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি। তিনি আরও বলেন যে, এই জলসায় অনেক লোকের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এবং সুশৃঙ্খল ছিল। এই জলসায় প্রত্যেক জাতির স্থানীয় এবং প্রবাসী এমন লোকেরা অংশগ্রহণ করেছেন সমাজে যারা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। জলসায় উপস্থাপিত সকল বক্তৃতা খুবই সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এরপর যখন তিনি তার দেশ বেনিনে ফিরে গেলেন তখন তিনি বিমানবন্দরের ভি. আই.পি লাউঞ্জে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সাথে প্রেস কনফরেন্সের সময় নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন যা সেখানে জাতিয় পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়া লন্ডন থেকে দূরে একশত বিশ একর জমিতে, [একশত বিশ একর ছিল তার অনুমান হাদীকাতুল মাহ্‌দীর প্রকৃত জমি দুইশত আট একর] যাই হোক, তিনি বলেন যে, এই কৃষি জমিতে আহমদীরা একটি শহর বসিয়েছিল যেখানে মানবীয় প্রয়োজনের সকল জিনিস সূলভ ছিল। সেখানে কর্মরত যুবক, শিশু এবং অন্যান্যদেরকে খুবই পরিশ্রমের সাথে ব্যবস্থাপনার কাজ করতে দেখা গেছে। মেহমানদের সেবা করার স্থান সমৃদ্ধ এতবড় সুশৃঙ্খল জামা'ত আমি ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। যদি কোন মেহমানের কোন জিনিসের প্রয়োজন হত তাহলে দ্রুত সেই মেহমানের প্রয়োজন মিটানো হত। যদি কোন যুবককে এমন জিনিসের প্রয়োজনের কথা বলা হত যার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত নয়, তাহলে সে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে সেই জিনিস সরবরাহ করে দিত। তারপর জলসা চলাকালীন সময়ের কথা তিনি বলেন যে, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম যখন বক্তব্য রাখতেন এবং কথা বলতেন তখন এতবড় জনসমাগম থেকে আমি কাউকে টু শব্দ করতে দেখিনি। সবাই নীরবতার সাথে তাঁর বক্তৃতা সমূহকে খুবই মনযোগের সাথে শুনতো। আর একত্রিশ হাজার থেকে বেশী লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তারপরও সবদিকে শুন-সান নীরবতা বিরাজ করছিল। এটি ছিল অদ্ভুত এক দৃশ্য যা আমি কখানো ভুলতে পারবো না।

তারপর তিনি সেই কনফারেন্সে বলেন যে যখন জলসা শেষ হয়েছে তখন আমি কোথাও তাড়াহুরো প্রত্যক্ষ করিনি। জলসাগাহ থেকে সকল লোক খুব সাচ্ছন্দ্যে এবং শান্তিপূর্ণভাবে এক এক করে বের হচ্ছিল। যদি কারো গায়ে কারো কনুই লেগে যেতো বা কারো পা কারো পায়ের ওপর গিয়ে পড়ত তাহলে তারা দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিল। তুচ্ছ সব বিষয়ে একে অপর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল। এই দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এরপর তিনি বরেন যে, একত্রিশ হাজার লোক একত্রে মিলে মিশে অবস্থান করছিল। সবাই, যেখানেই খাবার খাচ্ছিল, সকল আয়োজন সেখানেই লভ্য ছিল। জলসাতে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীগণ এবং উচ্চশিক্ষিত লোকেরা শামিল ছিলেন। যা এই কথার প্রমাণ যে এটি শিক্ষিত লোকের জামা'ত।

তারপর তিনি বলেন যে, আমাদের দেশ উন্নতি করতে পারলে তা হবে জামা'তের সেবা দানের কারণে। আমি শুধু বেনিনের লোকদেরকেই নয় বরং পুরো ইসলামী বিশ্বকে বলছি যে, শান্তি এবং সহমর্মিতা জামা'তে আহমদীয়ার নিকট থেকে শিখুন। আমি জামা'তের বিরোধিতার সম্পর্কে কিছু ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বেনিনের জনগণকে আমি বলছি যে এদের বিরোধিতা ছেড়ে দিয়ে এদের নিকট থেকে ইসলাম শিখুন। তিনি বলেন যে, জামাতে আহমদীয়ার খলীফার একটিই আশা পৃথিবতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণকারীগণকে যেভাবে খলীফাকে ভালোবাসতে দেখেছি, তাদের খলীফাকেও তাদেরকে ততধিক ভালোবাসতে দেখেছি। আমি তাদেরকে তাদের খলীফার ভালোবাসায় কাঁদতে দেখেছি। কতই অদ্ভুত এক রূহানী দৃশ্য ছিল যা আমি আমার জীবনে কখনো ভুলবো না। যাই হোক এটি ছিল একজনের অভিব্যক্তি।

এরপর একজন মহিলা দামিবা বিআট্রাইস (Damiba Beatrice), যিনি বুরকিনা ফাসু থেকে এসেছিলেন আর তিনি বুরকিনা ফাসুর প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হাই অথোরিটি কমিশনের সভাপতি, তিনি দুইবার দেশের ফেডারেল মন্ত্রী হয়েছেন এ ছাড়াও তিনি ইতালী এবং অষ্ট্রিয়াতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বুরকিনা ফাসুর দূত হিসেবেও কাজ করেছেন। এমনকি ইউ. এন.ওতে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্বও করেছেন।

তিনি বলেন যে এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জন্য বিচিত্রতাপূর্ণ একটি ঘটনা। আমি ইউ, এন ও-তে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি। যেখানে আমি অনেক দেশের প্রতিনিধি দেখেছি কিন্তু এই জলসাতেও আশির বেশী দেশের প্রতিনিধিবর্গ শামিল ছিলেন আর সবাই একই সুতোয়া গাঁথা ছিলেন। তাদের দেখতে মুক্তোর মালার মত মনে হচ্ছিল। আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে কালো, সাদা, ইংরেজ বা ফ্রেঞ্চ মনে হচ্ছিল না বরং আহমদীগণের সবাইকে বর্ণ-গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে নিজেদের খলীফারই প্রেমিক মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি বলেন, সব চেয়ে বেশী যেই বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি আমি তা হলো, সকলেই আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই জলসাতে শামিল হয়েছেন। এমন মনে হচ্ছিল যে সবাই মেহমান আবার সবাই মেজবানও, পুরুষ-মহিলা, বড়-ছোট সবাই অতিথি সেবার জন্য উপস্থিত এবং তাদের ভালোবাসা লোক দেখানোর জন্য ছিল না বরং হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ছিল।

তারপর তিনি বলেন, মহিলাদেরকে পুরুষদের থেকে আলাদা জায়গায় অবস্থান করানোটা আমার জন্য ছিল এক বিস্ময় আর আমার মনে হচ্ছিল যে এখানেও হয়তো মহিলাদের সাথে অন্যান্য মুসলমানদের মতই বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। কিন্তু সেই সমস্ত মহিলাগণের সঙ্গে আমি যখন ছিলাম তখন কিছুক্ষণ পরই আমার ধারণা পাল্টে গেল। আমি দেখেছি যে ছবি উঠানোর দায়িত্বে মহিলা রয়েছে, যারা ক্যামেরা চালাচ্ছিল তারাও মহিলা। অভ্যর্থনায় এবং খাবার পরিবেশেনেও মহিলারাই ছিলেন অর্থাৎ সকল কাজই মহিলারা করছেন এবং এই কথা সত্য যে পর্দা মহিলাদের স্বাধীনতাকে কখনোই ক্ষুন্ন করে না। যদি এ ব্যাপারে কারো বিশ্বাস না হয় তাহলে আহমদী-মহলে এসে দেখে নিক। তারপর তিনি বলেন, যখন আমি আহমদীয়া জামা'তের ইমামের দফতরে গিয়েছি তখন বিস্মিত হয়ে গেছি এই দেখে যে এত ছোট্ট

এক দপ্তরও পৃথিবীর মেরুদন্ড হতে পারে! তিনি আরো বলেন, পুরুষদের প্যান্ডেলে বসেও জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং যখনই তিনি (হুযূর) আসতেন তখন সকলের নীরবতা এবং ভদ্রতার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়ার যে দৃশ্য, তা অভাবনীয়। এই দৃশ্য এমন যে, কোন দেশের প্রধান মন্ত্রীর ক্ষেত্রেও তা দেখিনি।

এরপর বলেন, এই বক্তৃতা সমূহের মাঝে হাজার হাজার মানুষ যাদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ এবং যুবকগণ শামিল ছিলেন, তারা এত নীরবতা সহকারে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল তারা কোন মানুষ নয় বরং মানুষের মত পুতুলবিশেষ। এই সবই ছিল আমার জন্য মান সম্মান এর কারণ আর আমার জীবনে দুর্লভ এক অভিজ্ঞতার প্রাপ্তি।

এরপর সিয়েরালিওন থেকে ইমিগ্রেশন মন্ত্রী কে, বি দাউদাহ সাহেব এ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী হওয়ার কারণে সারা পৃথিবীতেই আমি ভ্রমণ করেছি এবং বড় বড় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর সম্মেলন আমি কখনো দেখিনি যেখানে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং আধ্যাত্মিককতা প্রকাশ পায়। তারপর হুযূর (আই.) বলেন, সিয়েরালিওনের একজন মহিলা অতিথি ছিলেন অনারেবল জাষ্টিস মুসা দামেবু। তিনিও হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস ছিলেন তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে, জলসার আয়োজন খুব সুন্দর ভাবে করা হয়েছে। যাতে প্রত্যেক বিভাগ যেমন, ট্রান্সপোর্ট, নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবাই খুব ভালো ভাবে নিজেদের দায়িত্ব পলন করেছেন। এই জলসা বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং সমাজের মাঝে যে দুরত্ব রয়েছে তা কমানোর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা। পরস্পরের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (সা.) এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে ইসলামে সবাই ভাই ভাই। সকল বক্তারাই খুবই সুন্দর ভাবে বক্তৃতা করেছেন যার ফলে পুরো জলসাতেই এয়ারফোন কান থেকে সরায়নি। তিনি বলেন, জলসার মধ্যে লোকেরা নি:স্বার্থ ভাবে একে অপরের সেবায় নিয়োজিত ছিল। অতিথিপরায়ণতার কোন তুলনা ছিল না। শুধুমাত্র সেবাই করা হচ্ছিল না বরং এটি অনুভব করা যাচ্ছিল যে আমাদেরকে খুব সম্মানের সাথে রাখা হচ্ছে। তারপর তিনি বলেন যে সকল কর্মীরাই হাসি মুখে কাজ করছিল যাতে আহমাদীয়াতের শ্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাচ্ছিল।

এরপর আইভরি কোষ্ট থেকে একজন মেহমান ছিলেন, তোরে আলি সাহেব, তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং ইতিপূর্বে সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের কেবিনেট ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে যথেষ্ট আকর্ষণ রাখেন। ধর্মীয় বই পুস্তক অধ্যয়ন করার শখ রয়েছে, দৈনিক কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন। জলসার সময় যেই হোটেলে অবস্থান করছিলেন সেখানে তিনি দৈনিক নিয়মিত ফজরের নামায এবং নফল নামাযসমূহ আদায় করেছেন এবং জলসা গাহতেও জিজ্ঞেস করতেন নামাযের সময় কি হয়ে গেছে না হয়নি? কারণ আমি চাই না যে এখানে বাজামাত নামায থেকে আমি বঞ্চিত থাকি। জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যখন হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নযম পড়া হচ্ছিল তখন আবেগ তাড়িত হয়ে চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তিনি বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণী সরাসরি হৃদয়ে স্পন্দন তুলেছিল। আমি তাক্‌ওয়ার বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী এই প্রবন্ধ প্রথমবার যখন শুনেছি তখন নিজেকে রিক্ত হস্ত দেখতে পেয়েছি। যার কারণে নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। জলসার শেষের দিন বলতে লাগলেন যে, আমি তো তিন দিন এই জড় পৃথিবী থেকে পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন ছিলাম এবং আধ্যাত্মিকতার ভিন্ন জগতে পৌঁছে গিয়েছিলাম যেখানে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ বিরাজ করছিল। জগতের ব্যস্ততা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলাম। এখন যখন জলসা শেষ হল তখন এ জগতে ফিরে আসলাম এবং নিজের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে ফোন করা শুরু করলাম।

অ-আহমদীগণের অবস্থাও এমন ছিল। আধ্যাত্মিক পরিবেশের একটি প্রভাব রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের অনেক খেয়াল রাখা হয়েছে, যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার ভাষা আমাদের নিকট নেই। কঙ্গোর সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন একজন বন্ধু যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন এবং বর্তমানে সি.আর সি.ই পার্টির সভাপতি আর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। তিনি জলসার দ্বিতীয় দিনে একদিনের জন্য এসেছিলেন এবং সন্ধ্যায় তবশীরের যেই ডিনার হয় তাতে অংশগ্রহণ করেছেন আর সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছেন। তিনি আমাকে কিছুক্ষণ ধরে বলতে থাকেন যে জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে আমার তেমন জানা ছিলনা, তিনি জলসার সকল দৃশ্য অবলোকন করেছেন এবং আমার বক্তৃতা সমূহও শুনেছেন, তিনি বলতে লাগলেন এখানে আসার পূর্বে আপনাদের বিরোধীদের দেখেছি এবং তাদের সম্বন্ধে জেনেছি আর আজ আমি পরিস্কারভাবে একথা বলতে পারি, যে সমস্ত বিষয় আমি এখানে এসে দেখেছি এবং শুনেছি আর আপনাদের খলীফাকে দেখেছি তো আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আজকের বিরোধীদের কোন সত্যতা নেই আর তাদের বিপরীতে আপনাদের খলীফা যেই পথ ও নীতির বর্ণনা করছেন তাতে করে পৃথিবীর নেতৃবৃন্দের আপনাদের খলীফার আনুগত্য করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। যখন তিনি হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন যে এখানে এই জঙ্গলে একটি শহর আবাদ হয়ে গেছে। তিনি বলতে লাগলেন আপনারা কি সমগ্র ইংল্যান্ডকেই কিনে ফেলেছেন? তিনি আরো বলতে লাগলেন যে এখানে কম করে হলেও তিন চার হাজার মানুষ কাজ করছে। যখন তাকে বলা হল যে এরা সবাই স্বেচ্ছাসেবক, তখন তিনি বলতে লাগলেন যে এটাতো একটি বিস্ময়ের ব্যাপার আর আমার চিন্তারও বাইরে। এরপর বরতে লাগলেন যে এত বড় জনসমাগমে কোন পুলিশ দৃষ্টিতে পড়ছে না আর জলসা চলাকালীন সময়ে কতিপয় কর্মকর্তাগণের সাথেও তিনি কথা বলেছেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত আছেন আর ছোট থেকে ছোট কাজ করছেন আর মাটির বিছানায় ঘুমাচ্ছেন তো তিনি বলতে লাগলেন যে এরকম শৃঙ্খলা এবং আনুগত্যের মান আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি।

আপনার জামা'তের সাথে কেউ বিজয় লাভ করতে পারবে না। তারপর বলতে লাগলেন জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার ভাষণ অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের ভাষণের কথা বলতে লাগলেন। তিনি আরও বলতে লাগলেন যে এই ভাষণ থেকে আমি যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অনুধাবন করেছি, তা হল, পৃথিবীর বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি, বড় বড় সম্মেলনে অংশগ্রহণ

করেছি, হায়! যদি আমার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতি বৎসর যা আমরা করেছি তা জনসাধারণের সামনে ঈমানদারির সাথে উপস্থাপন করতাম তাহলে সরকার এবং জনগণের মধ্যে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যেত, কিন্তু এটা কোন সহজ কাজ নয়। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে দুই ঘন্টা এভাবে দাড়িয়ে থাকা এবং সকল বিষয় পুংখানুপুংখভাবে সাবলীলতার সাথে খোলাখুলিভাবে সমগ্র ঘটনাবলী উল্লেখ করে বর্ণনা করা এবং সংখ্যা ও পরিসংখ্যানের সাথে বর্ণনা করা অনেক বড় কাজ। তারপর তিনি বলেন যে, আজকে ত্রিশ হাজার থেকে বেশী সদস্যের উপস্থিতি সত্বেও যখন আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনছিলাম তো কারো কোন কথা বলার সাহস দেখলাম না। তিনি বলেন যে, এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে বক্তৃতার সময় আপনাদের খলীফা যখন কিছুক্ষণের জন্য নীরব থাকতেন তখন এমন –লাগত যে পুরো জলসাগাহতে কোন মানুষ নাই। শুনসান নীরতা ছেয়ে যেত। তিনি বলেন যে, কোন কোন সময় আমি মাথা উঠিয়ে উপরে দেখার চেষ্টা করেছি যে হয়তো কেউ কোন কথা বলছে কিন্তু আমি কোন ব্যক্তিকেই কথা বলতে দেখিনি। সবার চোখ শুধুমাত্র ডায়াসে নিবদ্ধ ছিল। তারপর বলেন যে এই দৃশ্য আমি সারা জীবন ভুলবোনা। আনুগত্যের এমন মান আর অভূতপূর্ব শৃংখলা আমি কখনো দেখিনি এবং শুনিনি।

বেলজিয়াম থেকে একজন বন্ধু আফ্রিকার তৈয়ব ইব্রাহীম সাহেব, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস যেখানেই করুন না কেন তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এম.টি.এ-এর মাধ্যমে তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন এবং প্রোগ্রামসমূহেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইউরোপিয়ান মেহমানগণের জন্য আলাদা প্যান্ডেলে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ প্যান্ডেলে খাবার খেতে যেতেন এবং আন্তর্জাতিক বয়আত ও অন্যান্য বক্তৃতাসমূহ দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হন এবং বয়আতে শামিল হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। বেলজিয়াম থেকে অপর একজন বন্ধু সানি নওতি সাহেব জলসাতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বেলজিয়ামে অবস্থিত নাইজার কমিউনিটির সদস্য, এই কমিউনিটির একজন সিনেটর আছেন তিনি একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন কারণ তাদের কমিউনিটির লোকেরা আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে। জলসা সালানা জার্মানির সময় তাদের বাইশ জন সদস্য বয়আত করে। ওয়ারসাজে অবস্থিত তাদের সিনেট সদস্য সংখ্যা এখন কমতে শুরু করেছে এবং লোকেরা জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলছে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে। তারা অর্থাৎ কমিউনিটির ব্যবস্থপনা পরিষদ তাকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি এখানে এসে দেখে যান যে এটা কোন ধরনের জামা'ত। আর এর কারণ কি যে আমাদের লোকেরা আমাদেরকে ছেড়ে তাদের সাথে শামিল হচ্ছে। যাই হোক এই ব্যক্তি যখন জলসায় যোগদান করলেন তখন যা চিন্তা ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন যে তিনি জামা'তের ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করবেন আর ফিরে গিয়ে লোকদেরকে বলতে পারবেন যে, তোমরা যে জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছো তাদের অমুক অমুক ভ্রান্ত মতবাদ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অমুক অমুক ঘাটতি রয়েছে। উল্লেখিত ব্যক্তি জলসার সমস্ত কার্যক্রম শুনেছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাথেকে তিনি প্রশান্তি লাভ করেছেন এবং আমার সাথেও তার কথা হয়েছে, তিনি বলেন যে পুরো জলসাতে আমি কোন অনৈসলামিক বিষয় দেখিনি। এরপর তিনি বলেন যে আপনার বক্তৃতাসমূহ আমার উপরে খুব প্রভাব বিস্তার করেছে– এই জলসাতে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের জলসা একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান আর আমি সকল কর্মকর্তা এবং সেবকদের আন্তরিকতা এবং ভালোবাসায় খুবই প্রভাবিত হয়েছি।

তাজাকিস্তান জামা'তের সদস্য ইযযাত আমান এ বছরের জলসাতে আসার সৌভাগ্য পান। প্রথমবারের মত নয় বরং মনে হয় এর পূর্বেও এসেছেন। তিনি বলেন যে, আমি জলসাতে যা দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। যদি ভাষায় প্রকাশ করা যায় তবে কেবল এতটুকুই বলা যায় আর তা হল এটি "একটি সত্য নিদর্শন" যা প্রকাশের জন্য অন্য কোন কথা আমার জানা নেই। জলসায় আগমনকারী সদস্যদের হৃদয় খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রেমে এতটাই বিভোর ছিল যে সেই নেশাতে সারা দিনরাত জামা'তের সেবায় নিয়োজিত ছিল তারা। জলসার এই দিনগুলিতে আমি ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি। সকল ব্যবস্থাপনার মান ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তিনি আরো বলেন, এই জলসা দেখে এবং এখানে বর্ণিত কথগুলি শুনে হাজার হাজার লোক নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত করবেন। (আল্লাহ্‌র ফজলে যেন এমনই হয়)

তাতার এর একজন আহমদী মহিলা জলসাতে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, জলসাতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। জলসাতে আসতে পারার জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এরপর খলীফায়ে ওয়াক্তের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এমনকি সেই সমস্ত লোকদেরও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করার সৌভাগ্য পেয়েছে। আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এটি যে, কিভাবে সমগ্র দুনিয়া থেকে আগত লোকেরা একে অপরের সাথে ভালবাসা এবং মেহমান নেওয়াজির খাতিরে সর্বদা হাস্যোজ্জল রয়েছেন? আমি এবারই প্রথম জলসায় যোগ দেয়ার সুযোগ পাই আর এর পূর্বে আমি এম.টি এ-র মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুনতাম। জলসা প্রাঙ্গনে পৌঁছার পর আমার অনুভব হতে লাগল যে আমি এক আধ্যাত্মিক দুনিয়াতে এসে পৌঁছেছি যা ভালবাসা শান্তি এবং কল্যাণের দুনিয়া। তিনি বলেন, অত্যন্ত গভীরভাবে এটি অনুভব করছিলাম যে, আমি একটি বড় এবং একতাপূর্ণ পরিবারে রয়েছি যেখানে মহান আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এমনকি তাঁর প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর প্রতি ভালবাসা সমস্ত হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছিল। যেখানে জামা'তের সদস্যগণ পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং সম্মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে। আমি নিজেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার মধ্যে এই জলসা সালানার এতটাই প্রভাব পড়েছে যে আমি নিয়্যত করেছি আগামী বছর সন্তান-সন্ততি এবং মা'কে নিয়ে জলসাতে যোগদান করব, ইনশাআল্লাহ্।

তুর্কমেনিস্থান থেকে একজন বন্ধু অংশগ্রহণ করেন। তিন বলেন, আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি জলসা সালানাতে অংশ নিতে পেরেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি ফযল ছিল। আমি এই জলসা থেকে এতটাই উপকৃত হয়েছি যা চিঠির ভাষায় লেখা সম্ভব নয় তারপরও সংক্ষিপ্ত ভাষায় এটুকু বলা যায় যে, এই জলসা ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারনাকে সতেজ করে দিয়েছে। আমাকে

আল্লাহ্ এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে স্মরণ করতে অগ্রসরমান করেছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষানুযায়ী নিজ ভাই বোনদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করাতে আরো বেশী ত্বরান্বিত করেছে। এমনকি আহমদী মুসলমান হিসেবে আমর ভিত্তিকে পুর্ব থেকে আরো বেশী মজবুত করেছে আর একই সাথে আমার ধৈর্য ক্ষমতাও বাড়িয়েছে।

সুতরাং এভাবে নতুন আহমদীগন নিজেদের ঈমান এবং নিষ্ঠাতে উন্নতি করে চলেছে।

চিলি থেকে কাইফল তুরে নামে একজন যুবক বন্ধ প্রথমবারের মত জলসাতে যোগ দেন। তিনি বলছিলেন, ইউকে জলসা সালানা আমার জন্য এক আধ্যাত্মিক খুশীর কারণ ছিল যদিও আমার বাবা মিশরীয় মুসলমান এবং মা চিলির মুসলমান ছিলেন। আমার বাবা ছোট বেলায় আমাকে যে ইসলাম শিখিয়েছেন তা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক প্রজন্ম ধরে এই বংশ চিলিতে বসবাস করছে। তিনি বলেন, চিলিতে একজন আহমদী মোবাল্লেগ প্রচারপত্র বিতরণ করছিলেন এরই মধ্যে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে আহমদীয়াতের শিক্ষা প্রদান করেন, আমাকে আহমদীয়াত যে প্রকৃত ইসলাম তা বুঝালেন এবং আমি বয়আত করলাম। আর ইউ.কে সালানা জলসাতে অংশগ্রহণ আমার ঈমান অনেক বেশী উদ্দীপ্ত করেছে। এখন নিজেকে প্রকৃত মুসলমান বলে বিশ্বাস করি এবং এই স্পৃহা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, নিজ দেশে আহমদীয়াতের প্রচার করব।

পানামা থেকে একজন নতুন আহমদী দানতে আন্‌সতু সাহেব এসেছিলেন এবং পানামার জলসাতেও এবার প্রথম প্রতিনিধিত্ব করেন। তিন বলেন, জলসাতে অনেক কিছু শিখেছি। এই জলসাতে অংশগ্রহণ করে আমার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রয়েছে তার দৃষ্টান্ত আমি এখানে যেমন দেখেছি অন্য কোথায়ও এর নমুনা পাইনি। এখানে এসে আমার অনেক প্রশান্তি লাভ হয়েছে এবং হৃদয় জুড়িয়ে গেছে। আমি প্রচন্ড গর্ব অনুভব করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। জলসাতে আমি বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাদের কাছ থেকে শোনা ঈমানবর্ধক বিভিন্ন ঘটনা আমার ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে। আর আমি এই ওয়াদা করছি যে, আল্লাহ্‌র দিকে আসার দাওয়াত দিয়ে পানামার লোকদের আহমদী বানানোর চেষ্টা করব। জলসাতে এক বিশাল জনসমাবেশ ঘটেছিল। তিনি বলেন, অগণিত লোক জলসাতে উপস্থিত ছিল কিন্তু মনে হচ্ছিল সকলের হৃদয়ের স্পন্দন একই, অবয়ব তো ছিল ত্রিশ হাজারই কিন্তু অন্তরাত্মা ছিল এক।

গোয়েতেমালা থেকে ওখানকার জাতীয় সংসদ সদস্য স্যার পেভলিস সাহেব অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন খ্রীষ্টান আর তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার উন্নত মান, তাদের পারস্পরিক ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা এমনকি তাদের ঈমানের দৃঢ়তা দেখে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। এমন প্রেম ও ভালবাসা আমি কোথাও দেখিনি। জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রশংসার যথার্থ দাবী রাখে এবং এ জলসা অত্যন্ত জাঁকজঁমকপূর্ণ ছিল। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি দিক আমাকে প্রভাবিত করেছে। জামা'তে আহমদীয়া ইসলামের সৌন্দর্য সবার সামনে তুলে ধরে আর তা অন্যদের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। যদিও বিভিন্ন দেশ এবং জাতির সদস্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন তারপরও আমার কাছে এমন মনে হয়েছিল যেন সবার হৃদয় এক আর একই স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে। আমি নিজেকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করাতে পেরে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি।

জাপান থেকে নিনেসাকি হিরু সাহেবা নাম্নী একজন ভদ্র মহিলা এসেছিলেন তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী, জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং জাপানী ভাষা ছাড়া ইংরেজী ও আরবী ভাষাও জানেন কিন্তু তিনি মুসলমান নন। তিন বলেন আমি এই জলসাতে অংশগহণ করে অত্যন্ত খুশি। আরবের লোকদের এই জলসায় উপবিষ্ট দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি। তিনি আরও বলেন, সুনামীর সময় জাপানে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল সে সময় জামাতে আহমদীয়া ধর্ম এবং জাতি ভেদের কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র মানবতার খাতিরে অবর্ণনীয় সেবা করেছিল। জামাতের বিশ্বাস এবং কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তারা যা বলে তা-ই করে থাকে।

গায়নার একজন মুসলমান সংসদ সদস্য মানজুর নাদের সাহেব এই জলসাতে এসেছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত প্রবীন সাংসদ ও শ্রমমন্ত্রীও ছিলেন এবং শিল্প ও পরিকল্পনা মন্ত্রীও ছিলেন। বর্তমানে তিনি গায়ানার প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি আর তিনি তিন দিনই এই জলসায় অবস্থান করেন। জলসার ২য় দিন জামাতের বিভিন্ন কার্যাবলীর যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তা জেনে তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার সারা বছরের উন্নতি এবং খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সম্পর্কিত ঘটনা শুনে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হই।

বেলজিয়াম থেকে মিস জুলে ইন মারিয়া নামক একজন আহমদী মহিলা এসেছিলেন তিনি একজন আইটি কনসালটেন্ট। তিনি বলেন, স্থানীয় জামাতের একজন সদস্যের কাছ থেকে এই জামা'তের পরিচয় লাভ করে পরবর্তীতে অন্যান্য তথ্যাবলী জামা'তের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেন। তাঁর আগ্রহ দেখে বেলজিয়াম জামা'ত ইউ.কে সালানা জলসায় অংশ নেয়ার দাওয়াত দেয়ায় তিনি এখানে আসেন। তিনি বলেন, আম জলসার সমস্ত প্রোগ্রাম দেখেছি এবং পূর্ণ উদ্যম নিয়ে অংশগ্রহণ করেছি আর এরূপে ইউরোপীয় মহিলাদের সাথে একেবারে মিশে গিয়েছি। জামেয়া আহমদীয়া ভবনে তাদের সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা ছিল। একদিন সেখানে তাহাজ্জুদ নামায হচ্ছিল তিনি একা এবং চিন্তিত হয়ে বসেছিলেন কেননা তিনি নামায পড়তে জানেন না, তাকে বলা হল আপনি কি নামায পড়তে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নামায পড়তে চাই। অত:পর এক নতুন বয়আতকারিনী তাকে ওজুর পদ্ধতি শিখালেন আর নামাযের পদ্ধতি বললেন আর এভাবে তিনি নামাযে অংশগ্রহণ করলেন। প্রথম দিন তিনি জিন্স ও সার্ট পরিহিত ছিলেন। যখন তিনি জলসা গাহে মহিলাদের পোশাক দেখলেন তখন এর প্রভাব তার উপর পড়ল এবং তিনি বেলজিয়ামের মুবাল্লেগের স্ত্রীকে বললেন আমি তো এই রকম পোশাক পড়তে চাই। সুতরাং সে মহিলা জলসা গাহের বাজার থেকে নারীদের পোশাক কিনলেন এবং তা পরিধান করলেন। তিনি বললেন যে, প্রকৃত ইসলাম এবং মুত্তাকীর গুণাবলী সম্পর্কে (আমার) খুৎবা শোনার পর এর গভীর প্রভাব আমার ওপর পড়েছে। এই খুৎবা শোনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি মুসলমান হব। সুতরাং তিনি আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশ গ্রহণ করে বয়আত করে জামাতে প্রবেশ করেছেন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ভালভাবে পর্দায়

আবৃত ছিলেন।

অতএব, এই জলসা আহমদী এবং অআহমদী সকলের ওপর রূহানী প্রভাব বিস্তার করেছে। একজন পবিত্র স্বভাবের ব্যক্তির জন্য এটি ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না যে তারা ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে তা সাগ্রহে কবুল করতে বাধ্য হন। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদী, যাদের ওপর ইমাম মাহ্‌দীকে মান্য করার হুকুম ছিল এবং বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার নিকট সালাম পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছিল, সেই মুসলমানদেরই এই দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তারা তা বোঝার চেষ্টা করেনা।

এরপর দেখুন যে বেশীর ভাগ মেহমানই– শিশু, যুবক এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের আর মহিলাদের অতিথি পরায়ণতা দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছেন এবং উল্লেখও করেছেন। সুতরাং সেবার এই স্পৃহা যা জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদের মাঝে রয়েছে তাও এক নীরব তবলীগ। একটি শিশু যে পানি পান করিয়ে চলে গেছে কিন্তু হৃদয়ে যে গভীর প্রভাব ফেলে গেছে তা হৃদয়কে নবী করীম (সা.) এর পদযুগলে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, এভাবেই একজন যুবক কাউকে খাবার খাইয়েছে। কেউ গাড়ি পার্কিং এর দায়িত্বে ছিল সবাই উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছে। ছেলেমেয়েরা যখন স্ক্যানিং এবং চেকিং করছিল তো খুবই উত্তম আচরণের সাথে করছিল। লাজনারা তাদের নিজেদের সকল বিভাগের ব্যবস্থাপনা নিজেরাই করেছে এবং খুব ভালোভাবে করেছে। প্রত্যেকেই অন্যদেরকে সুবিধাদি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন।

সুতরাং এই সমস্ত বিষয় সকল কর্মকর্তাদের জন্য দোয়া প্রাপ্তির আবেদন রাখে, যারা অআহমদীদেরকে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বাস্তব সত্য তা সম্পর্কে অবহিত করছে, তাই আমিও এই কর্মকর্তা সেবক সেবিকাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যারা গত বছরের তুলনায় এ বছর আরো আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। লোকেরা যেসব অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে, সেখানে পার্কিং সম্পর্কে খুব ভালো মন্তব্য এসেছে। খোদ্দামেরা পার্কিং করাতো এবং খুবই ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে কুশল বিনিময় করছিল, কোন কষ্ট হলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। গরমের কারণে পানি পান করতে আবেদন জানাত। একজন লিখেছেন যে, আমি সেখানে কাউকেই চিনতামনা কিন্তু এমন উত্তম আচরণ দেখে আমার সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এটাই একজন আহমদীর মাপকাঠি আর এই উত্তম ও উঁচু মানের চরিত্র আমাদের প্রত্যেকেরই প্রদর্শন করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা এই সর্বোত্তম আখলাককে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখার সৌভাগ্য দান করুন। অনুরূপভাবে বহিরাগত মেহমাননেওয়াজীর ব্যবস্থাও এইবার ভালো মানের ছিল। জামেয়ার ছাত্র, ওয়াকেফীনে নও এবং ওয়াকেফাতে নও-এরা সবাই অনেক ভালো কাজ করেছে। সকলে অতিথিশালা-র প্রশংসা করেছেন। তবে কর্মকর্তাদের, নিজেই নিজের পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে যদি কোথাও কোন কমতি থেকে থাকে তাহলে তা আগামী বছর বিভাবে পরিপূর্ণ করা যায়। অনুরূপভাবে এবার আরব মেহমানদের এক বৃহৎ দল উপবিষ্ট ছিল। সংখ্যায় তারা ১১০ জনের অধিক ছিল। তাদের জন্যও ব্যবস্থপনা গত বছরের তুলনায় ভালো ছিল। আরব ডেস্ক ইউ.কে এবং নায়েব সেক্রেটারী তবলীগ এ বছর তাদের ইনচার্জ ছিলেন। মাশাআল্লাহ্ তিনি অনেক ভাল কাজ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কারে ভূষিত করুন। বিগত বছরগুলোতেও একই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এবছরের ন্যায় এতো ভালো ছিল না।

পুনরায় যে সকল মেহমান সাধারণত প্রভাবান্বিত হন আর যে সকল বিষয়াদি তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে, এমন সব বিষয়াদি নিয়ে অনেকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অ-আহমদী মেহমান, তারা ছবির প্রদশনীর কথা আগ বাড়িয়ে বলেছেন। সাধারণ ভাবে আহমদীদের মাঝেও এর দ্বারা একটি ভালো ফিডবেক হয়ে থাকে। এর দ্বারা আহমদীদেরও নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়েছে। অ-আহমদীদের আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়েছে আর তারা এর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। লঙ্গরখানার ব্যবস্থপনাতেও গত বছরের তুলনায় উন্নতি সাধিত হয়েছে। রুটিও পন্দসই হয়েছে, একই ভাবে তরকারিও। কিন্তু বিশেষ একজন, তিনি খাবারের ব্যাপারে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল আর বাসিও ছিল, এটি ছিল ওটি ছিল। যাই হোক আমি যে লোকদের জিজ্ঞাসা করেছি এবং যারা আমাকে লিখছেন তারাও এবং আমি নিজেও বিভিন্ন সময় খাবার দেখেছি, আমার কাছে তো খাবার বাসি বলে মনে হয়নি। হতে পারে, কেউ হয়তবা তাকে বাসি খাবার খাইয়েছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি যিনি আমাকে লিখেছেন তাকে আমি ভালভাবে জানি, তার নিজের কাজ ব্যতীত অন্য কারো কাজ পছন্দনীয় মনে হয় না। প্রত্যেকের কাজকে তিনি মানসম্পন্ন নয় বলেই মনে করে থাকেন। তার লিখিত এই বাক্যও এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, একবার আমি জার্মানিতে কিচেনে ডিউটি দিচ্ছিলাম খলীফাতুল মসীহ্ রাবে বলেন, "তুমি কিচেনে আছ! তাহলে আমার আর কোন চিন্তা নাই!" কিন্তু তিনি যদি বলেই থাকেন, জানা নাই তিনি বলেছিলেন কি বলেন নাই! তবে বলে থাকলে তার নিজেকে প্রকাশ করার এই কথা শুনার পর, তার অবশ্যই বলা উচিত ছিল, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। এই নিজেকে ভালো জ্ঞান করা, নিজেকে প্রকাশের আকাঙ্খা এবং আত্মপ্রশংসা আর অন্যের ওপর দোষারোপ করার যে অভ্যাস তা সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সকলেরই করা উচিত। জামাতে আহমদীয়ার কাজ কোন এক ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ নয় আর না কোন একক ব্যক্তির মাঝে তা সীমাবদ্ধ হতে পারে। এটিই জামা'তে আহমদীয়ার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। আর অ-আহমদীরাও এরই প্রশংসা করেছেন যে, একটি টিমওয়ার্ক ছিল। বড় ছোট সবাই মিলে কাজ করে। অনেক উচ্চমানের কাজ করা হচ্ছিল। এখনতো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখানে ইউ.কে তে কয়েক হাজার এমন নিবেদিত প্রাণ কর্মী আছেন, আল্লাহ্ তা'লাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, একজনকে সরিয়ে দেয়া হলে দশজন নতুন কর্মী এসে উপস্থিত হন, যারা নিজেকে প্রকাশের পরিবর্তে বিনয় প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ্‌র ভয় নিজেদের মাঝে রাখেন। সুতরাং আমার তো এমন নিবেদিতদেরই প্রয়োজন যারা এমনি বিনয়ের সাথে কাজ করবেন আর এমন কর্মীদের জন্য আমি দোয়াও করে থাকি।

কিছু দায়িত্ব পালনকারীর কর্মতৎপরতার বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে আর এটি এমন নয় যে এদিক ওদিক থেকে পাওয়া গিয়েছে বরং স্বয়ং খোদ্দামুল আহমদীয়া অনুভব করেছে যে, কিছু নিরাপত্তাকর্মী কিছু লোকের ওপর কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বন করেছে। যেমন, একটি ছেলেকে বিনা কারণে জোরপূর্বক পিছনে হটিয়ে দেয়া হয়, এতে পেটে হাতের ধাক্কা লাগার ফলে সে আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা সে কষ্ট অনুভব

করে। সুতরাং দায়িত্ব পালনকরীদের সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক বিশেষভাবে নিরাপত্তা কর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। উত্তেজনাকে দমন করা জরুরী। এটি ব্যতীত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। খোদ্দামুল আহমদীয়া আগামী বছরের জন্য, বছর ব্যাপী সার্ভে করুন যে সমগ্র দেশ জুড়ে এমন কোন কোন ছেলে আছেন যারা সুঠাম দেহের অধিকারীও হবেন সাথে বিচার বিবেচনা এবং ধীশক্তি সম্পন্নও হবেন যাতে কোন প্রকার গন্ডগোল সৃষ্টি হলে তারা কাজে আসতে পারেন। আগামী বছর এমন লোকদেরই নেয়া হোক। আরো একটি অভিযোগ যা আমার পর্যন্ত পৌঁছেছে আর এটি অনেকাংশে সঠিক যে, পুরুষদের মার্কি এবং লাজনাদের মার্কির মধ্যবর্তী স্থানে এম,টি, এ-র মার্কি ছিল। সেখানে দপ্তর, ট্রান্সমিশন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এমতাবস্থায় জরুরী বহির্গমন এর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। তাই জলসা গাহের উভয় পার্শ্বে উন্মুক্ত রাস্তা থাকা উচিত। এর একটি উপকারী দিকও রয়েছে, এই অভিযোগ ছাড়াও যা তিনি লিখেছেন, আমার ধারণা মতে একটি উপকার এটিও হতে পারে, গরমের কারণে কখনো কখনো দরজা খুলতে হয় তখন বাতাস বেশী প্রবাহিত হবে। একারণে এম,টি,এ-র মার্কি জলসাগাহের সম্মুখ ভাগে বা পশ্চাত অংশে স্থাপন করা যেতে পারে।

এই মহিলা জার্মানি থেকে এসেছিলেন। তাঁর কথা জলসার ব্যবস্থাপকদেরকেও শুনিয়ে দিচ্ছি, ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো ছিল, পরিচ্ছন্নতাও ভালো ছিল। টয়লেট প্রভৃতি অনেক ভালো ছিল। তিনি বলেন, আমি জার্মানি থেকে বেদানা ফল আনার ব্যবস্থাও করতে পারব। সাচ্ছ্যন্দের সাথে ব্যবস্থা করুন আর আমার মনে হয় ইউ,কে জামা'ত তার এই অফারকে গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে টয়েলেট পেপার এবং ডাষ্টবিনের ব্যবস্থাও উন্মুক্ত হওয়া উচিত।

আরো একটি অভিযোগ করা হয় জলসা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে গোসল খানার পানি শেষ হয়ে যায়। জলসার ব্যবস্থাপকগণ ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি রাখবেন, যাই হোক এগুলো ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনা, এগুলো ছাড়া সমষ্টিগত ভাবে জলসার ব্যবস্থাপনা এবং বক্তৃতা সমূহের মান, যেমনটি মেহমানরা বর্ণনা করেছেন এবং সাথে সাধারণ পরিবেশও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক উঁচু মানের ছিল। সকল অংশগ্রহণকারী, যারা প্রতিবছর অংশগ্রহণ করেন, তারাও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন যে পূর্বের তুলনায় এবার সার্বিক মান অনেক উত্তম ছিল আর সকল কর্মকতা এবং ব্যবস্থাপকগণ এর জন্য ধন্যবাদ বা সাধুবাদ পাওয়ার অধিকার রাখে, আল্লাহ্ তা'লা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। কাল ৭ সেপ্টেম্বর। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এ দিনটিকে উৎসবের একদিন বানিয়ে নিয়েছে। এই দিনগুলিতে তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে একদিকে তো হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছে, যাই হোক এটি তাদেরই কাজ আর জামা'তে মুসলেমাহ এই ফিরকাহ্‌গুলো থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা (অর্থাৎ অন্য ফিরকাহগুলো) নিজেরাই পৃথক করে দিয়েছে। এই কারণে এ দিনটি বড় আনন্দ উচ্ছাসের সাথে উদযাপিত হয়। জলসা হয়, মিছিল বের হয়, আহমদীয়া জামা'তকে গালিগালাজ করা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে চরম পর্যায়ের বেহুদা কথাবার্তার ফুলঝুড়ি ছোটানো হয়। আর এসব কিছু খতমে নবুওয়াতের নামে করা হয়। এবার তাদের মনোবাসনা যে তাদের এই মন্দ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ তারা পুরো সপ্তাহ ব্যাপী এই দিবস উদযাপন করবে। যে লোকেরা খোদা তা'লার হাবীব (প্রেমিক) মোহসেনে ইনসানিয়্যাত (মানবদরদী) এবং রাহমাতুল্লিল আলামীনকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, হীন উদ্দেশ্যের জন্য বদনাম করছে খোদা তা'লা অতি সত্বর তাদের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করবেন। এই সপ্তাহে করাচিতে আবারও দুইজন শাহাদত বরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এটিও দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই যেন পাকিস্তানে আহমদীদের স্বাধীনতা এবং সাচ্ছ্যন্দ জীবন যাপনের উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

আজ একটি হাযের জানাযাও আছে, আমাদের ঘানীয়ান বুযুর্গ (জানাযা কি এসে গেছে?) তাঁর জানাযাও আমি পড়াবো। আর এই দুই শোহাদার জানাযা গায়েবও একত্রে আদায় করা হবে। কেননা, একটি হাযের জানাযা আছে। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর জামা'তের সদস্যগণ এখানে মসজিদে কাতারবদ্ধ হয়ে আমার পিছনে আদায় করবেন।

এই ঘানীয়ান বন্ধু, আমাদের বুযুর্গ, যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার নাম আদম বিন ইউসুফ সাহেব। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। তেশরা সেপ্টেম্বর ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ১৯৫৬ সালে ২৭ বছর বয়সে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণের পরে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তবলীগে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ঘানার সর্বত্র তবলীগ করেন আর অধিকাংশ স্থানে জামা'ত প্রাথিষ্ঠা করেন। পুরনো জামা'তগুলোকে সক্রিয় করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর তবলীগে বহু সদস্য আহমদীয়াত গ্রহন করে। তাঁর তবলগির এই উৎসাহের কারণে ঘানাতে তার নাম ইউসুফ Preacher (প্রচারক) রটে গিয়েছিল। মরহুম ২০০৩ সালে ইউ,কেতে এসেছিলেন, এখানেও তবলীগের কর্মব্যস্ততা জারি রেখেছিলেন, বিশেষ ভাবে তিনি রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে তবলীগ করতেন, এর মাঝে Voice of Africa এবং WVLS রেডিও উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ এলাকায় সেক্রেটারী তবলীগ ছিলেন। ২০০১ সালে তিনি হজ্জ করার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। ২০০৫ সালে কাদিয়ানের জলসায় যোগদানের তৌফিক লাভ করেছিলেন। তিনি অনেক পুণ্যবান, সালেহ, নামায রোযার প্রতি যত্নশীল এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন, খেলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মরহুম মুসী ছিলেন। তিনি পিছনে ২ জন স্ত্রী এবং ১০ জন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর বংশধরদের মাঝে আহমদীয়াতকে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

শহীদদ্বয়ের মাঝে একজন শহীদ হলেন ডাক্তার সৈয়্যদ তাহের আহমদ সাহেব ইবনে ডাক্তার সৈয়্যদ মনযুর আহমদ সাহেব লান্‌টী, করাচীর অধিবাসী। তিনি ৩১ আগষ্ট শাহাদত বরণ করেন। ৩১ আগষ্ট তিনি ক্লিনিকে কর্মরত থাকাকালে আততায়ীরা ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ আততায়ী, ডাক্তার সাহেবের ওপর গুলি ছুড়ে। ডাক্তার সাহেবের দেহে ছয়টি গুলি বিদ্ধ হয়। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী গুলির শব্দ শুনে ভেবেছিলেন সাধারণ কোন ফায়ার হচ্ছে, করাচিতে সব সময় এমন ফায়ার হতে থাকে কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী ফায়ারের শব্দ শুনে বাইরে বের হয়ে আসলে এই চারজন

সদস্যকে ক্লিনিক থেকে পলায়ন করতে দেখেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লিনিকের দিকে যান এবং দেখতে পেলেন যে ডাক্তার সাহেব রক্তে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তারা ডাক্তার সাহেবকে দ্রুত গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যেই তিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের বিকাশ তাঁর দাদা মোকাররম হাকিম ফযল এলাহী সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর খিলাফতকালে বয়আত গ্রহণ করে তিনি জামাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর দাদা গুজরানওয়ালা জেলার ঢালুনিড এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং ১৯৭০ সনে তিনি সেখান থেকে করাচীতে বদলী হয়ে যান। শাহাদতের সময় শহীদ মরহুমের বয়স ৫৫ বছর ছিল। তিনি ইন্টার পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন। এরপরে তিনি ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর এসোসিয়েট ইন ইঞ্জিনিয়ার'-এ ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

অত:পর তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএইচ এমএস ডিগ্রী অর্জন করেন। ন্যাশনাল ওয়েল রিফাইনারীতে তিনি প্রায় ৩০ বছর চাকুরী করেন আর মাত্র তিন বছর পর তিনি অবসর নিতেন। শহীদ মরহুম শাহাদতের সময় হালকা লানভি এর সেক্রেটারী দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র সেবা করছিলেন। এর পূর্বেও তিনি বিভিন্ন পদে খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুম খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। খুবই হাসিখুশী, শান্তিপ্রিয় কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। হালকার সদস্যদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। নিজ এলাকায় তিনি একজন সম্মানিত মানুষরূপে গণ্য হতেন। তাঁর শাহাদতের পর এলাকার জনগণের বড় একটি অংশ সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলেন। নিকট আত্মীয়দের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে ফেলতো তবুও তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন এবং নিজেই এগিয়ে এসে মীমাংসার হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিনি একজন সফল হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও ছিলেন। রোগীদের দীর্ঘ লাইন সর্বদা লেগে থাকতো। অনেকবার এমন হয়েছে, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরার পর রোগী এসে পড়লে তখন সাথে সাথে তিনি তার চিকিৎসা শুরু করে দিতেন। নিয়মিত নামায আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। আর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রী যিনি সেখানকার লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন হালকাগুলোতে সফর করার ব্যাপারে সাধ্যমত তাকে সহযোগীতার জন্য তার সফরসঙ্গী হতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা এবং সন্তানদের শিক্ষা ও তরবিয়তের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মোহতরমা তাহেরা সাহেবা এবং তিন ছেলে রেযওয়ান তাহের ওমর ৩২ বছর, ফারহান তাহের ২৯ বছর, মোজতবা তাহের ১৯ বছর এবং দুই মেয়ে সাবুহি ওসমান এবং আযিযা রাবাব তাহেরা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে মনোবল ও ধৈর্য ধারনের শক্তি দান করুন এবং শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় শহীদ হলেন করাচীর নাগি টাউন এলাকার মোকাররম মালেক এযায সাহেব, পিতা- মালেক ইয়াকুব আহমেদ সাহেব। ৪ সেপ্টেম্বর শাহাদত বরণ করেন। ৪ সেপ্টেম্বর আনুমানিক পৌনে এগারটার সময় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীতে নিজ ভাইয়ের সাথে পণ্যের মান যাচাই-বাছাই-এর ঠিকাদারীর কাজ করছিলেন। উভয়েই ফ্যাক্টরীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা মোটর সাইকেলে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি তার ভাইয়ের কাছ থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন। তখন রাস্তায় দুইজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার কাছে এসে বাম দিক থেকে কানের কাছে গুলি করলে, গুলি মাথা ছিদ্র করে বের হয়ে যায়। যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

ঘটনার পরে হামলাকারীরা মোটর সাইকেলে পালিয়ে যায়। পিছন থেকে আসা একটি কারের ড্রাইভার বলেছে হামলাকারীরা উভয়ই যুবক ছিল। মোটর সাইকেল যে চলাচ্ছিল সে হেলমেট পরিহিত ছিল আর তার পিছনে বসা ব্যক্তি যে মূল ঘাতক ছিল, তার হালকা দাড়ি ছিল। শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের উন্মেষ হয়েছিল তার পরদাদা মিয়া আহমদ সাহেবের মাধ্যমে যিনি দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে মোকাররম ও মোহতরম চৌধুরী গোলাম রসূল বসরা, সাহাবী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তবলীগে প্রভাবান্বিত হয়ে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরদাদা বয়আতের সময় জোড়া কালা খোজনার এলাকার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু মোখালেফাতের কারণে চৌধুরী গোলাম রসূল বসরা সাহেবের পরামর্শক্রমে চক নিরানব্বই উত্তর সারগুদায় চলে যান, যেখানে এ পরিবার জামাতের উল্লেখযোগ্য সেবার সুযোগ পান। সেখানকার মসজিদ নির্মাণে তার বাবা অপরিসীম অবদান রাখেন। মরহুমের পিতা মালেক ইয়াকুব আহমদ সাহেব, তাঁর বয়স ৯০ বছর, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনো জীবিত আছেন। তবে তার মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৯০ সনে এ পরিবার সারগুদা থেকে করাচীতে বসতী স্থাপন করেন। আর নিজ ভগ্নিপতি মোকাররম নওয়ায সাহেব শহীদ যাকে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শহীদ করা হয়, তার কাছে চলে আসেন।

শহীদ মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সহানুভূতিশীল, স্নেহপ্রবণ প্রিয় মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে আনন্দের সাথে মিলিত হতেন। কারও হৃদয়ে কষ্ট দেয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। নিজের সন্তানরা ছাড়াও নিজ ভাইয়ের সন্তানদের সাথেও খুবই স্নেহের আচরণ করতেন। প্রতিবেশী শিশুদের সাথেও তার একই আচরণ ছিল। জামা'তের জন্য প্রচন্ড ঈমানী আত্মাভিমান রাখতেন। যখনই তিনি কোন শাহাদতের ঘটনা শুনতেন তাঁর হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়তো। জামা'তের নেযামের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। যখন কোন কাজের জন্য বলা হতো তখন সাথে সাথে উৎফুল্লের সাথে তা সম্পাদন করতেন।

গত বছর তার ভগ্নিপতি মোহাম্মদ নওয়ায সাহেব শহীদের শাহাদতের পর তিনি বারবার এ কথা বলতেন, হায়! আমারও যদি এ সৌভাগ্য লাভ হতো। শহীদ মরহুম এর বয়স ৩৬ বছর ছিল। তিনি তার পিতা মোকাররম মালেক ইয়াকুব আহমদ তাহের ছাড়াও উত্তরাধিকারী রূপে স্ত্রী মোহতরমা রাশেদা এজায সাহেবা, এক মেয়ে সাহনাওয়ার এজায সাহেবা ১২ বছর এবং দুই ছেলে জাওয়াদ আহমেদ ১০ বছর এবং মানসুর এজায ৮ বছর-কে রেখে গেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নত করুন আর তাঁর সন্তানদের ধৈর্য্য, শক্তি এবং সাহস দান করুন এবং তাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী হোন।

অনুবাদক : ***মাসুম আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্***

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৭ অক্টোবর ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

এবিসি টিভি ও রেডিও কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার একান্ত সাক্ষাৎকার

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ইসলামের শান্তির বাণী তুলে ধরে বলেন, সত্যিকার মুসলমানরা পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম

গত ৪ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি) টেলিভিশন ও রেডিও।

২৫ মিনিটের এই সাক্ষাৎকারে হুযূর (আই.)-কে ইসলাম এবং তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কীত প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

"এ সমাজ ও দেশের যেখানেই সুযোগ পাব আমি ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বাণীর প্রচার-প্রসার করবো। আসল কথা হল, বিশ্বের চলমান অবস্থা খুবই ভয়াবহ আর এজন্যই আমাদের শান্তির প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক।"

পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওপর যুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, হুযূর (আই.) ১৯৭৪ সালে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করা এবং এরপর জেনারেল জিয়া-উল-হক এর শাসনামলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন আইনের কথা তুলে ধরেন যেগুলো

আহমদীদের স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াদি চর্চার অধিকার হরণ করে।

হুযূর (আই.) বলেন, পাকিস্তানের রাজপথ উগ্রপন্থী মোল্লাদের নিয়ন্ত্রনে। তারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার করছে আর এগুলো আহমদী মুসলমানদের নির্যাতন ও হত্যায় সরাসরি ইন্ধন যোগাচ্ছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"প্রায় প্রত্যেক দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে সংবাদ আসে, পাকিস্তানে আরেকজন আহমদী মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঐসব অন্যায় আহমদী বিরোধী আইন যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল করা না হবে, এ ধরনের বর্বর কার্যকলাপ সেখানে চলতেই থাকবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে গতবছর প্রকাশিত ইসলাম বিরোধী চলচ্চিত্র সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করা হয় যা বিভিন্ন দেশে মুলমানদের মাঝে সহিংস প্রতিক্রিয়ার উদ্রেগ করে।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি পুরো চলচ্চিত্রেই নিন্দা করেন, তবে তিনি যে কোনো প্রকার সহিংস প্রতিক্রিয়ারও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের নীচ আক্রমনের সমুচিত প্রত্যুত্তর হচ্ছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, আর এ কাজই ঐশী খিলাফতের নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত করে যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া অথবা পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সে বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

"যদি মুসলমানরা প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ ইসলামের চর্চা করে, তাহলে তারা পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক এবং এ জন্যই কোথাও তাঁর সৃষ্টির অধিকার হরণ করা হলে তা তাঁর বিরাগের কারণ হয়। তাই প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে, সমাজের মধ্যে ভালবাসা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সহাবস্থান করা। যদি তারা এ রকম একটি পথ বেছে নেয় তবে তারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে না।"

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৭ অক্টোবর ২০১৩

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা বলেন, আহমদীয়াতের বাণী সকলের কাছেই সমাদৃত

সিডনির প্রচার মাধ্যমে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আ.)-এর এর সাক্ষাৎকার

তাঁর দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম সপ্তাহে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আধ্যাত্মিক নেতা এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আ.)-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন দু'জন সাংবাদিক। তাদের একজন হলেন, 'দ্যা স্ট্যান্ডার্ড' (The Standard) এবং 'দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ' (The Daily Telegraph) পত্রিকাদ্বয়ের সাংবাদিক এবং আরেকজন 'ব্ল্যাকটাউন সান' (Blacktown Sun) পত্রিকার সাংবাদিক। সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয় সিডনিতে অবস্থিত 'বাইতুল হুদা' মসজিদে।

সাক্ষাৎকারের সময় হুযূরকে তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, তাঁর সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও উত্তম আদর্শ অবলম্বন এবং সর্বদা স্বদেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

আহমদী মুসলিমগণ অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কি-না এমন প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন,

"আমি বিশ্বাস করি, সকল মুসলমান ফির্কার মধ্যে আহমদী মুসলমানরাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে, কারণ যে দেশে আমরা বসবাস করি সেই দেশকে আমরা ভালবাসার দাবী করি। আমরা আইন মান্যকারী, আমাদের বাণী শান্তির উদ্দেশ্যে এবং আমাদের আদর্শ হচ্ছে, 'ভালবাস সবার তরে, ঘৃণা নয় কো কারো পরে।' - তাই আমি মনে করি না যে, কেউ এমন একটি অমূল্য বাণীকে অপছন্দ করতে পারে।"

বিশ্ব সংঘাত বন্ধ করার ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে হুযুর বলেন:

"আমি বিশ্বের যেখানেই গিয়েছি সেখানেই বলেছি, সত্যিকারের ন্যায়বিচারই বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী হচ্ছে, যদি নিজের বা নিজের প্রিয়জনদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয় তবে তোমাদের তা-ই করা উচিত।"

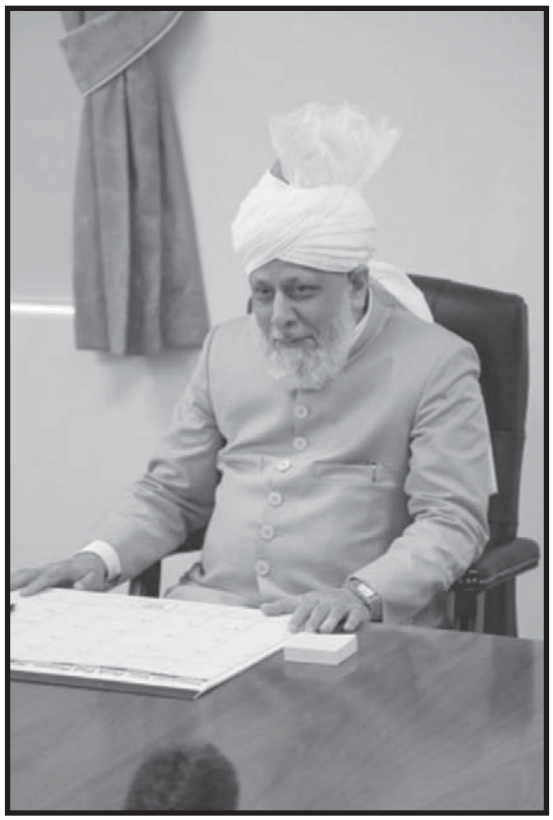

সিরিয়া প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, যদি সরকার ও বিরোধী শক্তি উভয়ই সভ্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে কেবল তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বলেন, উভয় পক্ষের স্ব-স্ব দায়-দায়িত্ব অনুধাবন করা আবশ্যক, অন্যথায় সিরিয়া সংঘাত আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরতে পারে।

মুসলমান অমুসলমান সবার জন্য হযরত মির্যা মসরূর আহমদ এর কাছে উপদেশ চাওয়া হলে হুযুর বলেন,

"মনে রাখবেন, আমরা সবাই মানুষ আর তাই প্রথমত ও প্রধানত আমাদের একে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। আমরা সবাই খোদার সৃষ্টি আর খোদা তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন-তাই আমাদের উচিৎ যেভাবে খোদা চান সেভাবেই পরস্পরের প্রতি যত্নবান হওয়া।"

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বনেতাকে সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা এবং পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ইং তারিখ বিকালে সিঙ্গাপুর পৌঁছেন।

হুযূর আকদাস (আই.)-কে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গী এয়ারপোর্টে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ স্বাগত জানান, সিঙ্গাপুরে এটি হুযূরের দ্বিতীয়বার পদার্পন।

দিনের পরবর্তী অংশে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ত্বাহা মসজিদ পরিদর্শন করেন। সেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল স্তরের নারী, পুরুষ এবং শিশুরা তাদের প্রিয় আধ্যাত্মিক নেতাকে আবারো নিজেদের মাঝে পেয়ে আনন্দ ও আবেগে আপ্লুত ছিলেন এবং তারা প্রিয় নেতাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। এরপর হুযূর সেখানে মাগরীব এবং ইশার নামায পড়ান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হল সিঙ্গাপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বসবাসরত আহমদী মুসলমানদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা। তিনি এর পাশাপাশি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। হুযূর (আই.) যেখানেই যান না কেন ইসলামের অনুপম শিক্ষাই তিনি তুলে ধরেন, যা মূলত শান্তি, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রদান করে।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান সিঙ্গাপুরে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সমাজের সর্বস্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের ওরিয়েন্টাল ম্যান্ডারিন হোটেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক অ-আহমদী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন, যাদের মাঝে ছিলেন ক্ষমতাসীন পিপলস এ্যাকশন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিস্টার লী কুন চৌ সাহেব, যিনি তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির ভীত; বিভিন্ন জাতির মাঝে সমতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন এবং ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বর্তমান সময় ইসলামের নেতিবাচক চিত্রায়ণ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের দুর্নামের মূল কারণ হচ্ছে, তথাকথিত কিছু স্বার্থান্ধ মুসলমানের অন্যায় কার্যকলাপ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"আজ বিশ্বের একটি বিরাট অংশে এই বিশ্বাস বা ধারণা জন্মেছে, ইসলাম হচ্ছে

একটি চরমপন্থী আর জোর-জবরদস্তির ধর্ম। গোড়াতেই আমি বলতে চাই, এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা বরং বাস্তবতা হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত...। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, কিছু স্বার্থপর মুসলমান আছে যারা কেবল নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে। তারা তাদের নিজেদের আকাঙ্খা এবং অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ইসলামের শিক্ষাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে আর এতে করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভিত্তিহীন আপত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কর্মকান্ড অন্যায়ভাবে ইসলামের পবিত্র নামকে কলঙ্কিত করছে যদিও আসল বিষয় হচ্ছে, ইসলাম সকল ক্ষেত্রে কেবল যথার্থ ও যৌক্তিক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করে যা সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক।"

একটি সফল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, ইসলাম সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

"ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত সম্পদ...। ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যে বিশাল ধনভান্ডার দান করেছেন, তা কেবল গুটিকয়েক বাছাই করা লোকের জন্য নয়, বরং তা পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, পড়াশুনা ও শিক্ষার সার্বজনীন সুযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

হুযূর (আই.) বলেন:

"ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, পটভূমি যাই হোক না কেন, প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিৎ, যাতে তারা সমাজের জন্য দক্ষ এবং কল্যাণকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল মাত্র সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সম্ভব আর উন্নত দেশগুলোর নিঃস্বার্থভাবে অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিৎ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোনো জাতির সঙ্গে জোট বা বন্ধুত্ব অন্য জাতিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা উচিত নয়। কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিৎ নয়; বরং লক্ষ্য হওয়া উচিৎ অন্যদের নিজ পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা। অন্যায় শর্তারোপ করা উচিৎ নয়, যার জের স্বরূপ ততক্ষণ একটি দেশকে কোনরূপ সাহায্য করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নির্দিষ্ট কিছু দাবী পূরণ করে কিংবা তৃতীয় পক্ষের কোনো দেশের সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।"

অসমতার কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান এখনো প্রকট।

"পরিতাপের বিষয় হলো, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ষাট পরও দরিদ্র দেশগুলো দুঃস্থ ও বঞ্চিতই রয়ে গেছে আর অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো যথারীতি ধনী ও শক্তিশালীই আছে। ইসলামের শিক্ষানুসারে এই স্থায়ী অসাম্যতার একটি মৌলিক কারণ হচ্ছে, পৃথিবী এটা বুঝতে পারে নি, মানবজাতিকে

আল্লাহ্ তা'লা যে সম্পদ দান করেছে তা সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে।"

বিশ্বের অস্থিরতা নিরসন এবং অসাম্যতা হ্রাসের একটি উপায় বাতলে দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"ইসলাম বলে, যখন উভয় পক্ষ বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে হাতে হাত রেখে কাজ করে কেবলমাত্র তখনই শান্তি আর সম্প্রীতির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়া সম্ভব। দরিদ্রদের উচিত নিজস্ব উৎস ও সম্পদ থেকে লাভবান হবার জন্য নিজেদের দায়-দায়িত্ব পালন করা ও কঠোর পরিশ্রম করা। অন্যদিকে, ধনীদের নিজ ভাই-বোনদের সাহায্য করার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হওয়া উচিৎ।"

খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) তাঁর বক্তব্যের শেষে আশংকা প্রকাশ করে বলেন, যে কোনো সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"আমরা যদি ইতিহাসের প্রতি ফিরে তাকাই, তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পারি, প্রথম দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হল, বিরাজমান অর্থনৈতিক সংকট। পৃথিবীর যে অঞ্চলে আপনারা বসবাস করছেন, এর ওপরও এর প্রভাব পড়েছিল। যদি সেই একই অবস্থা আবার বিরাজ করে তাহলে এটা বলা খুব কঠিন হবে যে কে এর থেকে নিরাপদ থাকবে আর কে বিপদে পড়বে। পৃথিবীকে সকল প্রকার ধ্বংস ও বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য সবার সামনে আমরা কেবল সত্য ও প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে পারি ও দোয়া করতে পারি। এটি এজন্য আবশ্যক, যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে নির্বোধ ও সীমালংঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত না করে।"

হুযূরের বক্তৃতার পূর্বে মিস্টার লী কুন চৌ সাহেব উপস্থিত সুধীকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান করেন, তিনি বলেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন কীভাবে গত কয়েক দশক ধরে ইসলামের নামকে কলুষিত করার চেষ্টা হয়েছে আর অপরদিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইসলামের সত্যিকারের ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরছে দেখে তিনি জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের পূর্বে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করেন এবং ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এছাড়া, হুযূর (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিঙ্গাপুরের পক্ষ থেকে চারটি স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করেন।

অনুবাদক: **মহিউদ্দিন অভি**, যুক্তরাষ্ট্র
তত্ত্বাবধানে আহমদীয়া বাংলা স্বেচ্ছাসেবক দল

রূপক বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(১০ কিস্তি)

(১১) বহুদল-উপদলে বিভক্ত মুসলিম সমাজঃ অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, যুক্তি-প্রমাণ এবং ঐশী নিদর্শনের দ্বারা প্রকৃত ইসলামের বিজয় হলে অসুবিধা কোথায়? হাদীসে আছে– আখেরী যমানায় মুসলমানগণ (৭২+১) অর্থাৎ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং এক দল ব্যতীত অন্যান্য দল ফেৎনা-ফ্যাসাদ জনিত জাহান্নামী হবে (তিরমিযি)। এই হাদীস অনুযায়ী ঐশী-প্রতিশ্রুত খেলাফত-ভিত্তিক ইসলামী সংগঠন কোথায়? কলহ-কোন্দল এবং ফতোয়া-সর্বস্ব দল সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ দল? এই সকল হিসাব মিলানোর ফলশ্রুতি কি? ইসলামী-খেলাফত ভিত্তিক ঐশী প্রতিশ্রুত তেহাত্তর-তম দলটি কোথায়?

(১২) 'মুহকাম'ও 'মুতাশাবিহ' আয়াতঃ পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৮নং আয়াতে দুইরকম বর্ণনারীতির উল্লেখ রয়েছেঃ (ক) 'মুহকাম' আয়াত দ্বারা দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শিক্ষাবহনকারী আয়াতের কথা বলা হয়েছে। (খ) 'মুতাশাবিহ' আয়াত দ্বারা বাক্য বা বাক্যাংশকে বুঝায়, যার বিভিন্ন অর্থ এবং ব্যাখ্যা করা যায়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় আখেরী-যুগের অনেক চিহ্ন ও লক্ষণাবলী বর্ণিত হয়েছে (যেমন সূরা রহমান, তাকভীর, কিয়ামাহ, বুরুজ,কারিয়াহ)। প্রশ্ন হলোঃ এই সকল রূপক-বর্ণনার অন্তরালে যে ধরনের তত্ত্ব ও তথ্য এতকাল লুক্কায়িত ছিল, বর্তমান যুগে সেগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুত-যুগ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি?

(১৩) 'হুরুফে মুকাত্তাত'ঃ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় 'হুরুফে মুকাত্তাত' ব্যবহৃত হয়েছে–সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য জানার যথা-সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। সাংকেতিক ভাষায় সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লা অনেক কিছু সংরক্ষিত করেছেন এই মহা-গ্রন্থ আল-কুরআনে। সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার যে একটি কুরআন-সম্মত বিষয় তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?

(১৪) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী একই ব্যক্তিঃ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী কি একই ব্যক্তি হবেন, অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন? বস্তুতঃ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় একই প্রতিশ্রুত মহামানবকে কখনও মসীহ-ইবনে-মরিয়ম এবং কখনো মাহ্‌দী বলা হয়েছে এবং এতদ্বারা একজন ব্যক্তিরই দু'টি গুণ-প্রকাশক উপাধি প্রদান করা হয়েছে। সহী হাদীসে এসেছে যে, 'লাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসা ইবনু মারয়্যামা"- অর্থাৎ ঈসা-ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নাই (ইবনে মাজা)। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি হবেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। হিজরী ১২৯১ সালে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান তার প্রনীত 'হুজাজুল কিয়ামাহ' শীর্ষক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আবির্ভাবের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন (পৃ ঃ-১৩৯)। প্রশ্ন হলোঃ এই বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে বর্তমান যুগের জন্য দুই-উপাধি বিশিষ্ট এক ও অভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বার ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত ও প্রমানিত নয় কি?

(১৫) আগমনকারী মসীহ ও উম্মতী নবুয়তের তাৎপর্যঃ একতরফা ভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে কতিপয় মৌলবী যে সকল অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে, সেগুলো ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য-প্রনোদিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ– আহমদী মুসলমানগণ পবিত্র কুরআনের ওপর বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে যে, তারা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সূরা আহযাব-এর বর্ণনা অনুযায়ী "খাতামান-নবীয়ীন"বলে বিশ্বাস করেন না। এটা নিছক মিথ্যা- প্রচারনা। আহমদীদের মতে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র নবুয়তের পথ শেষ হয়ে গেছে এবং শরীয়তধারী কোন নবীর আগমন হবে না। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা:৭০ আয়াত অনুযায়ী উম্মতী-নবী, উম্মতী-সিদ্দীক,উম্মতী-শহীদ এবং উম্মতী-সালেহ হওয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। সহী হাদীসে ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয়-আবির্ভাব কালে মসীহ 'নবী উল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবী ঈসা) বলে চার বার উল্লেখ করা হয়েছে (মুসলিম শরীফ)। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সাক্ষ্য এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানীত হয়েছে যে, বনী-ইস্রায়েলী নবী ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হলোঃ (ক) 'দ্বিতীয়-ঈসা' বলতে রূপক-অর্থে প্রথম-ঈসা তুল্য (অর্থাৎ ঈসা-সদৃশ) ব্যক্তি মুহাম্মদী উম্মত হতেই জন্ম গ্রহণ করতঃ আল্লাহ তালার নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করলে অসুবিধা কোথায়?

(খ) শাব্দিক অর্থে প্রথম-ঈসাকে আকাশে প্রেরণ এবং ২০০০ বছর যাবত সেখানে অবস্থানের পর তার পৃথিবীতে আগমন কি সম্ভব?

রূপকাবৃত বর্ণনার ব্যাখ্যার পরিবর্তে শাব্দিক-অর্থে বিশ্বাসী মৌলবীগণের মতানুসারে যখন হযরত ঈসা (আ.) ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিপালন এবং পুনঃপ্রচার এবং মহা-বিজয় অর্জন করতঃ ৪৫বছর পর ইন্তেকাল করবেন এবং মহানবী মুহম্মদ (সা.)-এর কবরে শায়িত হবেন-এরূপ বিশ্বাসের ফলে সেই বনী-ইস্রায়েলী ঈসাই (আ.) তো 'শেষ নবী'

হবেন-তখন কি হবে?

এই বিষয়গুলো জেদ বশতঃ শাব্দিক-অর্থে গ্রহণ করতেই হবে -কোন অবস্থাতেই রূপক-অর্থ গ্রহণ করা যাবে না-এরূপ ধ্যান-ধারনা কতখানি যুক্তি-সম্মত এবং নির্ভর-যোগ্য?

(গ) ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে অতীতে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর আকাশে গমনের (মালাকী ও রাজাবলী) ভ্রান্ত ধারনার উত্তরে প্রথম ঈসা (আ.) ব্যাখ্যা করতঃ হযরত ইয়াহিয়া (আ.) আগমনের দ্বারা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার কথা বলেছিলেন (মথি: ১১:১৪)। তেমনিভাবে মুহাম্মদী-উম্মতে আগমনকারী দ্বিতীয়-ঈসা (আ.)-দাবী করেছেন যে তিনিই রূপকার্থে প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ।

প্রশ্ন হলোঃ এই ব্যাখ্যা এবং এই বাস্তবতা যেমন ধর্মীয়-ইতিহাসের অনুরূপ ঘটনা দ্বারা সত্যায়িত, তেমনি রূপক বর্ণনার সৌন্দর্য এবং লালিত্য-মন্ডিত এমন একটি দৃষ্টান্ত, যা হৃদয়ঙ্গম করা কিছু সংখ্যক মৌলবী সাহেবদের পক্ষে সম্ভবপর হবে কি?

(ঘ) শুধু আহমদী মুসলমানগনই উম্মতী-নবুওয়াতের দাবীকারীর কথা বর্তমান যুগে বলছেন না, বরং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শুরু করে হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহ.), সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), মৌলানা রুমী (রহঃ),সৈয়দ অলিউল্লাহ মুহাদ্দস দেহলবী (রহ.), আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান, মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতুবী, প্রমূখ বুজুর্গানে-দ্বীন একবাক্যে বলেছেন যে, 'খাতামান নবীয়াবীন' দ্বারা শরীয়ত-ধারী নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে– কিন্তু শরীয়াতহীন উম্মতী নবুয়তের পথ রুদ্ধ করা হয় নাই। 'লানাবীয়াবাদী' সংক্রান্ত হাদিস দ্বারা উল্লেখিত 'নবী' শব্দটি শরীয়তধারী নবীর জন্য প্রযোজ্য। প্রশ্ন হলো: এই সকল বুযুর্গানের অভিমত ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া যাবে কি?

(ঙ) মহানবী মুহম্মদ (সা.) স্বয়ং খাতামান নবীঈনের ব্যাখ্যা করেছেন 'শ্রেষ্ঠত্ব' অর্থে–অনুবর্তিতার মোকাম পদ-মর্যাদার পথ বন্ধ করেন নাই। যেমন তিনি বলেছেনঃ আমি খাতামুন নবীঈন এবং হে আলী ,তুমি খাতামুল আউলিয়া । প্রশ্ন হলোঃ হযরত আলী (রা)-এর মত অত বড়ো ওলী না হলেও সাধারণভাবে বেলায়েতের পথ কি বন্ধ হয়েছে এবং এই উম্মতে কি আউলিয়া আসেন নাই এবং ভবিষ্যতে আরো আউলিয়া হতে পারবেন কি? হযরত আব্বাস (রা.)-কে খাতামুল মুহাজেরীন বলে সম্বোধন করেছেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। তাহলে তাঁর মত শ্রেষ্ঠতম মোহাজের না হলেও যুগে-যুগে আরো অনেকেই তো মোহাজের হয়েছেন। প্রশ্ন হলোঃ মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত এই ব্যাখ্যার কোন ভিন্নতর অর্থ আছে কি?

(চ) সূরা আহযাবের 'খাতাম' শব্দের অর্থ এবং উক্ত আয়াতের প্রসঙ্গের প্রতি সঠিকভাবে দৃষ্টি দেয়া হয় না কেন?

(১৬) ইসলামের মহা-বিজয় কিভাবে হবে?

ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সম্পর্কে অবাস্তব এবং কেচ্ছা-কাহিনী মূলক ধ্যান-ধারণা পোষণ করে থাকেন কোন কোন মৌলবী-মৌলানাগণ। এই বিষয়টিও স্পষ্টীকরনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় কোন কেচ্ছা-কাহিনীর মতো বিষয় নয়। শাব্দিক অর্থে-ফুৎকার বা বিরাট তরবারী দ্বারা সেই বিজয় হবে না। সত্যের প্রচার অতীতে কখনোই এভাবে হয় নাই। বর্তমান যুগে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর খলিফাগণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই সেই বিজয় হবে। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "পৃথিবীর মানুষ মনে করতে পারে যে, খৃষ্টান-ধর্ম অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে অথবা বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীতে জয়-যুক্ত হবে। কিন্তু তারা তাদের ধারণার ভ্রান্তিতে রয়েছে। স্মরণ রেখো, এই ধরাপৃষ্ঠে কিছুই ঘটে না, যতক্ষণ না আকাশে উহার আদেশ হয়। সুতরাং আকাশের খোদা আমাকে বলেছেন যে, অবশেষে ইসলাম ধর্মই মানুষের হৃদয়কে জয় করবে" (রূহানী খাযায়েন ২১ খন্ড)।

মনে রাখতে হবে যে, লক্ষাধিক নবী-রাসূল এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের শেষ সীমায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ ধর্মীয় বিধানসহ মহানবী মুহাম্মদ (সা.) আগমন করেছেন। অত:পর শরীয়তবাহী (ঐশী বিধান-বহনকারী) নবুওয়াতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ কুরআনী শরীয়ত হলো "কামেল" বা পূর্ণতম ঐশী-বিধান (সূরা মায়েদাঃ ৪)। অদ্যাবধি পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ (৭৫%) অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই। যে ২৫% লোক মুসলমান বলে পরিচিত, তারাও হাদীস অনুযায়ী ৭২+১(অর্থাৎ ৭৩) দলে বিভক্ত এবং তাদের অধিকাংশ দল-উপদল আন্তঃসাম্প্রদায়িক কলহ-কোন্দল ও ফতোয়াবাজীর নির্মম শিকার, যার বাস্তব চিত্র অধিকাংশ মুসলিম-প্রধান দেশগুলোর নিত্যদিনের ঘটনাবলী দ্বারা স্বপ্রমাণীত।

প্রশ্ন হলোঃ এই দুঃখজনক অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি? বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ ও পন্থা হিসেবে ঐশী-প্রতিশ্রুত খেলাফত ব্যবস্থা কোথায়?

ফলত: বিশ্বব্যাপি ইসলামের পূনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণপ্রচারের (তকমীলে ইশায়েতে দ্বীন) জন্য প্রতিশ্রুত ইমাম মহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে হযরত মীর্যা গোলাম (আ.) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফাগণের মাধ্যমে গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ দ্বারাই ইসলামের মহা-বিজয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিগত ১২৫ বছর যাবত এই সুমহান কার্যক্রম পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে সুসংগঠিত ইসলামী-শিক্ষা ও প্রচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। প্রেম,যুক্তি এবং ঐশী-নিদর্শনের সাহায্যে মহানবী মুহম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত-শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে এবং ঐশী-সাহায্য ও অনুকম্পার মাধ্যমে যে শন্তিপূর্ণ পথ-পরিক্রমা শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে তা কোন গল্প বা কেচ্ছা-কাহিনী নয়। বরং সেটা এমন একটি বাস্তব-সত্য, যা পবিত্র-হৃদয়গুলোকে ক্রমাগতভাবে আকৃষ্ট করে চলেছে। এই আহবানে সাড়া দিয়েছেন তারাই, যাদের স্বভাব নেক, যারা সত্যাশ্রয়ী এবং শান্তিবাদী।

প্রশ্ন হলোঃ ধর্মীয়-স্বাধীনতা (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭) সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থি জ্বালাও-পোড়াও-নীতি এবং জঙ্গীবাদী ধ্যান-ধারণা এবং উস্কানীমূলক অপ-প্রচার দ্বারা কি ইসলামের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না? কোন মানুষের হৃদয়ের অবস্থা একমাত্র সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। এমতাবস্থায় পবিত্র কলেমা শাহাদত উচ্চারণ-কারী কোন মানুষকে 'অমুসলিম' বলার অধিকার কেউ রাখে কি? কোন মানুষ বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র একজনের ধর্ম নির্ধারণ করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ধর্ম কতটুকু মানে এবং কতটুকু ধর্ম পালন করে, সেজন্য সে আল্লাহ্‌তালার কাছেই দায়ী। সে কোন বড় মৌলবী-মৌলনার কাছে দায়ী হতে পারে না। রাষ্ট্রীয়-সংসদ ভোট দিয়ে কোন অমুসলমানকে মুসলমান অথবা কোন মুসলমানকে অমুসলিম বানাতে পারে না। সকল ধর্মমতের নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকে। যদি রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির ধর্ম নির্ধারণ করতে পারতো , তাহলে নবী-রসুলের প্রয়োজন কি ছিল এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই কি যথেষ্ট ছিল না?

(চলবে)

বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস

খন্দকার আজমল হক

(৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি)

১২। মনুষ্যপুত্রের আগমনের সুসংবাদ। মনুষ্যপুত্র কে?

জগতের অধিপতি যা সত্যের আত্মার ন্যায় যীশু মনুষ্যপুত্রের আগমন সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যীশু নূতন-নিয়মের অনেক স্থানে নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলায় খ্রিষ্টানগণ মনে করেন যে, যীশু দ্বিতীয়বার স্বশরীরে স্বর্গ হতে আগমন করবেন। পূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, যীশু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব যিনি স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন নাই- তাঁর স্বশরীরে দ্বিতীয়-আগমনের চিন্তা কল্পনা- প্রসূত বই কিছু নয়।

পূর্বের কোন ব্যক্তির ভবিষ্যতে আগমনের কথা বললে যে সেই ব্যক্তিরই আগমন বুঝায় না, বাইবেল হতেও তার প্রমাণ মেলে। বাইবেল হতে জানা যায় যে, যীশুর আগমনের পূর্বে যিহুদীগণ মালাখী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এলীয় নবীর আগমন প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু যীশু তাদের বলেছিলেন, "এলীয় আসিয়া গিয়াছেন এবং লোকেরা তাঁকে চিনেন নাই। বরং তাঁহার সহিত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে।" (মথি- ১৭:১২) এরপরই বলা হয়েছে "তখন শিষ্যরা বুঝিলেন যে তিনি তাহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজের বিষয় বলিয়াছেন", (মথি- ১৭:১৩) অর্থাৎ যে এলীয় নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মালাখী নবী করেছিলেন, যোহনের আগমনের মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীতে এলিয় নবী যে নিজেই আসবেন, এমন কথা বলা হয় নাই।

অনরূপভাবে ভবিষ্যতে আগমনকারীকে মানুষ্যপুত্র বলা হলেও যীশু যে নিজেই আসবেন এমন কথা বলেন নাই। বরং তাঁর অনুরূপ একজনের আগমনের কথা বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন-সেই মানুষ্যপুত্র কে?

কে এই মনুষ্যপুত্র তা জানবার পূর্বে যীশু কেন নিজেকে ও পরবর্তীতে তাঁর অনুরূপ এক আগমনকারীকে মনুষ্যপুত্র বলেছিলেন তা' অনুধাবন করতে হবে। তাঁর নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলার যেমন তাৎপর্য আছে, তদ্রূপ মনুষ্য পুত্র বলারও তাৎপর্য আছে। নূতন নিয়মের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করলেই এই তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

নূতন নিয়মের এক স্থানে যীশু বলেছেন, "মনে করিও না যে আমি ব্যবস্থা কি ভাববাণী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি। আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" (মথি- ৫:১৭) তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন, "মোশীর ব্যবস্থা লঙ্ঘন যেন না হয়।" (যোহন- ৭:২৩) অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম বা মোশীর ভাববাণী-গ্রন্থ পূর্ণ করার জন্যই তাঁর আগমন। অতএব তিনি তওরাত বা পুরাতন নিয়মের অধীনে আগত একজন ভাববাদী বা নবী। সেক্ষেত্রে তিনি মোশীর আধ্যাত্মিক-পুত্র। আর বাইবেলের অনেক স্থানেই ঈশ্বর যীশুকে মনুষ্য বলেছেন। যেমন সিনাই পর্বতে মোশী ঈশ্বরের বাণী লাভ কালে ঈশ্বরের নূর বা জ্যোতি দেখে মোশীর অনুগামীগণ বলেছিল, "মনুষ্যের সহিত ঈশ্বর কথা কহিলেও যে বাঁচিতে পারে ইহা আমরা অদ্য দেখিলাম। কিন্তু আমরা এখন কেন মরিব? এই মহাঅগ্নিতো আমাদিগকে গ্রাস করিবে। আমরা যদি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব আবার শুনি, তবে মারা পড়িব। কেননা যারা মাংশময় তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আমাদের ন্যায় অগ্নির মধ্য হইতে বাক্যবাদী জীবৎ ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে? আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সমস্ত কথা কহেন তুমিই নিকটে গিয়া তাহা শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদিগকে বলিও: আমরা তাহা শুনিয়া পালন করিব।" (দ্বিঃবিঃ ৫:২৪-২৭)।

এখানে বলা হয়েছে যে মোশীর শিষ্যগণ সাধারণ মাংসময় মানুষ হবার কারণে ঈশ্বরের রব শুনে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু মোশী মাংসময় মানুষ হলেও পুর্ণ-মানব ছিলেন, যার জন্য ঈশ্বরের রব শুনেও সে বাঁচতে পারবে। এজন্যই তারা মোশীকে ঈশ্বরের নিকট গিয়ে তাঁর রব শোনার অনুরোধ করেন।

এ আয়াত হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বরের সহিত সরাসরি বাক্যালাপ করার যোগ্যতা অর্জন করায় মোশীকে মানুষ (পূর্ণ মানুষ- Perfect man অর্থে) বলা হয়েছে। তাঁর অনুসারীরাও মানুষ ছিলেন। কিন্তু পূর্ণ মানুষ না হবার কারণে তারা ঈশ্বরের রব শুনে বাঁচতে পারবে না। এজন্যই বলেছিল, "মানুষের সহিত ঈশ্বর কথা কহিলেও যে বাঁচতে পারে, ইহা আমরা অদ্য দেখিলাম। কিন্তু আমরা এখন কেন মরিব?"

পূর্ণ-মানব মোশীর নিকট আগত কিতাব তওরাতের অনুসারী হবার কারণে যীশু মোশীর আধ্যাত্মিক-পুত্র ছিলেন। এ জন্য তিনি কোন কোন স্থানে নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেছেন। একই কারণে যিহিস্কেলকেও ঈশ্বর মনুষ্যপুত্র বলেছেন। (যিহিস্কেল-২৩:৩, ৬, ৮, ৪:১: ৫:১) যেহেতু তিনিও তওরাতের অনুসারী হবার কারণে মোশীর আধ্যাত্মিক-পুত্র ছিলেন।

তাঁর পরে যীশু যে মনুষ্যপুত্রের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, যীশুর অনেক পরে সেগুলি পূর্ণ হয়েছিল।

এমনকি মোশীর তুল্য ভাববাদী মুহাম্মদের ওপরেও পূর্ণ হয়। উল্লেখ্য, মোশীর ন্যায় মুহাম্মদকেও ঈশ্বর "ইয়াছিন" বা হে মনুষ্য বলে সম্বোধন করেছেন। (আল কুরআন) যীশুর পর আগমনকারী মনুষ্যপুত্রের লক্ষণাবলী পূর্ণমানব মুহাম্মদের পর পূর্ণ হয়। বিধায় তিনি যে মুহাম্মদের অনুসারী কোন ভাববাদী হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং পূর্ণমানব মুহাম্মদের অনুসারী হবার কারণেই তাঁকে যীশু মানুষ্যপুত্র বলেছেন।

ভবিষ্যতে আগমনকারী মনুষ্যপুত্র সম্পর্কিত

লক্ষণাবলী পর্যালোচনা করে দেখা যাক ইহা কখন পূর্ণ হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কী না।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে। "আর সেই ক্লেশের পরই সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারকাগণের পতন হইবে। আকাশ মন্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা দিবে।" (মথি- ২৪:২৯-৩০) আরও বলা হয়েছে, আর তোমরা যুদ্ধের জনরব শুনিবে। দেখিও ব্যাকুল হইও না, কেননা এ সকল অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু তখনও শেষ নয়, কেননা জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে। এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। কিন্তু এসকল যাতনার আরম্ভ মাত্র।" (মথি- ২৪:৬-৭) এও বলা হয়েছে, "কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।" (মথি- ২৪:২৭) আরও শুনুন, "এই জন্য তোমরা প্রস্তুত থাক, কেননা যে দন্ডে তোমরা মনে করবে না, সেই দন্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন।" (মথি- ২৪:৪৪) এ সকল ঘটনা যে অবশ্যই ঘটবে তারও নিশ্চয়তা দিয়ে যীশু বলেছেন; "আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।" (মথি- ২৪:৩৫)।

ওপরের উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে যে মনুষ্যপুত্রের কথা বলা হয়েছে তিনি যীশু নন। বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এতে কী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে "সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ মন্ডলের পরাক্রম সমূহ বিচলিত হইবে।" সবাই জানেন যে সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য অন্ধকার হয় এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্র জোৎস্না দেয় না। এও সকলের জানা যে আকাশ হতে তারা পতন বলতে উল্কাপাতকে বুঝায়। অতএব মনুষ্যপুত্রের আগমনের লক্ষণসমূহের ভিতর সূর্য গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও উল্কাপাত অন্যতম।

জানা প্রয়োজন, ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন এক বিশেষ বিষয়ের কথা বলা হলে বুঝতে হবে যে, তা' এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। যেমন বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ও উল্কাপাতের কথা বলা হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ তো প্রতি বছর একাধিকবার হয়ে থাকে। উল্কপাতও প্রায় প্রতিরাতেই হয়ে থাকে। ভবিষ্যদ্বাণীতে এরূপ ঘটনার অবতারনার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যীশুর পর আগমনকারী মুনুষ্য পুত্রের সময় এক বিশেষ ধরনের সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হবে, যা আর কখনও হয় নাই বা হবেও না।

আশ্চর্যের বিষয়, অনুরূপ ঘটনাবলী ভাববাদী মুহাম্মদের এক আধ্যাত্মিক পুত্রের আগমনের সময় সংঘটিত হবে বলে মুহাম্মদও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষ ধরনটা কী তার উল্লেখ না থাকলেও মুহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণীতে তার উল্লেখ আছে। যীশু মুহাম্মদ উভয়ই আগমনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করায় সহজেই প্রতীয়মান হয় যে উভয়ের বর্ণিত ব্যক্তি এক। যীশুর বর্ণনায় বলা হয়েছে, সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে।" মুহাম্মদের বর্ণনায় এসেছে, "একই রমজান মাসের যে যে তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয় তার প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ ও যে যে তারিখে সূর্যগ্রহণ হয় তার মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে। অন্য একস্থানে বর্ণিত হয়েছে, "বহু উল্কাপাত হবে।"

ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত গ্রহণদ্বয় ও উল্কাপাত মানুষ্যপুত্রের আগমনের সময় নির্ধারণ করে। এবং তা পৃথিবীতে একবারই সংঘটিত হবে। এরূপ গ্রহণ ১৮৯৪ইং সনে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে সংঘটিত হয়ে মনুষ্যপুত্রের আগমনের ঘোষণা দিয়েছে। কারণ ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত চিহ্নাবলী যার আগমনের কথা, তার আগমনের পরই প্রকাশ পায়। একই সময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিকহারে উল্কাপাতের ঘটনাও ঘটেছিল।

ভবিষ্যদ্বাণীতে মনুষ্যপুত্র সম্পর্কে যীশু আরও যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাও ১৮৯৪ সালের পরই প্রকাশ পেয়েছিল।

যেমন বলা হয়েছে, "আর তোমরা যুদ্ধের জনরব শুনিবে। দেখিও ব্যাকুল হইও না; কেননা এ সকল অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু তখনও শেষ নয়, কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। কিন্তু এসকল যাতনার আরম্ভ মাত্র।" যীশু এও বলেছেন যে মনুষ্যপুত্র পূর্বদিক থেকে আগমন করবেন এবং তাঁর কার্যক্রম পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পরবে। ইতিহাস হতে জানা যায় যে, বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, যা ১৯১৪ ও ১৯৩৯ সালে শুরু হয়, জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য গড়ে উঠেছিল। যার জন্য তা' বিশ্ব-যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভিন্ন দেশে অনেক ভূমিকম্পও দেখা দেয়।

যেহেতু এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৯৪ইং সাল হতে শুরু হয়, অতএব প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্রের আগমন যে তার পূর্বেই হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব ঐ সময়ে যদি কেহ এরূপ দাবী করে থাকেন, তবে তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। দেখা যাক, এরূপ কোন দাবীকারকের আবির্ভাব হয়েছিল কি-না।

যেহেতু এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৯ সালে যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেমের পূর্ব দিকে (যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী মথি- ২৪:২৭ দ্রষ্টব্য) ভারতের কাদিয়ান নামক স্থান হতে এক ব্যক্তি মানুষ্যপুত্র হবার দাবী করে। কিন্তু যীশুর ন্যায় তাঁর গোত্রও তাঁকে গ্রহণ করে না। কারণ যে দন্ডে তিনি এসেছিলেন, সে দন্ডে কেউ তাঁকে আশা না করায় তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে। এভাবে মথির ২৪:৪৪ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়। যীশু যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মনুষ্যপুত্রের আগমন পূর্বদিকে হবে এবং তাঁর কার্যক্রম পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পরবে। তেমনি জগতের অধিপতি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময় ইসলামরূপ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে। অর্থাৎ ইসলামের আলো পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পরবে। বস্তুত এরূপই ঘটছে। যীশুর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্র পূর্বদিক হতেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর কার্যক্রম পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পরছে। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্র খোদ ব্রিটেনে অবস্থিত। যেখান থেকে সারা বিশ্বে ইসলাম-রূপ সূর্যের আলো বিকিরণ করে "পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের" ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছে। মানুষ্যপুত্রের সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি দেখে বিশ্বের সকল জাতি "হিংসায় বিলাপ করছে।" আজ মনুষ্যপুত্রের খলীফাগণ আকাশ পথে বিশ্বের দেশে দেশে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে যীশুর বাণীর "আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠি বিলাপ করিবে এবং মানুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘ রথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে। আর তিনি মহাতুরীধ্বনী আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন" (মথি- ২৪:৩০-৩১) পূর্ণতাদান করেছে। প্রকাশ থাকে যে, মনুষ্যপুত্রের খলীফাগণের প্রচারব আর মনুষ্যপুত্রের প্রচার একই কথা।

শুধু তাই নয়, প্রতিবছর মনুষ্যপুত্রের অনুসারীগণ তাঁর খলীফার আহ্বানে তাঁর অবস্থান স্থলে একত্রিত হয়ে যীশুর আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী "তাঁহারা আকাশের একসীমা থেকে অন্যসীমা পর্যন্ত চারিবায়ু হইতে তাঁহার মনোনীত দিগকে একত্রিত করিবে" (মথি- ২৪:৩২) যথার্থভাবে পূর্ণ

করেছে। প্রতি বৎসর এক নির্দিষ্ট তারিখে বিশ্বের চারি বায়ুতে কোনায় কোনায় অবস্থিত তাঁর অনুসারীগণ আকাশ পথে তাঁদের খলীফার অবস্থান স্থলে একত্রিত হয়ে খলীফার দর্শন লাভ করে তাঁর অমৃতবাণী শ্রবণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভ করে থাকেন।

পাঠক! নূতন নিয়মের মথি লিখিত সুসমাচারের ২৪:১-৫১ আয়াত সমূহ ভালভাবে পাঠ করলে এবং ইসলামে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্রের সমসাময়িক ঘটনাবলী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, তিনিই যীশুর উল্লেখিত প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্র।

উপসংহার

বাইবেলের আলোকে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ আলোচনান্তে পাঠক দেখতে পেলেন যে, ত্রিত্ববাদ/প্রায়শ্চিত্তবাদ, যীশুর পুনুরুত্থান, তাঁর স্বশরীরে স্বর্গারোহণ বা পৃথিবীতে পুনরাগমণ কোনটাই বাইবেল সমর্থন করে না। পাঠক! এও দেখতে পেলেন যে তাঁদের উপরোক্ত বিশ্বাসসমূহ যীশুর প্রেরিতদের দ্বারা প্রচারিত। যে শিষ্যগণ তাঁর শিক্ষা ভুল বোঝার কারণে তাঁর দ্বারা তিরস্কৃত হন, সেই শিষ্যগণই তাঁর শিক্ষার বিপরীত শিক্ষা মানুষের ভিতর প্রচার করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য যীশু জীবাতাবস্থায় নিজে পৃথক কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই। আজীবন তিনি নিজেকে যিহুদী বলে পরিচয় দিতেন এবং যিহুদী বা ইহুদী ধর্ম পালন করতেন ও পুরাতন নিয়মের শিক্ষা প্রচার করতেন। এ জন্যই তিনি যিহুদীদের রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। কোন উদ্ধৃতি দিতে হলে তিনি সব সময় পুরাতন নিয়ম হতে দিতেন।

'খ্রিষ্টিয়ান' নামকরণ পরবর্তীকালে যীশুর অনুসারীদের দেওয়া। যেমন প্রেরিতের একস্থানে বলা হয়েছে, "আর প্রথমে আনিয়খিয়াতেই শিষ্যরা "খ্রিষ্টিয়ান নামে আখ্যায়িত হইল।" প্রেরীত- ১১:২৬) যীশু নিজে যখন তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম খ্রিষ্টিয়ান রাখেন নাই, তখন তাঁর অনুসারীরা নিজেদেরকে কীভাবে নূতন নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে?

অতএব খ্রিষ্টান ভাইদের নিকট নিবেদন, আপনারা বাইবেলের প্রকৃত-শিক্ষা উপলব্ধি করুন, এবং যীশুর পর আগমনকারী "জগতের অধিপতি" ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান প্রতিশ্রুত "মনুষ্যপুত্রের" ওপর বিশ্বাস আনুন এবং যীশুর নির্দেশ পালন করে নিজেদের পরিত্রাণের পথ লাভ করুন। ঈশ্বর সকলকে সত্য বুঝবার তৌফিক দান করুন।" আমীন।

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ
জরুরী জ্ঞাতব্য

তা'লীমুল কুরআন ও নওমুবাঈন প্রশিক্ষণ ক্লাস

০৬ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৩

স্থানঃ দারুত তবলীগ, ৪ নং বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১

আনসারুল্লাহ সদস্যগণকে বিশেষ করে নওমুবাঈন ভ্রাতাগণকে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৩

তারিখঃ ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩

স্থানঃ দারুত তবলীগ, ৪ নং বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপনের বছরে মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশের অনুষ্ঠিতব্য এই ইজতেমাটিকে বিশেষ মাত্রা দিতে আনসারুল্লাহ সদস্য ভ্রাতাগণকে অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আসুন, মহান আল্লাহ তা'লার হামদ, দরূদ শরীফ আর দোয়া ও ইস্তেগফার-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার ২য় শতাব্দীকে আমাদের এই ইজতেমা অনুষ্ঠানকালে আমরা আনসারুল্লাহ-র সদস্যরা স্বাগত জানাই।

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(১৭তম কিস্তি)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং সকল জাতির মাঝে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকারকেও তিনি নিশ্চিত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা যেন বলবত থাকে সেই ব্যবস্থাও করেছেন।

খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকার নিশ্চিতকারী মহানবী (সা.) প্রদত্ত ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘোষণা পত্র :

এটি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.) প্রণীত কাছের এবং দূরের খ্রিষ্টীয় মতবাদ পোষণকারী প্রত্যেকের জন্য ঘোষণা পত্র : আমরা এদের সাথে আছি। নিশ্চয়ই আমি নিজে আমার সেবকবৃন্দ মদিনার আনসার এবং আমার অনুসারীরা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। কেননা খ্রিষ্টানরা আমার দেশের নাগরিক। আর আল্লাহ্‌র কসম! যা কিছুই এদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষতির কারণ হয় তার ঘোর বিরোধী। এদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা যাবে না, এদের বিচারকদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে না আর এদের ধর্মযাজকদেরকেও এদের আশ্রয় থেকে সরানো যাবে না। কেউ এদের উপসনালয় ধ্বংস বা এর ক্ষতিসাধণ করতে পারবে না। কেউ যদি এর সামান্য অংশও আত্মসাৎ করে সেক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। নিশ্চয়ই এরা (অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা) আমার মিত্র এবং এরা যেসব বিষয়ে শঙ্কিত, সেসব বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে এদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। কেউ এদেরকে জোর করে বাড়ী ছাড়া করতে পারবে না অথবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেও এদের বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলমানরা এদের জন্য যুদ্ধ করবে। কোন খ্রিষ্টান মেয়ে যদি কোন মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সে মেয়ের) অনুমোদন ছাড়া এটি সম্পাদিত হতে পারবে না। তাবে তার গির্জায় গিয়ে উপাসনা করতে বাধা দেয়া যাবে না।

এদের গির্জাগুলোর পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধা দেয়া যাবে না। আর এদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর পবিত্রতা-হানী করা যাবে না। এ ঘোষণা পত্র কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই উম্মতের সদস্য লঙ্ঘন করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : [মূল ঘোষণা পত্রটি ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সম্রাট সুলতান সেলিম (১ম) নিয়ে যান এবং বর্তমানে সেটি ইস্তাম্বুলের টপক্যাপি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। সুলতান সেটির একটি অনুলিপি খ্রিষ্টান পুরোহিতদের প্রদান করেন এবং এতে বর্ণিত যাবতীয় শর্তাবলী অনুমোদন করেন। সেইন্ট ক্যাথেরিন আশ্রমের সংগ্রহশালায় যেসব প্রাচীন দলিল ও নথিপত্রের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে, তা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.) প্রদত্ত ধারাগুলো যুগে যুগে বলবৎ থেকেছে এবং বাস্তবায়ন হয়ে এসেছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে বিধিবিধান এই ঘোষণা পত্রে প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো ১৪ 'শ বছর ধরে বাস্তবায়িত হয়ে এসেছে।]

মহানবী (সা.) গরীব, দুঃখী, রোগগ্রস্ত সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। দরিদ্রতম রোগীকেও তিনি তার বাড়িতে দেখা করে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন এবং অন্যদেরকেও এরূপ করার উপদেশ দিতেন। মক্কার সে বুড়ির কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে, যে প্রতিদিন মহানবী (সা.) এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। একদিন রাস্তায় কাঁটা দেখতে না পেয়ে মহানবী (সা.)-এর সন্দেহ হল, হয়তো বুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির বাড়ীতে গিয়ে তাকে অসুস্থ দেখলেন। বুড়ির পাশে বসে তাকে অনেক সান্তনা দিলেন, সেবা শুশ্রূষা করলেন। মদীনায়, প্রতিবেশী ইহুদীদের বাড়িতে গিয়েও তিনি দেখা সাক্ষাৎ করতেন,তাদের হাল-হকিকত জিজ্ঞেস করতেন, গরীব ইহুদীদেরকে দান খয়রাত করতেন।

মহানবী (সা.) কারো বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তিনি বাইরে থেকে সালাম বলতেন। সালামের জবাব পাওয়ার পর তিনি বাড়িতে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করতেন। অন্যদেরকেও তিনি এ নিয়ম অনুসরণ করতে বলতেন। সাক্ষাৎ-প্রার্থী বাড়িতে ঢোকার জন্য বাড়ির মালিকের অনুমতি না পেলে তিনি নাখোশ হতে নিষেধ করেছেন। কেননা, হতে পারে বাড়ির মালিক তখন কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত অথবা তার কোন বিশেষ-অসুবিধা থাকতে পারে। অতএব এটাকে সাক্ষাৎ প্রার্থীর অসম্মানজনক মনে করা উচিত নয়।

[অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী (সা.) ১৪১৬ হিজরী, ১০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৫]

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল- এ বিষয় নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

বদরের যুদ্ধবন্দী :– ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বদরের যুদ্ধের বিজয়ে হযরত রাসূল করীম (সা.) আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা, যে ভবিষ্যদ্বাণী চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছিল, যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূববর্তী নবীগণ এই দিনের সম্পর্কে করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু মক্কার বিরুদ্ধবাদীগণের ভয়াবহ পরিণতিও ছিল তাঁর চোখের সামনে। তাঁর জায়গায় যদি অন্য কেউ হত, তাহলে সে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে লাফাতো। কিন্তু যখন তাঁর সামনে দিয়ে মক্কার যুদ্ধবন্দীদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর এবং তাঁর প্রিয়-সাথী হযরত আবু বকর (রা.) এর চক্ষু থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরছিল। এই সময় হযরত উমর (রা.), যিনি পরবর্তীতে তাঁর দ্বিতীয় খলীফা হয়ে ছিলেন, সম্মুখে এলেন এবং আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এত বড় বিজয় ও খুশীর পরেও মহানবী (সা.) কাঁদছেন কেন! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকেও বলুন এ সময় কান্নার কারণ কি? তা যদি আমার জন্যও কান্নার কারণ হয় তাহলে আমিও কাঁদবো। অন্তত: আপনার কান্নার ভাগী হয়ে চোখে মুখে কান্নার ভঙ্গী করবো। তিনি (সা.) বললেন, দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ্ তা'লার নাফরমানী করার জন্য মক্কাবাসীদের কি অবস্থা হয়ে গেছে।

মদীনায় ফিরে আসার পথে রাত্রিতে যখন তিনি (সা.) ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়লেন, তখন সাহাবারা (রা.) দেখতে পেলেন যে, তিনি ঘুমাতে পারছেন না। শেষে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর চাচা আব্বাস রশি দিয়ে বাঁধা থাকার দরুন যেহেতু শুইতে পারছেন না, এবং হযরত আব্বাসের কষ্টজনিত গোঙ্গানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সেহেতু তার কষ্টের প্রতি খেয়াল করেই মহানবীও (সা.) ঘুমাতে পারছেন না। আর এ কারণে সাহাবীরা (রা.) নিজেরা পরামর্শ করে হযরত আব্বাসের বাঁধনগুলি ঢিলা করে দিলেন। হযরত আব্বাস শুয়ে পড়লেন এবং হযরত রাসূল করীম (সা.) এর চোখেও ঘুম এসে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি চমকে উঠলেন, তাঁর চোখ খুলে গেল এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাস কেন চুপ হয়ে গেছে? তার গোঙ্গানীর শব্দ কেন শোনা যাচ্ছে না? মহানবী (সা.)-এর ভয় হচ্ছিল কষ্টের কারণে তিনি বেহুশ তো হয়ে যান নি? সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আপনাকে কষ্ট পেতে দেখে তার বাঁধনটি ঢিলা করে দিয়েছি।

তিনি (সা.) বলেন, 'না, না, এটা অন্যায়, এ হতে পারে না। আব্বাস যেমন আমার আত্মীয়, অন্যান্য যুদ্ধবন্দীরাও তেমনি অন্যান্যদের আত্মীয়। তাহলে হ্যাঁ, সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দাও, যাতে তারাও আব্বাসের মত শুইতে পারে, নয় তো আব্বাসের বাঁধন আবারও শক্ত করে দাও। তখন সাহাবারা (রা.) হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর কথা শুনে সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দিলেন। আর তাদের হেফাযতের সকল দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে নিয়ে নিলেন। যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, তিনি (সা.) তাদের জন্য শুধু মাত্র এতটুকু মুক্তিপণ ঠিক করলেন যে, তাদের প্রত্যেকে মদীনার দশটি করে ছেলেকে পড়ালেখা শিখাবে। অন্যদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কেউ ছিল না, তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দিয়ে দিলেন। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য ছিল, তাদের কাছে পরিমিতভাবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। আর এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি আদিকাল থেকে চলে আসা যে প্রথা, অর্থাৎ যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার যে প্রথা, তা উচ্ছেদ করে দিলেন। একটু ভেবে দেখুন, কতই না মহান ছিলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ।

একবার 'তাঈ' গোত্রের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঈ গোত্রের কয়েকজন যুদ্ধবন্দী হয়। তাদের মধ্যে আরবের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি 'হাতেম তাঈ' এর এক মেয়েও ছিল। যখন সেই মেয়ে বলল যে আমি 'হাতেম তাঈ' এর মেয়ে, তখন হযরত রাসূল করীম (সা.) তার কথা শুনে তার সাথে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে উপস্থিত হন। আর রাসূল করীম (সা.) তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দেন। (সীরাত হালবিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৭)

যুদ্ধবন্দীদের সাথে হযরত রাসূল করীম (সা.) সব সময় ভাল আচরণ করেছেন, এমনকি তাদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থাও তিনি (সা.) করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে– হযরত রাসূল করীম (সা.) যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য নসীহত করতে গিয়ে বলেন–নিজেদের আরামের চেয়ে যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি বেশি খেয়াল রাখ। (তিরমিযী)

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন–যার কাছে কোন যুদ্ধবন্দী রাখা হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায় আর তাকে যেন তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। (বুখারী)

যুদ্ধবন্দীদের মাঝে একজন যুদ্ধবন্দী আবু আযিয বিন উমায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর কথার প্রভাব এমনভাবে হয়েছিল যে, যদি তাদের কাছে একটি ছোট রুটির টুকরাও থাকত, তাহলে তা আমাকে দিত আর তারা অভুক্ত থাকত। আনসাররা আমাকে পাকানো রুটি দিত আর তারা খেজুর খেত। যাই হোক, মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছার পর সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলেন যে যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি করা যায়। সেই যুগে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা অথবা স্থায়ীভাবে দাস বানিয়ে রাখত। আর তখন পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কুরআন করীমের কোন আয়াতও অবতীর্ণ হয়নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদের মুক্ত করে দেয়া হোক। হযরত উমর (রা.) বলেন, তাদের হত্যা করা উচিত। তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধবন্দীদের মাঝে সাহল বিন আমর (রা.)-ও ছিল। তার বক্তৃতা খুবই বাগ্মীতাপূর্ণ ছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতেন। বন্দী হওয়ার পরে উমর (রা.) বলেন, তার সামনের দু'টি দাঁত উঠিয়ে ফেলা হোক যেন সে পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ দিতে না পারে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন সাহল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন। আর অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য হযরত রাসূল করীম (সা.) কোন সময় কাউকে বাধ্য করতেন না, বিশেষ ভাবে কোন যুদ্ধবন্দীকে। কেননা, ইসলাম ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। যেরূপে কুরআন করীমে বলা হয়েছে, "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" (বাকারা : ২৫৭)। এবং "লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন" (কাফিরূন :৭)।

মুসলীম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই ক্রীতদাসের শরীরের প্রতিটি অংশের বিনিময়ে তার শরীরের প্রতিটি অংশের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তিনি (সা.) কিভাবে যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন ও করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এরূপ আযীমুশশান নবী (সা.)-এর ওপর লক্ষ লক্ষ দরূদ ও সালাম।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

ইসলাম ও মালী কুরবানী

মৌ. মোহাম্মদ মোজফ্‌ফর আহমদ রাজু

(৪র্থ কিস্তি)

এ যুগে যারা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মান্য করে তাদের কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ কুরবানী করে ইসলামকে অন্য সমস্ত ধর্মের লোকের নিকট পৌঁছানোর যে সুমহান কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পাক কালামেও হাজারো পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে যুগের মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণী দ্বারা সুসংবাদ দিয়েছেন, তোমার জামা'তের ভক্তদেরকে ধনে-জনে, মান-মর্যাদায় এতো বৃদ্ধি করবো যে, তোমার জামা'তের লোকগণ তা নিয়ে শেষ করতে পারবে না। হে আহমদীগণ! তোমাদের ধন আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য এক মহান নেয়ামত জেনো, আর কখনও কুরবানী করতে দ্বিধাবোধ করো না। আল্লাহ্ যদি মু'মিনগণের ধন-সম্পদ একবার কবুল করেন, তাহলে তার কিইবা বাকি রইল। বাদশা দাসের সম্পদ গ্রহণ করা এক মহান আজিমুশ্বান বিষয়।

আল্লাহ্ তা'লার পরীক্ষা বা শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে সর্বক্ষণ তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা ও আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় তার পথে সকল কিছু দিয়ে সাহায্য করা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা পয়োজন। এ যুগে কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী হযরত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) এক জায়গায় বলেন, 'হযরত রাসূল করীম (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)কে তাঁর মৃত্যুর সময়ের দিনগুলোতে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কিছু আছে কি না? জানা গেল, এক দিনার ছিল। তিনি (সা.) বলেন, একটি জিনিষ ঘরে রাখার অর্থ হচ্ছে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা।

হযরত রাসূল করীম (সা.) মুত্তাকীর দরজা পার হয়ে চরমত্বে পৌঁছেছেন। সেই ব্যক্তি অন্ধ, যে নিজের নিকট কিছু রেখেছে আর খোদাকে কিছু দিয়েছে। কিন্তু তিনি (সা.) অতুলনীয় মুত্তাকি ছিলেন। কেননা খোদার রাস্তায় দেয়ার জন্য মানুষকে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হয় আর তাই তো সে নিজের নিকট কিছু রাখে আর কিছু খোদাকে দেয়। হ্যাঁ, রাসূল করীম (সা.) সবকিছু খোদার রাস্তায় দিয়েছেন আর নিজের নিকট কিছুই রাখেন নি। (মলফুযাত, ১ম খন্ড পৃ: ১৯) ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবার ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। সে বিজয় এ যুগেই অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর যুগে। হযরত মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই জামা'ত তাদের অর্থ-বিত্ত দিয়ে ইসলাম ও ইসলামের নবী (সা.) এর প্রচারণা ও মহানবী (সা.) এর আদর্শকে সমস্ত জগতের মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো তাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করছে। অর্থ কুরবানী ছাড়া ইসলামের প্রচার কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

হুযূর (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে যার আগমনের কথা ছিল, তিনি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে আগমন করে তাঁর স্বপক্ষে সত্যতার হাজারো নিদর্শন ও দলিল প্রমাণ দুনিয়ার সকল ধর্মের মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন, যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ হতে প্রতিদিন মানুষ দলে দলে যুগ মাহ্‌দীর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের মান-সম্মান, সন্তান, ধন-সম্পদ দিয়ে জামা'তকে যেমন এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এভাবে ইসলামের নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক আজিমুশ্বান নিদর্শন প্রদর্শন করে চলেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আজ ধর্মের জন্য যেভাবে অর্থ-সম্পদ কুরবানী করে চলেছে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে আর দ্বিতীয়টি নাই। খলীফার ডাকে সারা দিয়ে তারা নিয়মিত মালের কুরবানী তো করে চলেছেই, আবার জামা'তের বিভিন্ন কর্ম-কান্ডের উন্নয়নের জন্য খলীফায়ে ওয়াক্তের অনুমোদন ক্রমে ঐচ্ছিক অর্থ- কুরবানীর ঘোষণা করলে সে ক্ষেত্রেও আহমদীরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টির জন্য ঝাপিয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণীতে বলেন, 'যারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদিগকে নিজ ফজল হতে যা কিছু দান করেছেন তা গোপন করে। বস্তুত: আমরা অস্বীকারকারীদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি এবং যারা লোকদিগকে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে না (তারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যার সঙ্গী হয়, ফলত: সে হল মন্দ সঙ্গী, এবং তাদের ওপর কি (বিপদাপদ) হত যদি তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস আনত এবং আল্লাহ্ তাদিগকে যা কিছু দান করেছেন তা হতে তারা খরচ করত? এবং আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে ভাল জানেন। (সূরা আন্ নিসা ; ৩৮-৪০) আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীর ওপর যদি আমাদের পরিপূর্ণ একীন থাকে, তাহলে কোন সন্দেহ নাই যে, মালের কুরবানী করলে পরীক্ষা ছাড়া কোন বিপদাপদ আসতেই পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'হে আমার প্রিয়গণ! আমার বৃক্ষের সবুজ শাখা, যারা খোদা তা'লার রহমতে আমার জামা'তে প্রবেশ করেছো, নিজের জীবনের আরাম, আয়েশ, নিজের ধন-সম্পদ এ উদ্দেশ্যে (খোদার) উৎসর্গ করছো। আমি জানি যে, যা কিছু বলবো তা পালন করার ব্যাপারে তোমরা সৌভাগ্য মনে করবে, যতদূর তোমাদের সামর্থ আছে তোমরা অস্বীকার করবে না। কিন্তু আমি এ খেদমতের জন্য নিজের কথা দ্বারা তোমাদের ওপর নির্দিষ্টভাবে কিছু বাধ্যতামূলক করতে পারি না। কেননা, এমনটি যেন না হয় যে তোমাদের খেদমত আমার কথার জন্য হয় বরং (আমি চাই) নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যেন হয়। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৩)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের প্রতিটি সদস্যকে বৃক্ষের সবুজ শাখা বলেছেন। যারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মুরিদানা প্রমাণ করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) এর প্রকৃত মুরিদানাকেই প্রমাণ করেছেন। নবীর জামা'তের অনুসারীগণ ঐশী আদেশ মান্য করার কারণে

তারা সজিব ও সবুজ থাকে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণীতে বলেন, 'মুমিনগণের মধ্যে অক্ষম ব্যতিরেকে যারা পিছনে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান হতে পারে না। ধন-সম্মপদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীগণকে আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের ওপর যারা (গৃহে) বসে থাকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্ কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বস্তুত: যারা (গৃহে) বসে থাকে, তাদের ওপর আল্লাহ্ জিহাদকারীগণকে মহাপুরস্কারের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা আন নিসা :৯৬) এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, যে নিজ ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবা করা তাদেরকে পৃথিবীতে অন্যান্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ রাখে। কোন কৃষক যদি তার জমিনকে ভাল রূপে কর্ষণ করে উত্তম বীজ বপন করে তাহলে তো আশা করা যায় যে এক অলস ও যে গুরুত্ব দিল না তার চেয়ে তো ভাল ফসল সে লাভ করবেই। এ যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য হল দাবীদার মুসলমানদের তুলনায় বাস্তবায়নকারী মুসলমান তৈরি করার কাজ হবে তাঁর হস্তে প্রতিষ্ঠিত জামা'তের মাধ্যমে। ইসলামের ওপরে হাজারো অপবাদ, কালিমা যা গত কয়েক শত বছর যাবত তৈরী হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত খন্ডন ঐশী মদদে যিনি করবেন, তিনি হলেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলাম ধর্মের সেবা তাঁর জীবদ্দশাতেই তিন দশক ধরে বড় প্রতাপের সাথে করে গেছেন। তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন শরীফের ব্যাখ্যাসহ ছোট-বড় প্রায় ৯০ খানা পুস্তক রচনা করে ইসলাম ও ইসলামের মহান নবী (সা.)-এর সুমহান শিক্ষামালা জগতের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, যার তুলনা হয় না।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিটি সদস্য তাদের চাকুরী, ব্যবসা বা কৃষি আয় থেকে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের আওতায় বাজেট প্রণয়ন করে প্রতি মাসে সঠিক হিস্যা দেয়ানতদারীর সাথে এবং আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ আদেশ মনে করে কষ্টে অর্জিত পবিত্র ধন-সম্পদ হতে বিরতীহীন ভাবে কুরবানী করে যাচ্ছেন। আহমদীদের ধন-সম্পদ কুরবানী দ্বারা খলীফার আদেশে সারা পৃথিবীর ২০৪টি দেশে ইসলাম ধর্ম ও কুরআনের শিক্ষা এবং নবী করীম (সা.)-এর আদর্শ অহ-রাত্র শত শত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রচার কার্য জারি রাখা হয়েছে, তাকি কোন সামান্য কার্য, তা কি দুনিয়ার কোন রং তামাশা? না, এ আল্লাহ্ ও তাঁর মহান রাসূলের সুমহান শিক্ষাকে জগতময় ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা এজন্যই বলেছেন, যারা ধন-সম্পদ ধর্মের জন্য কুরবানী করে আর যারা কুরবানী করে না তারা কখনও সমান মর্যাদার অধিকারী নয়।

আল্লাহ্ তা'লার খাস ফজলে আহমদীয়া জামা'ত, তাদের কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ হতে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের ওপর আবশ্যক হিসাবে চাঁদা দিয়ে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করে চলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই–কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া, যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করে, অচিরেই আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব। খলীফায়ে ওয়াক্তগণ জামা'তকে মালী কুরবানীর নসিহত করতে গিয়ে প্রায়ই বলেন, তোমাদের ধন-সম্পদে উন্নতি আনতে চাইলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মালী কুরবানী করে যাও, আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদ অজস্র ধারায় বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে খুশি করা একজন প্রকৃত মু'মিনের কাজ।

ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আজকের পৃথিবীতে মানুষ হাজারো হারাম-পথ অবলম্বন করে ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে যে সব প্রতিযোগিতা করে চলেছে তার মধ্যে সুদও একটি। ধর্মে ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। ইসলামী নেসাব মাফিক গচ্ছিত স্বর্ণ বা মাল-সম্পদের ওপর অবশ্যই মালের পবিত্রতার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশে যাকাত আদায়কে ফরজ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) এর যুগে সাহাবীগণ (রা.) মহানবী (সা.) এর হস্তে যাকাত জমা করতেন এবং জমাকৃত মাল ইসলামী রিতি অনুযায়ী যারা হকদার তাদের মাঝে বন্টন করা হত এবং এ ধরাবাহিকতা খোলাফায়ে রাশেদা পর্যন্ত সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে জারি ছিল। পবিত্র কুরাআন শরীফের দিকে নযর দিলে পরিষ্কার ভাবে একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর দ্বিতীয়-যুগে অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদের সময়ে কুরআনী শরীয়তের শিক্ষা সঠিক, সুষ্ঠু ও স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সূরা নূরের মধ্যে বলা হয়েছে খেলাফত কায়েম হবে, আবার বলা হয়েছে শির্‌ক মুক্ত থাকবে এবং তারা যাকাত ব্যবস্থাকে খেলাফতের সুদৃঢ় নেতৃত্বে এমন ভাবে কায়েম হবে, যা কখনও ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। মহান আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া করে আমরা শেষ করতে পারবো না কারণ সেই শির্‌ক মুক্ত যাকাত ব্যবস্থা আজ খলীফার সুমহান নেত্রিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সুদৃঢ়ভাবে কায়েম রয়েছে এবং এ ব্যবস্থপনার মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়াতে কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এর সুফল জগতের মানুষকে ভোগ করানো হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে যেখানে যেখানে যাকাত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, অনেক ভেবে চিন্তে দেখা যায় যে যাকাত আদায় ও এর ব্যবহার খলীফা ও খেলাফতের হস্তে ছাড়া কখনও সঠিক ও সুষ্ঠু হতে পারে না। আজ সারা দুনিয়াতে এত মাল-সম্পদ এর মালিক থাকার পরেও মানুষের মধ্যে শান্তি নেই। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'এবং তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদও তোমাদের সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষা স্বরূপ এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি যাঁর নিকট মহান পুরস্কার রয়েছে'। (সূরা আন্ আনফাল : ২৯) সকল কিছুর মালিক হলেন আল্লাহ্ তা'লা, আল্লাহ্‌র আদেশ না মানলে মানুষের জন্য বিপদ সর্বক্ষণ পিছু নিবে, আর আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার আশা করা যায়। মানুষ নবীর অবর্তমানে ভুল পথে চলতে থাকে, সে বুঝতে পারে না, মনে করে আমি যা করছি এটাই সঠিক। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবীরা এসে মানুষকে আবার তার ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা জারি করেন। যে পথের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লা নবীর আগমনের মাধ্যমে করেন, সেই পথকে প্রতিহত কতে সে যুগে ভুলপথে অবস্থানকারীগণ তাদের ধন-সম্পদ ও সমস্ত কিছু দিয়ে প্রতিরোধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার মোকাবেলা করে এ দুনিয়ার কীটগণ কিরূপে কামিয়াব হবে?

(চলবে)

ইস্তেগফার সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি

মৌ. এস, এম, আব্দুল হক

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন "যারা বলে– হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদিগকে ক্ষমা কর। এ জান্নাত তাদের জন্যে, যারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী এবং অনুগত এবং (আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ) ব্যয়কারী এবং রাত্রির শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭-১৮)

মানুষ সৃষ্টির সেরা-জীব, মানুষ দুর্বল এবং দুর্বল প্রকৃতি দিয়েই মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ গুনাহ করে এবং এই গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ্ মানুষের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। মানুষ যদি গুনাহ না করত, তাহলে আল্লাহ্ মানুষকে উঠিয়ে নিতেন এবং এমন এক জাতিকে আবার এই পৃথিবীতে আনয়ন করতেন আর তারা গুনাহ করতো এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বা মাফ চাইতো আর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতেন বা ক্ষমা করে দিতেন। মানুষ কিভাবে খোদার নিকট ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহ্ যে ক্ষমা করবেন এমন বিষয় ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) আমাদের সামনে রেখে গেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা গণনা করে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই বৈঠকে একশ বার এই দোয়াটি পড়েছেন, ***রাব্বীগ ফিরলি ওয়াতুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রাহীম।*** আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয় তওবা কবুলকারী ও দয়াময় (আবুদাউদ)।

ক্ষমা চাওয়ার দরুন সে-বান্দা দুঃশ্চিন্তা হইতেও মুক্তিলাভ করে এবং ক্ষমা চাওয়ার কারণে মহান আল্লাহ্ এমন ভাবে তাকে রিযকের ব্যবস্থা করে দেবেন, যা বান্দা কল্পনাও করতে পারবে না। নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা গুনাহ মাফ চাইতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ্, পড়তে থাকে) আল্লাহ্ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা, আযাব, কষ্টকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি আল্লাহ্ তাকে এমন সব উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, যা সে (বান্দা) কল্পনাও করতে পারে না। (আবুদাউদ) রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি বলে– 'আস্‌তাগ ফিরুল্লাহা ল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহে'- অর্থাৎ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র কাছে, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আর আমি তার কাছে তওবা করছি', তাহলে তার গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ্ করলেও (আবুদাউদ)।

ইস্তেগফার সকল আধ্যাত্মিক-উন্নতির চাবিকাঠি এর অর্থ কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই নয়। এর ফলে এমন সব কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়, যদ্বারা দুর্বলতা ও পাপরাশি দূর হয়ে যায় বা ঢেকে যায়।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, যে কেউ একটি ভাল কাজ করে, আমি তাকে দশগুণ পুরস্কার দিব বা তার চেয়েও বেশী দিব। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কাজ করবে, সে ঠিক ততটুকু পরিমাণ শাস্তি ভোগ করবে অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। যে আমার দিকে এক বিঘত পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমি তার প্রতি এক গজ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই গজ অগ্রসর হই (মুসলিম)।

আল্লাহ্ তার বান্দাকে ক্ষমা করবেন যদি ক্ষমা চাওয়ার শর্তাবলী মেনে ক্ষমা চাওয়া হয়। এটা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার বা তার কাছে লিখিত আছে, যা খোদা তা'লা নিজেই তা লিপিবদ্ধ করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন তিনি (আল্লাহ্) একটি বইতে লিখেছিলেন– আমার ক্ষমা তোমার ক্রোধকে অতিক্রম করবে (বুখারী, মুসলিম)। আর আল্লাহ্ তিনি, যে বান্দা গুনাহ করবে আর তিনি ক্ষমা করবেন, যতবার গুনাহ করবে ততবার ক্ষমা করবেন যদি গুনাহ্ স্বীকার করে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন বান্দা গুনাহ্ স্বীকার করে আর মাফ চায়, আল্লাহ্ মাফ করেন বা কবুল করেন। রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর সে মরিচা সাফ হওয়ার জন্য দৈনিক একশ বার আসতাগফিরুল্লাহ্ বলি (মুসলিম)। হযরত নবী করীম (সা.) এর গোলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহান আল্লাহ্‌র কাছে কিভাবে ক্ষমা চইতেন ও ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি আমাদের সামনে রেখেছেন, আসুন, তা আমরা দেখি। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। কেননা, আমরা অন্যায় করেছি (তাযকিরা ৬৩৯ পৃষ্ঠা)। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর আকাশ হইতে কৃপা বর্ষণ কর। (তাযকিরা ৪৭ পৃষ্ঠা) হে আমাদের প্রভু! তুমি মৃতকে কিভাবে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও। হে আমাদের প্রভু! আকাশ হতে তুমি ক্ষমা ও কৃপা অবতীর্ণ কর (তাযকিরা ৪২৮ পৃষ্ঠা)। ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য ও মহান আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের জন্য তিনি (আ.) মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আরো কত বিনয়ের সাথে দোয়া করেছেন তা তাঁর নিম্নের দোয়াতেই প্রতীয়মান হয়।

'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। আমাদের বিপদাপদ এবং কষ্ট দূর করে দাও। আর আমাদের হৃদয়কে এর চিন্তা হতে মুক্তি দান কর। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিচার সমূহের জন্য প্রতিভু হও। আর আমরা যেখানেই থাকি, তুমি আমাদের সাথী হও। হে আমাদের প্রভু প্রেমাস্পদ। ঢেকে দাও আমাদের নগ্নতাকে এবং নিরাপদে রাখ আমাদেরকে আমাদের আশংকা সমূহ হতে। তোমার ওপরই আমরা ভরসা করেছি। তুমি আমাদের অভিভাবক এ দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও। তুমিই সর্বোত্তম করুনাময়। কবুল কর হে সারা জগতের প্রভু প্রতিপালক' (তোহফায়ে

গুলরাভিয়া ৯১ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার মান্যকারীদের উদ্দেশ্যে লিখেন, 'খুব স্মরণ রাখবে যে, শুধু মৌখিকভাবে শব্দ উচ্চারণে কোন কাজ হবে না। নিজ ভাষায়ও ইস্তেগফার করা যায়। আল্লাহ্ তা'লা যেন পূর্বকৃত পাপ সমূহ ক্ষমা করেন ও ভবিষ্যতে পাপ হতে রক্ষা করেন এবং সৎকার্যের তৌফিক দেন। এটাই প্রকৃত ইস্তেগফার'। পক্ষান্তরে এমন ইস্তেগফারের কোনই সার্থকতা নেই যে, শুধু মুখে আস্‌তাগফিরুল্লাহ্ বলতে থাকলে, কিন্তু অন্তর তার খবরও নিল না। মনে রাখবে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট শুধু সে কথাই স্থান লাভ করে, যা অন্তর হতে নির্গত হয়। (মলফুযাত, ৯ম খন্ড) সেই উৎসের পিয়াসী হও, তবে তা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করবে। সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর, যে-দুগ্ধ স্বত:ই স্তন হতে নির্গত হয়ে আসে। তোমরা দয়ার যোগ্য-পাত্র হও, তবে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। উদ্বিগ্ন হও। সান্তনা পাবে। পুন:পুন: ক্রন্দন কর, যেন ঐশী-হস্তের স্নেহ স্পর্শ এসে তোমাদেরকে সান্তনা দেয়। (কিশতিয়ে নূহ্)

হযরত নবী করীম (সা.) নামায শেষ করে তিন বার ইস্তিগফার (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) পড়তেন। তারপর পড়তেন : 'আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম। 'হে আল্লাহ্ তুমি শান্তি, তোমারই নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়; তুমি বরকত ও কল্যাণময়, হে গৌরব ও সম্মানের মালিক'। ইমাম আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মহানবী (সা.) কিভাবে ইস্তেগফার করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আস্তাগফিরুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাই) আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলতেন। (মুসলিম)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) মৃত্যুর পূর্বে অধিক-সংখ্যায় এই দোয়া পড়তেন, 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়াতুবু ইলাইহি'। আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ্‌র কাছেই তওবা করি (বুখারী)। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় খুশী হন আর বান্দা যদি পাহাড় সমান গুনাহ্‌ও করে এবং খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে, ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব, তা তোমার গুনাহের পরিমাণ যত বেশী, যত বড়ই হউক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন পরওয়া করবো না। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তুমি যদি আমার কাছে মাফ চাও, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরওয়া করবো না। হে আদম সন্তান, যদি তুমি আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে হাজির হও, আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী-সমান সংখ্যা দিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে যাব (তিরমিযী)। বান্দা কিভাবে তার খোদার দরবারে সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আকুতি মিনতি সহকারে তার প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করবে এবং খোদা তা'লা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এসম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন:

সইয়েদুল ইসতিগফার (সর্বোত্তম ক্ষমাপ্রার্থনা) হলো বান্দা বলবে : হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা (ওয়াদা) পালনে বদ্ধপরিকর। আমি যা করেছি তার খারাপ-প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছ, তা আমি স্বীকার করি। আমি আমার অপরাধও স্বীকার করি। অতএব আমাকে মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ্ মাফ করার কেউ নেই'। নবী করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পূর্ণবিশ্বাস সহকারে দিনের বেলা পাঠ করে আর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে যদি সে মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতি। এবং যে ব্যক্তি রাতের বেলা এই দোয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহকারে পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে-ও জান্নাতি। (বুখারী)

প্রিয় পাঠক! আসুন, আমরা আমাদের প্রিয়-খোদার দরবারে কৃত অপরাধ স্বীকার করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি আর ক্ষমা লাভের মাধ্যমে নিজেদেরকে খোদার প্রিয় বান্দায় পরিণত করি, আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় হওয়ার তৌফিক দিন, আমীন।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০.০০ টাকা, কোর্স ফি -৫০০.০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০.০০ টাকা। সর্বমোট ৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮৩১৯৬২৬, ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

স্মৃতি জাগানিয়া–

অব্যাহত ঐশী সাহায্যে সদা সমুন্নত আহমদীয়াতের মশাল

সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত

আমার বিয়ে হয় ১৯৭৮ সালে– আমার স্বামী মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব PWD ফেনীতে তখন Sub Divisional Engineer হিসেবে কর্মরত। সিরাজী সাহেব চাকুরী সূত্রে বিভিন্ন সময়কালে ফেনী, হবিগঞ্জ (দু'বার), লালমনিরহাট, সুনামগঞ্জ, সিলেট, রাঙ্গামাটি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থান করেছেন। রাঙ্গামাটি ছাড়া সব জায়গাতেই তিনি পরিবারসহ বসবাস করেছেন। কর্মস্থলগুলোর মধ্যে তখন ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া কোথাও জামা'ত ছিল না। তিনি যে আহমদী জামা'তের সদস্য তা সবাই জানতো এবং সাধ্যমত তিনি তবলীগও করতেন। ১৯৯০ ইং সালে লালমনিরহাটে থাকাকালীন সময়ে তিনি Executive Engineer হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি তাঁর চাকুরী জীবনে কখনও বদলীর জন্য ও পদোন্নতির জন্য তদবির করেননি। যখন যেখানে বদলি করা হয়েছে সেখানেই গিয়েছেন এবং সম্মানের সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। সবার সাথেই সৌহার্দ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন– কোন অন্যায় কখনো প্রশ্রয় দেন নাই। স্থানীয় লোকজন ও অফিস স্টাফরাও তাঁকে খুবই সম্মান করতো ও ভালোবাসতো।

সুনামগঞ্জে চরম মোখালেফাতের সম্মুখীন হওয়া ও ঐশী সাহায্য :

MTA বড় ডিশ যখন চালু করা হয় তখন আমরা সুনামগঞ্জে বদলি হয়ে এসেছি এবং ১৯৯৭ইং সালে ঢাকা থেকে লোক এনে আমাদের PWD'র বাংলো বাড়ির ছাদে ঐ বড় ডিশ লাগানো হয়। এর কিছুদিন পর হতেই মোখালেফাত শুরু হয়– সেখানকার ধর্মান্ধ মৌলবীরা টেলিফোনে গালাগালি, হুমকি-ধামকি দিতে থাকে- উড়ো চিঠি পাঠাতে থাকে যেন আমরা সুনামগঞ্জ ছেড়ে চলে যাই। এমনকি আমাদের দু'জনকে কাফনের কাপড় পর্যন্ত পাঠায়। সুনামগঞ্জের বিভিন্ন মাদ্রাসার মৌলবীরা সিরাজী সাহেবের নাম ধরে সারা শহরময় কাদিয়ানীরা কাফের এই বলে প্রকটভাবে প্রচার আরম্ভ করে এবং আমাদের সুনামগঞ্জ হতে তাড়ানোর জন্য প্রচন্ড আন্দোলন করতে থাকে। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকারী মৌলবীরা সারা সুনামগঞ্জ শহরে ট্রাকে করে মিছিল আরম্ভ করে ও সিরাজী সাহেবের নাম ধরে কাদিয়ানী বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। আন্দোলনকারী মৌলবীরা মিটিং মিছিল করে সারা সুনামগঞ্জ শহর উত্তাল করে তোলে। একদিন সিলেট যাওয়ার পথে আন্দোলনকারী মৌলবীরা গাড়িতে হামলা করে গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে দেয়– ড্রাইভার খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার ফলে তিনি খোদার ফযলে রক্ষা পান। আবার একদিন সিরাজী সাহেব অফিসের কাজে সিলেট PWD Zonal Office এ গিয়েছেন; এমনি সময় এক লোক আমাকে টেলিফোন করে বলে সিরাজী সাহেবের গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছে, তিনি সিলেট মেডিকেলে ভর্তি আছেন– অবস্থা খুব খারাপ, আপনি এখনি ছেলেকে নিয়ে বের হন– আমি জানতে চাইলাম 'কে বলছেন?' কিছু না বলে লাইন কেটে দিল। আমি তখন আমাদের অফিসে টেলিফোন করে S.D.E. সাহেবকে এই কথা জানালাম। S.D.E. সাহেব বললেন, সিলেট অফিসে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি। উনি খোঁজ নিয়ে জানালেন যে, স্যার সিলেট অফিসে মিটিং এ আছেন। অর্থাৎ আন্দোলনকারী ধর্মান্ধ মৌলবীরা নানা ভাবে আমাদেরকে উত্যক্ত করতে থাকে এবং আমাদের জীবন একেবারেই দুর্বিসহ করে তোলে।

সিরাজী সাহেবকে অনেক সময় অফিসের কাজে সিলেট শহরে বা অনেক সময় ঢাকায় কনফারেন্সে যেতে হতো– আমরা একা থাকতাম। আমাদের অফিসের স্টাফরা অনেক সময় বলতো– স্যার নাই। আপনারা অন্য কোথাও চলে যান, আমাদের ভয় করে, কখন কি জানি কী হয়। আমি বলেছি, আমরা কোথাও যাব না– আমরা কারো কোন ক্ষতি করি নাই, অন্যায় করি নাই। আমাদের আল্লাহ্ আছেন– তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন। এখন যত সহজে লিখতে পারছি–কিন্ত তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি মোটেই ততটা সহজ ছিল না। তখনকার সার্বিক বাস্তব পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল ; আমরা অনেকটাই ভীতিপ্রদ অবস্থায় দিন পার করছিলাম এবং শুধু আল্লাহ্‌কে ডাকছিলাম।

মুখালেফাতকারীরা অফিসের পিয়ন/আর্দালি, ড্রাইভার, মালী, বাবুর্চি এদেরকে আমাদের বাজার করে দিতে বাধা দেয় ও বারণ করে। মোল্লারা বলে, বাজার-সওদা করতে গেলে টাকা কেড়ে নেবে। স্থানীয় প্রশাসনের নির্লিপ্ততার কারণে আমাদের PWD স্টাফরাও অনেকটা বিমর্ষ অবস্থায় দিন কাটাতো। আমরা সেজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে শুধু দোয়া করছিলাম। লাগাতার কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এই অবস্থা চলছিল। ঠিক এমনি সময়ে– আমাদের চরম বিপদের এই দুঃসময়ে একেবারেই অকস্মাৎ আমার ছোট বোনের এক বান্ধবীর বড় ভাই সুনামগঞ্জে Dy. Commissioner হিসেবে বদলি হয়ে আসেন। আমার আব্বা মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এই নুতন Dy. Commissioner সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং তিনি আহমদীদের সম্পর্কে সব কিছুই জানতেন। তিনি জেলা শহরের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবলোকন করেন এবং পুলিশ সুপারকে নিয়ে মিটিং করেন। প্রথমেই তিনি শহরময় কাদিয়ানী বিরোধী মাইকিং বন্ধ করান এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ধর্মান্ধ মোল্লা প্রকৃতির নেতাদের তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান। নতুন Dy. Commissioner একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন– তিনি প্রশাসনিক কিছু কার্যকরী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন এবং পদক্ষেপ নেন। তিনি বিশৃংখলাকারী উগ্র মোল্লাদের বেশ ভালভাবেই শায়েস্তা করেন। এরপর বিরোধী মৌলবাদীদের আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত ও নিশ্চল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার খাস ফযলে এরপর আমরা আরো প্রায় দু'বছর সম্মানের সাথে নির্বিঘ্নভাবে সুনামগঞ্জে অবস্থান করি। পরবর্তীতে ২০০০ ইং সালের দিকে সিলেট জেলা সদরে সিরাজী সাহেবের বদলি হয়। সুনামগঞ্জে ঐ নতুন Dy. Commissioner সাহেবের বদলি হয়ে আসাটি আমাদের জন্য একটা প্রত্যক্ষ ঐশী সাহায্য ছিল। আমরা সব সময়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন ভাবে ঐশী সাহায্য পেয়েছি– এইসব কিছুই খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত।

সিলেটে বাসায় জুমুআর নামায চালু করা এবং MTA তে লন্ডন জলসা দেখার আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা :

সিলেটে কোন জামা'ত ছিল না, ইসলামগঞ্জ হতে মাঝে মাঝে জনাব রুহুল আমীন সাহেব ও দেলওয়ার হোসেন সাহেব সহ আরো কয়েকজন আসতেন, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আহমদী ছাত্র ছিল তাঁরাও আসতেন– তখন সিলেটে আমাদের বাসায় জুমুআর নামায চালু করা হয় এবং সাধ্যমত শুক্রবার দিন মেহমানদারীও করা হতো। সেইবার প্রথম লন্ডন U.K জলসা MTA তে সরাসরি দেখবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ জলসার তিন দিনই প্রায় ২৫-৩০ জন আহমদী আমাদের বাসাতেই থেকেছেন এবং MTA তে জলসা দেখেছেন.....আলহামদুলিল্লাহ্। এটি আমাদের জন্য মেহমানদারী করার একটি বিরল আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। সিলেট থাকাকালীন সময়েই আমরা খলীফা রাবে (রাহে.) এর ওফাত ও খলীফা খামেস (আই.) এর নির্বাচনের অনুষ্ঠানও MTA তে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।

সিরাজী সাহেবের জামা'তের কাজে যোগদান :

চাকুরী জীবনে ২০০৪ ইং সালে চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসার কিছুদিন পর হতে তিনি জামা'তের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। প্রথমে জেনারেল সেক্রেটারী ও নায়েব আমীর এবং শেষে আমীর পদে দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ওসীয়্যতকারী [মুসী] ছিলেন। সিরাজী সাহেব ২০০৯ ইং সালে Additional Chief Engineer হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে কাজ করার সুবাদে তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর অন্য কোন চাকুরীতে যোগদানের জন্য তাঁকে কেউ কেউ বলতেন, কিন্তু তিনি বলতেন– 'চাকুরী অনেক করেছি, এখন আল্লাহ্‌র চাকুরী করবো– জামা'তকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে।'

বিগত নভেম্বর ২০১২ হতে হৃদরোগজনিত অসুস্থতার কারণে আমীরের গুরুদায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারছিলেন না বিধায় আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্তি জলসা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জলসায় [৮৯তম সালানা জলসা-২০১৩ইং] মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সিরাজী সাহেবকে উক্ত জলসা সম্পর্কিত কিছু দায়িত্ব দেন- সেই দায়িত্বও সিরাজী সাহেব পরম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

তিনি ৩১-০৭-২০১৩ইং তারিখে ঢাকাস্থ CMH এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন... *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।* তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর অনেকেই আমাদেরকে টেলিফোন করেছেন–সমবেদনা জানিয়েছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁর জানাযাতে আহমদী ছাড়াও পরিচিত অনেক অ-আহমদীরাও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অসম্ভব ধৈর্যশীল ও খুব সুন্দর মনের অধিকারী সার্বিকভাবেই এক সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং সেই সাথে ছোট ভাই-বোনদের দিকেও খেয়াল রাখতেন। আত্মীয়তার পরিমন্ডলে সবার সাথেই তাঁর সদ্ভাব ছিল। আমার ভাই বোনদের সাথেও তাঁর চমৎকার সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিদ্যমান ছিল। তিনি সবাইকে ভালবাসতেন, সুপরামর্শ দিতেন। দুর্বলদের সাহায্য করা তাঁর এক বড় গুণ ছিল। কারো ব্যবহারে কষ্ট পেলেও কিছু বলতেন না–তাদের জন্য দোয়া করতেন যেন তারা সুপথে পরিচালিত হয়।

তাঁর জন্ম ৩১ আগষ্ট, মৃত্যু ৩১ জুলাই। আমাদের বিয়েও হয়েছিল কোন এক মাসের শেষ দিনে। শেষ দিয়েই জীবন শুরু হয়েছিল– আর এক শেষ দিয়েই জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হলো।

পরিশেষে সবার কাছে দোয়া চাই। তাঁর কোন কাজে বা কথায় কারো মনে দুঃখ বা কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্যও ক্ষমা চাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে খেলাফতের কল্যাণের চাদরে আবৃত রাখুন এবং আমাদের সকলের সহায় হউন... আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“বন্ধু নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

বন্ধু নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা

ইসলাম মানে শান্তি। কিন্তু আজ ইসলামের নামে নানা ভাবে অপকর্ম চলছে। ইসলামকে পুঁজি করে ব্যবসা করছে। তাই প্রত্যেক আহমদী ছেলে এবং মেয়েদের উচিত পড়ালেখার ক্ষেত্রে ভাল বন্ধু নির্বাচন করা। একজন বন্ধুর সাথে থেকে ভালও হওয়া যায় আবার খারাপও হওয়া যায়। আর ভাল বন্ধু পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা খোদা তা'লার নিকট প্রার্থনা করা উচিত। প্রত্যেক মানুষই সমাজে বসবাস করে। আর সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই মানুষ একে অপরের বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে, একটি শিশু ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত পরিবারেই লালন পালন হয়ে থাকে। যখন শিশুটি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তখনই তার মেধা বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশুটি প্রথমে বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যা অর্জন করতে যায় তাই প্রত্যেকটি সন্তানের অভিভাবকদের উচিত যে, আমার সন্তান কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, তার বন্ধুটি কেমন এসব বিষয়ে পিতা-মাতার বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

আমাদেরকে সেই ধরণের বন্ধুই নির্বাচন করতে হবে যারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় নিজেদের জীবন পরিচালনা করেন। বন্ধু নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা আহমদী ঘরের সন্তান, আমাদেরকে অনেক ভেবে চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। এমন কোন সহপাঠির সাথে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না যে অনৈসলামিক কাজে লিপ্ত। বর্তমানে দেখা যায় ছেলে মেয়েরা পড়া লেখা করতে বাইরে যায় ঠিকই কিন্তু পড়া লেখার নামে সন্তানরা কি করছে এতটুকু খোঁজ পর্যন্ত রাখে না অভিভাবকরা। একজন ধার্মিক, নেক ও সৎ বন্ধু নির্বাচন করলে নিজের জীবন যেমন শান্তির হবে তেমনি ভবিষ্যতও হবে উজ্জল। ইসলামের শিক্ষা এটাই যে, সৎ বন্ধু নির্বাচন করা। কারণ বন্ধুর দ্বারাই জীবনে অনেক বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

আজ আমরা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে দেখতে পাই যে, বন্ধুর মাধ্যমেই অনেকের জীবনে বড় ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। প্রবাদ আছে সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গ সর্বনাশ। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আজ মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমেও বন্ধু-বন্ধুর অনেক ক্ষতি করে থাকে। তাই এ থেকে সাবধান। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই তৌফিক দিন আমরা যেন ইসলামী শিক্ষায় সঠিক বন্ধু নির্বাচন করতে পারি।

লাকী আহমদ
তেবাড়িয়া, নাটোর

প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন করে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভ করা যায়

বন্ধুত্ব বলতে আমরা সাধারণত সমাজে একতা, ঐক্য পরস্পর আস্থা ও নির্ভরতা এবং সুখে দুঃখে একে অন্যের সাথে সাহায্যকারী বন্ধনকে বুঝি। বন্ধু নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা উম্মুল কুরআন সূরা ফাতেহা এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অংশে বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। আমরা আমরা সূরা ফাতাহাতে পাই সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলাইহিম–অর্থাৎ আমাদের তাদের পথে পরিচালিত কর যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। আর এটাই হল বন্ধু নির্বাচনের মৌলিক নীতি। আসলে আল্লাহ্ পাকের বন্ধুত্ব লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য এবং এ পথের যারা যাত্রী তারাই পরস্পর বন্ধু।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তাঁর প্রভু প্রতিপালক প্রিয় স্রষ্ঠার প্রেমে নিজেকে বিলীন করে ফেলেন তখন তিনি স্রষ্ঠার সাথে এমন ভাবে মিলিত হয়ে যান। যেমন ধনুকের দু'টি কোণ মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন আমাদের অন্যত্র শিক্ষা দেয় “যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা বা বন্ধুত্ব চাও তবে পবিত্র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-

এর সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে তুল। তৌহিদ পূর্ণাঙ্গ নির্ভরতার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন–আল্লাহ্‌ই মু'মিনদের কার্যনির্বাহক সাহায্যকারী ও অভিভাবক হওয়া উচিত।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা আছে "ইহুদী ও নাসারা পরস্পর বন্ধু তোমরা তাদের (ধর্মীও নীতি ও আদর্শ) বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের সমস্যাবলী তোমরা নিজেরা মিলে মীমাংসা কর। মুসলিম বিশ্ব আজ এ শিক্ষা হতে বিচ্যুত ও অন্তকলহে লিপ্ত ও ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে বরং কেউ কেউ ধ্বংসও হয়ে গেছে। সৎ সাহসের সাথে বলছি "হে মুসলিম বিশ্ব যুগ খলীফা তোমাদের প্রকৃত বন্ধু, তোমাদের জন্য তিনি বেদনা করে, তোমাদের দুঃখে তিনি দুঃখিত ও তোমাদের জন্য তাঁর মমতার হাত প্রসারিত। অতএব আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত হাতে ধর, বর্তমান সংকট হতে উত্তরণের কোন চিকিৎসা নেই। নীতি নৈতিকতা; প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সৈয়্যদনা খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও পবিত্র কুরআন এবং যুগ খলীফাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে মু'মিনরাও পরস্পর বন্ধু। আল্লাহ্‌ করুন, আমরা সবাই যেন ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন করে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভ করতে পারি।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

তোমরা সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও

পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।" একজন খারাপ লোক যদি কোন ভালো মানুষের সাথে একাধারে পনেরো দিন বা একমাস চলাফেরা করে তবে অবশ্যই তার মধ্যে কোন না কোন প্রভাব পড়বে। ইসলাম সবসময় এই কথা বলে যে, তোমরা সৎ মানুষের সঙ্গ লাভ কর, কারণ সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ। আমাদের দ্বিতীয় খলীফা (রা.) বলেছেন, "জামাতী তরবিয়তের সর্বশেষ উপায় যা আমি এখানে বর্ণনা করতে চাচ্ছি। তা পুণ্যবানদের সঙ্গলাভের সম্পর্কিত। খোদা তা'লার বিধান পৃথিবীতে কতক এরূপ কার্যকর রয়েছে যে, মানুষ তো মানুষই প্রতিটি জিনিস কোন না কোন ভাবে নিজের পরিবেশে প্রভাব গ্রহণ করে চলছে এবং এর ওপর আপন প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এটা এক স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, যা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না।"

আপনারা খেয়াল করে দেখুন, একটি শিশুকে মাত্র কয়েকদিনের জন্য খারাপ শিশুদের সঙ্গে খেলা ধূলা করবার অনুমতি দেয়া হলে সে খারাপ অভ্যাস শিখতে আরম্ভ করবে। আর যদি কোন শিশু পবিত্র সাহচর্যে থাকার সুযোগ পায় তখন তার মধ্যে ভাল অভ্যাস সৃষ্টি হতে থাকবে। এরই জন্য প্রত্যেক যুগে পুণ্যবান লোকেরা নিজেদের সন্তানদেরকে এবং সঙ্গীদেরকে পুণ্য সাহচার্য অবলম্বন ও মন্দ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকতে উপদেশ দিয়ে আসছেন। ইসলাম সব সময় এই কথাই বলে যে পুণ্যবানদের সঙ্গী হন এবং ধার্মিক ও পুণ্যবানরাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম। আমি পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কথা দিয়ে শেষ করবো। মহানবী (সা.)-এর আগমন হয়েছিল এক অন্ধকারময় যুগে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রবল আধ্যাত্মিক সত্তার আকর্ষণ এবং শক্তিশালী চৌম্বকীয় সত্তা দ্বারা আরববাসীদেরকে পূর্ণজীবন দান করেছেন। এবং তাঁর (সা.) পবিত্র সঙ্গ লাভের ফলে শত সহস্র চুম্বকের সৃষ্টি হয়েছে, যারা হযরত মুহাম্মমদ (সা.) পর ইসলাহ্‌ ও ইরশাদের ধারা জারি রেখেছেন এবং এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত হয়ে চলেছে।

এ যুগে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এক শক্তিশালী আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন।

নিশাত জাহান রজনী

আহমদনগর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা

২। ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

খুলনা জামা'তে নবনির্মিত লাইব্রেরী ও এমটিএ কক্ষ উদ্বোধন

গত ২৮-০৯-২০১৩ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার নবনির্মিত লাইব্রেরী, এমটিএ রুম ও ডরমেটরীর শুভ উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪ মোহতরম আবুল খায়ের। এ ছাড়া সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলদেশ এর দুই জন প্রতিনিধিও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজি জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্। স্থনীয় আমীর মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক লাইব্রেরী ও এমটিএ কক্ষ নির্মাণের প্রেক্ষাপট এবং খুলনা জামা'তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অত:পর বক্তব্য রাখেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪। পরিশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর উপস্থিত সদস্য/সদস্যা ও জেরে তবলীগি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং এই লাইব্রেরী ও এমটিএ কক্ষ হতে বেশী বেশী ফায়দা হাসিলের এবং এর মাধ্যমে তবলীগি কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত বিভিন্ন পুস্তক, তফসির গ্রন্থ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), খলীফাতুল মসীহ্গণের ছবিসহ বেশ কিছু দুর্লভ ছবি ও বিভিন্ন ব্যানার/পোষ্টার দিয়ে নবনির্মিত লাইব্রেরীটি সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের খুলনা জামা'তের সদস্য/সদস্যা ও জেরে তবলীগি মেহমানসহ ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এম.টি.এ বাংলাদেশের কার্য্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এম.টি.এ-এর সেচ্ছাসেবক সংখ্যা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে আগ্রহী প্রার্থীর নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। সকল প্রার্থীর দরখাস্ত অবশ্যই স্থানীয় জামা'তের আমীর /প্রেসিডেন্ট /মুরুব্বী সাহেবের মাধ্যমে ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের বরাবরে আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং এর মধ্যে আবেদন পাঠাতে হবে ।

মোহাম্মদ খায়রুল হক
ইনচার্জ, এম.টি.এ, বাংলাদেশ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ ও ২৫ অক্টোবর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ অক্টোবর বাদ মাগরীব উদ্বোধনী অধিবেশন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলওয়াত ও নযম পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। স্বাগত ভাষণ দেন স্থানীয় কায়েদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন নায়েব আমীর জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস, এম ইব্রাহীম, এবং জেলা কায়েদ জনাব জুয়েল আহমদ।

২৫ অক্টোবর বিকাল ৩ টায় মোহতরম সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিনিধি, জনাব ডা: মনিরুল ইসলাম স্বপন, নায়েব সদরের সভাপতিত্বে ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব স্থানকারীদের পুরস্কার ও সনদ পত্র বিতরণ করা হয়। সভাপতির ভাষণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। ইজতেমার অনুষ্ঠানসমূহ স্থানীয় এমটিএ-এর সংযোগধারী প্রায় ১২০টি আহমদী পরিবারে টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ইজতেমায় মোট ২১৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

রায়হান আহমদ রুদ্র

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ কটিয়াদীতে জেলা ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

গত ১ ও ২ নভেম্বর রোজ শুক্র ও শনিবার দু'দিন ব্যাপী কটিয়াদী স্থানীয় মসজিদে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমা বাদ জুমু'আ ৩.৩০ মি: স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ক্বারী ফজলুল হক। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় প্রসিডেন্ট। আহাদ পাঠ করান জেলা নাযেম জনাব নজরুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নসিয়ত ও তরবিয়ত মূলক বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। এছাড়া আরও বক্তব্য প্রদান করেন জনাব নূরুদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট, বিরপাইকশা, মৌ. নাসের আহমদ আনসারী, জনাব ডা: রুহুল আমীন।

মাগরিব এশা নামায জমার পর নওমোবাঈনদেরকে নিয়ে বিভাগীয় নাযেম জনাব আবুল কাশেম ভইয়া এক তরবিয়তীমূলক আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু করেন। তাহাজ্জুদ ও ফযর নামাযের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণী এবং সভাপতি ও অন্যান্যদের সমাপ্তি ভাষণের পর দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হান্নান। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কাজ সমাপ্ত হয়। ইজতেমায় কিশোরগঞ্জ জেলার ৫টি মজলিস ও হালকা থেকে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

ময়মনসিংহ-নেত্রকোনায় জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৩, রোজ বৃহ:স্পতিবার বাদ মাগরিব ময়মনসিংহ-নেত্রকোনার জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব আবুল কাসেম ভূইয়া। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত করেন জনাব তফাজ্জল হোসেন এবং নযম পাঠ করেন জনাব ফজল ই ইলাহী। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব তফাজ্জল হোসেন, শহিদুজ্জামান, হাজী আব্দুল মজিদ, মজিবুর রহমান, হাফিজুর রহমান, রাশেদ মিনহাজ, আব্দুল আজিজ মাষ্টার, প্রিন্সিপাল আজার উদ্দিন, মৌ. আসাদুল্লাহ আসাদ, মওলানা রবিউল ইসলাম এবং সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

পরের দিন ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। সকাল ৬টায় নিউজিল্যান্ড জামা'তে প্রদত্ব হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা এমটিএ-এর মাধ্যমে ইজতেমায় আগত সকলে সরাসরি শুনেন। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বাদ জুমুআ। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল কাসেম ভূইয়া, রিজিওনাল নাযেম, ঢাকা। পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত করেন আলহাজ্জ শহিদুজ্জামান এবং নযম পাঠ করেন জনাব আইয়ুব আলী। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, মৌ. আসাদুল্লাহ আসাদ, আব্দুল হাই, মওলানা রবিউল ইসলাম এবং সভাপতি।

পুরষ্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রমের সমাপিত্ত ঘটে। ইজতেমায় ময়মনসিংহ, ধানীখোলা, চানতারা, ফুলবাড়ীয়া এবং নেত্রকোনা মজলিস থেকে সদস্যরা অংশ নেন।

আবুল কাসেম ভূইয়া

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, গত ০৮/০৫/২০১৩ বুধবার তেরগাতী জামা'তের সদস্য জনাব আবু বকর সিদ্দিক সাহেব হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। মরহুম স্ত্রী, ৩ পুত্র, ২ কন্যাসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খি রেখে গেছেন। মরহুম ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত দানশীল ও তাক্ওয়াশীল মানুষ ছিলেন। তিনি যেমন সত্যবাদী ছিলেন তেমনি সকলের সাথে মিশুকও ছিলেন। তিনি প্রত্যেহ ফজরের নামাযের পর উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মরহুম কোন সময় কারো কাছে হাত পাততেন না। তিনি তেরগাতী জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারীসহ বিভিন্ন দায়িত্ব সুন্দর ভাবে পালন করেন এছাড়া মরহুম আনসারুল্লাহর যয়ীম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমের নামাযে জানাযা তেরগাতী জামা'তে সম্পন্ন হয় এবং স্থানীয় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চ মোকামে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারন ও নিরাপদ রাখেন সেজন্য আন্তরিকভাবে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী, তেরগাতী

আন্তর্জাতিক জামাতি সংবাদ

সুইজারল্যান্ড জামা'তের উদ্যোগে আহমদীয়াতের প্রচারপত্র বিতরণ

গত ২০শে অক্টোবর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুইজারল্যান্ডের জুরিখ জামাত দু'টি প্রত্যন্ত অঞ্চলে জামাতের প্রচারপত্র বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এটি নতুন লিফলেট বিতরণ কর্ম-পরিকল্পনার একটি অংশ। 'তামিন' ও 'চূর' গ্রাম দু'টি জুরিখের ১৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুর্বে অবস্থিত। প্রত্যাশিতভাবেই রাইন নদীর পাশ দিয়ে চলা এই যাত্রায় চারপাশের দৃশ্যাবলী ছিল নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর।

সদ্য অস্ট্রেলিয়ায় প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত খুতবায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুইজারল্যান্ড জামাত পূর্বে যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব হয় নি সেসব এলাকায় এই লিফলেট বিতরণের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'তামিন' গ্রামের মাধ্যমে এ নতুন পরিকল্পনার সুচনা করার মূলত কারণ তিনটি। প্রথমত, এই স্থানটিই রাইন নদীর উৎসস্থল, দ্বিতীয়ত এটি সেই স্থান যেখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৫৫ সালের ঐতিহাসিক সফরের সময় দোয়া করেছিলেন আর এই 'তামিন' গ্রামেই সুইজারল্যান্ড জামাতের বর্তমান আমীর ওয়ালিদ তারিক তারনুযার সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন।

দিনের শুরুতে আতফাল, খোদ্দাম ও আনসার ভাইয়েরা মাহমুদ মসজিদে একত্রিত হয়ে প্রাতরাশ করেন ও জুমুআর নামায আদায় করেন। অতঃপর সুইজারল্যান্ড জামাতের মিশনারী ইনচার্জ জনাব সাদাকাত আহমদ সাহেব সমন্বিত দোয়ার মাধ্যমে এ যাত্রা আরম্ভ করেন। 'তামিন' গ্রামের যে স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া করেছিলেন সে স্থানে পৌঁছে দলটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে জামাতের প্রচার-পত্র বিতরণ শুরু করে। ১০,০০০ লিফলেট বিতরণের প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করলেও সবার আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টায় প্রায় ১৩,০০০ লিফলেট বিতরণ করা সম্ভব হয়। দুপুরে 'চূর' গ্রামে মধ্যাহ্নভোজ ও যোহর নামাযের বিরতি দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় এ কর্মসূচী অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

সুইজারল্যান্ড জামা'তে তবলীগি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

সুইজারল্যান্ডের রাজধানী Bern থেকে প্রায় ৫০কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত একটি শিল্প নগরী Burgdorf-এ ভাড়া করা একটি হলে আহমদীয়া জামাত Bern এর উদ্দোগ্যে গত ৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনকে সফল করার লক্ষ্যে অত্রাঞ্চলের ঘরে ঘরে প্রায় আড়াই হাজার নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়।

জামা'তের মুবাল্লিগ মওলানা সাদাকাত আহমদ সাহেব অনুষ্ঠানের শুরুতে ধৈর্য, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব আরম্ভ হয় আর এতে ইসলামে নারীর অধিকার, পর্দা, কুরআন ও বাইবেলের আলোকে ঈসার মৃত্যুসহ বিভিন্ন গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়।

এরপর এই আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিক্ষিত নারী-পুরুষদের মাঝে পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-পবিত্র জীবনী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিবাদে আহমদীয়া জামাতের ইমামের খুতবার কপি বিতরণ করা হয়। অতিথিরা সানন্দে জামা'তের এই মূল্যবান উপহার গ্রহণ করেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তির জবাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আহমদীয়া জামা'তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কানাডার নাগরিকত্ব ও অভিবাসন মন্ত্রী মিস্টার Chris Alexander ক্যালগরীর বাইতুন্ নূর মসজিদ পরিদর্শন করেন

গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ঈযৎরং অষবীধহফবৎ ক্যালগরীতে অবস্থিত মসজিদ বাইতুন্ নূর পরিদর্শনে আসেন। তাঁর সাথে ছিলেন প্রাদেশিক সাংসদ মিস্টার Davindor Shory এবং সিনেটর ইলেক্ট মিস্টার Mike Sheikh। কানাডা জামাতের নায়েব ন্যাশনাল আমীর ড. আসলাম দাউদ সাহেব এবং জামাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁদের স্বাগত জানান।

এক আনুষ্ঠানিক সভায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও এর বিশ্বাস সম্বন্ধে মন্ত্রী মহোদয়কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেসব সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে সে সম্পর্কেও তাঁকে জ্ঞাত করা হয়। পারস্পরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় হয়।

মাননীয় মন্ত্রী মসজিদের মূল হল এবং অন্যান্য অংশও পরিদর্শন করেন। তিনি মসজিদের নির্মাণশৈলী দেখে খুবই মুগ্ধ হন এবং এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। এ সময় তিনি কিছুক্ষণ শিশুদের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলায় অংশ নেন ও তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন।

মিস্টার আলেক্সজান্ডার অন্টারিও প্রদেশের অ্যাজাক্স পিকারিং, রাইডিং-এর একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং গত জুলাই মাসে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি এবারই প্রথম ক্যালগরীর বাইতুন্ নূর মসজিদ পরিদর্শন করেন বলে জানা গেছে।

পর্তূগাল জামা'তের ১২তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৫ ও ৬ই অক্টোবর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পর্তূগালের ১২তম বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এদিন দুপুর ২:৩০টায় জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং মুবাল্লেগ ইনচার্জ জনাব ফযল আহমদ মজুকার সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনার আলোকে সভাপতি সাহেব জলসার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন। এরপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জামাতের চিন্তাবিদগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

ডাঃ তৈয়্যব আহমদ মনসূর সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এদিনও বিভিন্ন মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করা হয়। মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে গিনিবাসাউ এর মুবাল্লিগ জনাব আহমদ ডাম্বল সাহেব কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি স্কাইপ এর মাধ্যমে সরাসির গিনিবাসাউ থেকে 'ক্রিওল' ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এরফলে সেখানকার নবাগত আহমদীরাও উপকৃত হন। এরপর নবাগত আহমদীরা নিজেদের বয়আতের বিভিন্ন ঈমানউদ্দীপক ঘটনা শোনান। সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন এবং সম্মিলিত দোয়া করান। জলসায় মোট ৯৫জন উপস্থিত ছিলেন এরমধ্যে ২৫জন নওমোবাঈন এবং আফ্রিকান বন্ধুও ছিলেন।

সুইডেনের গোথেনবার্গে আয়োজিত বইমেলা-২০১৩

বইপ্রেমী লোকেরা চারদিনব্যাপী গোথেনবার্গ বই মেলার জন্য সারা বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। এটিই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সবচেয়ে বড় এবং ইউরোপের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা। এ বছর প্রায় ১লক্ষ দর্শনার্থী এই মেলা পরিদর্শন করেন এবং সর্বমোট ৯০০ টি বুকস্টল এতে অংশগ্রহণ করে। এই মেলা জনপ্রিয় ব্যক্তি এবং নোবেল বিজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করিয়ে দেয়।

এই বছর মেলার মূল প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল: "Romania Has the Floor"! রোমানিয় লেখকরা মিডিয়া কভারেজ এবং সবচেয়ে বেশি বই বিক্রি করে মেলায় আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়, যা সামাজিক ব্যাপার, কলা এবং সাহিত্য কেন্দ্রীক। যার ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল ধারণা পাওয়া যায়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুইডেন বিগত কয়েক বছর ধরে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করছে এবং মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এবার জামাতের স্থাপিত স্টলটি সকলের দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৃষ্টিনন্দন ব্যানারটিতে তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা বিখ্যাত ইতিহাসবিদের দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়েছে এবং তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পোস্টারটি পড়েছে।

সুইডিশ ভাষায় অনুদিত দু'টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এই মেলায়, একটি হল "Life of Muhammad" এবং "world Crisis And Pathway To Peace"। এই বইগুলো উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় ১৭জন সুইডিশ সাংসদকে।

জামাতের তবলীগ টীম বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং স্বনামধন্য লেখক এবং চিন্তাবিদদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের কাছে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন। আনুমানিক ৪ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয় সকল দর্শনার্থীর মাঝে।

এ বছর এই বইমেলায় নাসেরাতরাও অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ ইসলামী জ্ঞান সম্বন্ধিয় একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করতে দেয়া হয় দর্শনার্থীদের এবং বিনিময়ে সুইডিশ ভাষার কুরআন প্রদান করা হয়। এই প্রশ্নপত্র আমাদের জানতে সাহায্য করবে সাধারণ লোকজন ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান রাখে।

স্টকহোমের ইমাম-ই-আলী ইসলামিক সেন্টারের শিয়া ইমাম সাহেব আমাদের বুকস্টল পরিদর্শন করেন এবং মিশনারী ইনচার্জ সুইডেনের সাথে বাক্য বিনিময় করেন। তিনি ভবিষ্যতে জামাতের মসজিদ পরিদর্শন করারও আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

বইমেলার সিইও অ্যানা ফালাক জামাতের এমন অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন এবং সুইডিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ জামা'তের বাণী তথা "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে" এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তে আহমদীয়ার বাণী প্রচারের লক্ষ্যে সুইডেন জামা'তের এ নিরলস প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন।

লন্ডনের 'ওপেন হাউস' কমিটির বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদ পরিদর্শন

লন্ডনভিত্তিক 'ওপেন হাউস' সংস্থা সুন্দর ও আকর্ষণীয় নির্মাণশৈলী প্রদর্শন করে পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যশিল্প নির্মাণ ও এর মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের বাৎসরিক স্থাপত্যশিল্প প্রদর্শনীর অংশ হিসাবে এ বছর তারা লন্ডন জুড়ে প্রায় ৭০০টি বিভিন্ন ধরন, আকার ও আয়তনের নির্মাণ কর্ম পরিদর্শনের আয়োজন করে।

পশ্চিম ইউরোপের সবচে' বড় মসজিদ বাইতুল ফুতুহ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ম্যাগাজিনের জরিপে এটি পৃথিবীর প্রধান ৫০টি বিল্ডিং এর একটি গণ্য হয়েছিল, এ বছর এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য এর স্থাপত্যকর্মে অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ১৫০জনেরও অধিক অতিথি বাইতুল ফুতুহ মসজিদের নয়নাভিরাম স্থাপত্যশৈলী ও অপূর্ব ডিজাইন পরিদর্শন করেন। জামাতের সদস্যরা অতিথিদের মসজিদ ঘুরে দেখান এবং এ মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস এবং সর্বোপরি যুক্তরাজ্য ও বিশ্বব্যাপী জামা'তের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

যুক্তরাজ্য জামাত এ বছর জামাতের শতবষপূর্তি উদযাপন করছে এবং বাইতুল ফুতুহ মসজিদে এ উপলক্ষে বছরজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৫.২ একর আয়তনের এই মসজিদ কমপ্লেক্স ইসলামী এবং আধুনিক বৃটিশ নির্মাণশৈলীর এক অপূর্ব মিশ্রন, এতে ১৫মিটার ব্যাসের একটি গম্বুজ এবং ২৬ মিটার ও ৩৫ মিটার উঁচু দু'টি মিনার রয়েছে।

প্রায় ১৩০০০ মুসল্লী এই মসজিদ কমপ্লেক্সে একসঙ্গে নামায পড়তে পারেন। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নামায কক্ষ, পাঠাগার, টেলিভিশন স্টুডিও, বহুমুখি সুবিধা সম্বলিত কয়েকটি প্রশস্ত হল এবং ডাইনিং হল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাইতুল ফুতুহ্ প্রায় প্রতিদিনই সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত। এ সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট: www.baitulfutuh.org

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবের্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদা তা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুণরায় সজীব হবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (২৪তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও এবং এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। আসছে ২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তবলীগে আশারা পালনকলীন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৮/১১/২০১৩	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ২৯/১১/২০১৩	রাত ৮.৩০ থেকে	১৪.৩০	২ ঘন্টা
শনিবার ৩০/১১/২০১৩	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ০১/১২/২০১৩	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

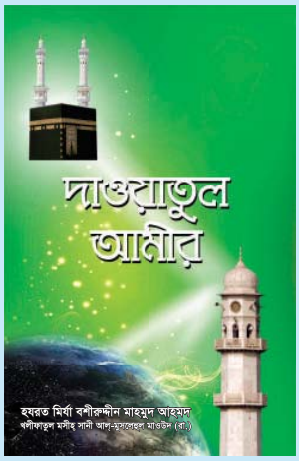

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 10 Issue

The Ahmadi

Fortnightly

30th November, 2013 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com